ত্রেতাবতার রামচন্দ্র।

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস প্রণীত।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
গীতা।

কলিকাতা,

৩৯/৬ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, নব কাব্য-প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীহরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০৬।

TO BE HAD OF THE AUTHOR AND ALL BOOKSELLERS.

Price { *Library Edition Rs.* 2/8 ; *Popular* ... ... 1/4 } *Postage &c., extra.*

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের

অন্যতম কর্ণধার

শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

এই পুস্তকের কিয়দংশ পাঠে নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"In regard to the book you are going to publish, I have very great pleasure to say that it will be quite a new thing in the Bengali literature, and that the literary public will hail it with delight."

এস্থলে ইহাও নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যে উক্ত ঘোষ বাহাদুরের প্রযত্নে সুবিখ্যাত সাহিত্যোৎসাহী ঢাকা ভাওয়ালের অধিপতি এই গ্রন্থ খানি তদীয় নামে উৎসর্গ করিতে গ্রন্থকারকে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এজন্য আমরা তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রচারক।

ভূমিকা।

আদিকবি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ মহাকাব্য বিশেষ আদরণীয় গ্রন্থ। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে, সময়াভাব নিবন্ধন, এই মহাগ্রন্থ (মূল অথবা বঙ্গানুবাদ) সমগ্র পাঠ করা বঙ্গীয় যুবকদিগের পক্ষে অতি দুরূহ ব্যাপার। এই কারণ বশতঃ অনেককেই, অবকাশ-রঞ্জক (১) উপন্যাস প্রায়, লোক-পরম্পরাগত রামচরিত শ্রবণেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বক্তাদিগের রুচিভেদে, তাঁহাদিগের কথিত রামায়ণ বিবিধ আকার ধারণ করে, ও অনেক সময়ে সেই মহাশয়দিগের গুণে, মূলগ্রন্থের কবি-কল্পনা সমূহ, সাধারণের নিকট অদ্ভুত এবং প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য উপন্যাসরূপে প্রতীয়মান হয়; এবং সময়াভাবে মর্মগ্রহণাসমর্থ যুবক শ্রোতৃমণ্ডলীর কোমল হৃদয়ে, এই গ্রন্থের আপাততঃ অসারতা জ্ঞানই বদ্ধমূল হইয়া যায়।

এই সমস্ত দোষ দূরীকরণ মানসে, যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাসাকারে এই পুস্তক লিখিত হইল। মহর্ষি বাল্মীকি রচিত প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য ঘটনা সমূহের সংক্ষেপ সমাবেশোদ্দেশে ইহাতে ভাষার লালিত্য একেবারে উপেক্ষিত হইয়াছে। রামায়ণ সম্বন্ধে বাল্মীকির ব্যতীত অন্যান্য পৌরাণিক জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এবং প্রচলিত প্রবাদ সমূহ পুস্তক মধ্যে টীকাকারে নিম্নে সংকলিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে পাঠক সে সমুদয় পরিত্যাগ করিতে পারেন। তবে বক্তব্য এই যে, যিনি কথঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া আনুপূর্ব্বিক ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহার একখানি পুস্তক পাঠেই, রাম চরিত বিষয়ে অনেক গুলি গ্রন্থ(১)

---

(১) রামায়ণ সম্বন্ধে আধুনিক কথক সম্প্রদায়ানুসারি মহোদয়গণের নিকটে অনেকগুলি অমূলক গল্প পাওয়া যায়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রকটিত হইল :—

(ক) বাল্মীকি—দস্যু মহাপাপী রত্নাকর রাম নাম উচ্চারণেও অসমর্থ হইলে, "মরা মরা" শব্দ জপ করিতে মুনিগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েন; এবং সেই নামের গুণেই অবশেষে মহাকবি বাল্মীকি রূপে পরিচিত এবং মহর্ষি শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

(খ) মন্ত্রী জাম্ববান্—রাবণ বধের পর, লঙ্কা-পুরীর সমৃদ্ধি দর্শনে মুগ্ধ লক্ষ্মণ, তদ্রাজ্যে বিভীষণের পরিবর্ত্তে অগ্রজকে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করিলে, মন্বন্তর পুরাণ জাম্ববান্, ইন্দ্রের দ্বিচক্ষুঃ, হরির ত্রিনয়ন ব্রহ্মার পঞ্চমুখ, পর্ব্বত এবং অশ্বের পক্ষ, সমুদ্রবারির মধুর স্বাদ, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হীনতা, এবং শিবের শুভ্র গ্রীবা, প্রভৃতি দর্শন করিলেও, রামচন্দ্রের ন্যায় দত্তাপহারী তাঁহারও অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া সম্মতি দানোদ্যত রাঘবকে তিরস্কার করেন।

(গ) ভক্ত হনুমান্—রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সময়ে, স্নেহময়ী সীতা দেবীর প্রদত্ত মহামূল্য রত্নহার, হনুমান্ কর্ত্তৃক দন্ত দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন, এবং তাহা রামচন্দ্র-হীন বিবেচনায় উপেক্ষিত হইলে, লক্ষ্মণের শ্লেষবাক্যে বানর, স্বীয় বক্ষঃ বিদারণ করিয়া, হৃদয় মধ্যে রামচন্দ্র মূর্ত্তি প্রদর্শন করে।

(১) এই পুস্তকের প্রণয়ণ জন্য নিম্ন লিখিত গ্রন্থ সমূহের সাহায্য গৃহীত হইয়াছে :—

অধ্যাত্ম রামায়ণ	মহাভারত	Todd's রাজস্থান
অদ্ভুত —	হরিবংশ	বঙ্কিম বাবুর কয়েকখানি গ্রন্থ
কীর্ত্তিবাস কৃত —	শ্রীমদ্ভাগবত	পদ্মনাভ বাবুর 'ভারত ভ্রমণ'
Griffith's —	পদ্মাদি পুরাণ	নবীন বাবুর Geography
রাম রসায়ণ		প্রচলিত অভিধান ও ইতিহাসাদি।

পরিদর্শনের এবং উপন্যাস শ্রবণের ফল লব্ধ হইবে। ইহাও পাঠকগণের পক্ষে এক প্রকার সময়ের পরিমিত ব্যবহার।

কোন্ সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা অতি কঠিন। কেহ কেহ ইহাকে, খৃষ্টাব্দের দুই সহস্র বৎসরেও অধিক কাল পূর্ব্বে রচিত, এবং লোক পরম্পরাগত বলিয়াই অনেক স্থান বিকৃতাকার প্রাপ্ত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। "আদি" হইতে "লঙ্কা" পর্য্যন্ত ছয় কাণ্ড বহু পূর্ব্বে বাল্মীকির রচিত, এবং সমগ্র "উত্তর" কাণ্ড পশ্চাৎ অপরের লেখনীপ্রসূত বলিয়াও কেহ কেহ (১) নির্দেশ করেন। যাহাই হউক, বাল্মীকি রচিত রামায়ণ যে বেদব্যাস প্রণীত মাহাভারত হইতেও প্রাচীনতর গ্রন্থ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বাল্মীকি রামায়ণে অনেক অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণিত আছে। সেই সমুদয়কে উপেক্ষা করিবার পূর্ব্বে Homer এবং অন্যান্য বিদেশীয় কবির রচিত গ্রন্থাদি স্মরণ করা পাঠকগণের কর্ত্তব্য। কেহ কেহ সমগ্র রামায়ণকে, রূপক বিবেচনায় এবং কাব্য উল্লেখে, ইতিহাস-শ্রেণীভুক্ত করিতে (২) অসম্মত। যিনি যাহাই বলুন, অদ্যাপি রামায়ণোল্লিখিত কোন কোন ঘটনার চিহ্ন বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

রামায়ণের বঙ্গানুবাদ গুলি প্রায়ই চিত্ত-রঞ্জক চিত্র সমূহ দ্বারা শোভিত; কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে, রামায়ণোল্লিখিত স্থান সমূহ যথাশক্তি নির্দেশ করিয়া, কেবলমাত্র প্রাচীন ভারতের কয়েকখানি (৩) মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ভরসা করি ইহাতে পাঠকগণের কিয়ৎ পরিমাণে উপকার দর্শিবে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের M. A. ক্লাশের প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্র, কুমারটুলি নিবাসি শ্রীযুক্ত ভাগবতকুমার গোস্বামী মহাশয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক, এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম। বলা বাহুল্য, গোস্বামী মহাশয়ের আনুকূল্যেই মাদৃশ অকিঞ্চিৎকর জনের কয়েক মাসের পরিশ্রম এই পুস্তকাকারে পরিণত হইয়াছে। ভবানীপুরবাসি শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (B. L.) মহাশয়ও এই গ্রন্থ সম্যগ্‌রূপে পরিদর্শনাদি দ্বারা বাধিত করিয়াছেন। অলমতি বিস্তারেণ।

১৫ নং কাশীপুর রোড, কলিকাতা
Das & Co's Lock and Safe Works.
শ্রীরাম নবমী ১৩০৬।

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস।

---

(১) আধুনিক বাল্মীকি রামায়ণের মূল এবং প্রক্ষিপ্ত অংশ নির্বাচন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অনুদ্দিষ্ট।

(২) কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলেন:—ইউরোপীয়েরা স্বদেশে পদ্যে রচিত আখ্যান-গ্রন্থের অসদ্ভাব নিবন্ধন রামায়ণ এবং মহাভারতকে Epic কাব্য সিদ্ধান্ত করেন, এবং তজ্জন্যই উহাদিগকে ইতিহাস শ্রেণীভুক্ত করিতে অনিচ্ছুক। মানব চরিত্র কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইলেও, ইতিহাসবেত্তার তদ্বর্ণনে কাব্যের সৌন্দর্য্য হেতু ঐ সকল গ্রন্থকে অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

(৩) এক খানি মানচিত্র এবং ছয় খানি প্লেট (plate)। সর্ব্ব সমেত সাত খানি।

ক্রোড়পত্র।

Quite recently MR. H. DHARMAPAL writes to a Calcutta paper "MUDALIYAR GUNASEKHARA, editor of a monthly literary Magazine, called the *Gnanadarsaya*, published in Colombo, has discovered a very old Mss., in Sinhalese character, which gives the ancient history of লঙ্কা, commencing from the reign of রাবণ, down to the time of Wijayan conquest. The discovery of this unique Mss., so interesting to every Aryan, will bring Ceylon nearer to India, and every Indian, who loves the memory of রাম and সীতা, will make it a point to visit Ceylon to see the beautiful garden of রাবণ where সীতা was confined. A thrill of joy will go through every true Aryan heart that to-day, after several hundred centuries, the scene of সীতা's captivity can be seen. The romantic scenery in going through the country of রাবণ, no pen can describe. Hitherto it was thought that there was no independent testimony out-side the verbose রামায়ণ to establish the anthenticity of রাবণ's kingdom. The discovery of the Sinhalese Mss, is, therefore, full of momentous results. The name of the book is 'KADAIMPOTA.' According to this book, the important places in connection of সীতা's captivity are easy to be indentified."

ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতার সম্ভব কি না?

এ সম্বন্ধে কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এই ভাবে বলিয়াছেন ঃ—

নিরীশ্বর-বাদিগণের সহিত বিচার অপ্রয়োজন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারকারীদিগের মধ্যে—

খৃষ্টীয়ানেরা ঈশ্বরের অবতার বিশ্বাস করেন।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ মধ্যে—

যাঁহারা ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়া তাঁহার অবতার স্বীকার করেন, তাঁহাদের প্রতি এইমাত্র ব্যক্তব্য যে, মানবগণের যেরূপ চিত্তবৃত্তি, তাহাতে নির্গুণ ঈশ্বরের আদৌ উপলব্ধিই অসম্ভব।

যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, নিরাকার ঈশ্বরের পক্ষে আকার ধারণ অসম্ভব, তাঁহারা কেবল ইচ্ছাময়ের সর্ব্ব শক্তিমত্তার সীমা-নির্দেশমাত্র করিয়া থাকেন!

যাঁহারা বলেন, সর্ব্বশক্তিমানের কেবল অসুরাদি নিধন জন্য আকার ধারণের প্রয়োজনাভাব, তাঁহারা

"পরিত্রাণায় সাধূণাম * * *"

ইত্যাদি শ্লোকের মর্মার্থে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের নিধন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-সংরক্ষণাদির জন্য মানবাকারে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঐশিক নিয়ম ফলে ক্রমশঃ উন্নতিশীল জগৎকে, প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা উন্নতির উচ্চতর সোপানে অরূঢ় করিবার নিমিত্ত, দয়াময় ঈশ্বরের মানবদেহ ধারণ, তাঁহার অসীম করুণার পরিচায়ক মাত্র। দৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্মরাজ্য যতদূর সংরক্ষিত এবং দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে, কেবল নিয়মফলে ততদূর হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব।

রামচন্দ্র অবতার কি না?—যাঁহারা রামচন্দ্রের কার্য্য-জীবন সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সর্ব্ব কার্য্যের মূলমন্ত্র "সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীর নিধন, এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন।" বাল্যে ঋষিগণের যজ্ঞ রক্ষা হইতে, পরিণামে রাবণ বধ, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক, এবং লবণ শূদ্রকাদি নিধন দ্বারা স্বীয় ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাদি সকল কার্য্যেই এই বাক্যের সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহার সমগ্র কার্য্যই এ কথার পরিচায়ক। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অবতার ভিন্ন সম্ভবে না।

[পণ্ডিতগণ বালিবধ ও সীতার বনবাস যেরূপ আলোচনা করেন তাহা একটু বিস্তীর্ণভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া আমরা যথাস্থানে (সংক্ষিপ্ত notesএর মধ্যে) অন্তর্নিবিষ্ট না করিয়া পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য বিষয় দুইটী প্রারম্ভেই মুদ্রিত করিলাম। বলা বাহুল্য অন্যান্য বিষয়ের সমালোচনা আমরা notesএর মধ্যেই রাখিয়াছি।]

১। বালিবধ—ভগবান্ রামচন্দ্র সাধুগণের পরিত্রাণ, পাপাচারিগণের বিনাশ সাধন এবং ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্যই মানব রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদীয় জীবনের সমস্ত কার্য্যেরই মূলমন্ত্র ঐ। সূক্ষ্ম রূপে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে বালিবধ ব্যাপারেও সেই উচ্চ ধর্মনীতি সম্যগ্-ভাবেই অক্ষুণ্ণ আছে।

দেখুন, যখন ঋষ্যমূক শৃঙ্গে ভগবান্ সুগ্রীবের নিকট তদীয় শত্রুর নিধনার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন, তখন সেই অভয় বাণীতে স্বার্থপরতার লেশমাত্র আছে কি না? ধর্মাত্মা কপীশ্বর ভক্তবৎসল রামচন্দ্রের নিকট অভয় প্রার্থনা করিতেছেন:—

"অহং বিনিকৃতো ভ্রাত্রা চরাম্যেষ ভয়ার্দ্দিতঃ।
ঋষ্যমূকং গিরিবরং হৃতভার্য্যঃ সুদুঃখিতঃ॥
* * * * * * * *
বালিনো মে ভয়ার্ত্তস্য সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর।
মমাপিত্ব মনাথস্য প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥"

ধর্মনীতি যাঁহার মূলমন্ত্র, তিনি কি আর এ কাতরোক্তিতে বধির হইতে পারেন? অবিলম্বেই——

"এবমুক্তস্ত তেজস্বী ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মবৎসলঃ।
প্রত্যুবাচ স কাকুৎস্থ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব।
* * * * * * *
অদ্যৈব তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্॥"

আর কি? ভগবানের মুখে এই রূপই প্রত্যুক্তি শুনিবার ইচ্ছা হয়। যিনি "শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ," তিনি এখানে রাজনীতিকের নীরবতা অবলম্বন করিতে পারেন না। বালী ধর্মরাজ্যে বিপ্লব আনিয়াছে, সে অবশ্যই দণ্ডার্হ। ধর্ম-সংরক্ষণার্থে যিনি অবতীর্ণ, তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল "বালী চারিত্র দূষকঃ"। তিনি অমনি চরম দণ্ডদানে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। স্বয়ংই বালিবধের পর শ্রীমুখে একথা ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"অস্য ত্বং ধরমানস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং চর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপ কর্ম কৃৎ॥

নহি লোক বিরুদ্ধস্য লোক বৃত্তাদপেয়ুষঃ।
দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিযূথপ॥

*   *   *   *   *

ঔরসীং ভাগিনীং চাপি ভার্য্যাং চাপ্যনুজস্য যঃ।
প্রচরেত নরঃ কামাৎ তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ॥"

একবার যদি রাজনীতির দিকে দৃষ্টি করেন, দেখিবেন রামচন্দ্র বালিবধে রাজকার্য্য সম্যগ্‌রূপে প্রতিপালন করিয়াছেন :—

"রাজভির্দ্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।"

একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিকও না লিখিয়াছেন যে,—

"অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্য দণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥"

সমাজনীতি বা ব্যবহারনীতির প্রতি দৃষ্টি করিলেও দেখিবেন বালিবধ তাঁহার কতদূর কর্ত্তব্য। এখন যদি তিনি প্রবলের সম্বন্ধে প্রশ্রয় দিয়া ব্যভিচারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যান, তবে সমাজের কি গতি হইবে? একবার মনে করুন কৃষ্ণাবতারে অর্জ্জুনকে উপদেশ-চ্ছলে কি বলিয়াছেন :—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এখানে বালিবধেও ভগবানের মনে একবার সেই আশঙ্কা উঠিতে বাধা কি? আর ফলও তিনি তাঁহার দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছেন। গীতায় সেই সবই বলিয়াছেন। সেই বর্ণসঙ্করোৎ-পত্তি, সেই কুলনাশ, সেই সমাজধ্বংস। তবে আর কিরূপে তিনি বালিবধ না করেন? আরও মনে করিবেন, তিনি এই ব্যাপারে সুগ্রীবের সহিত কতদূর সমবেদনায় অনুপ্রাণিত। তাঁহারও ভার্য্যা পরহৃতা। পরভার্য্যাপহারীকে দণ্ড দিতেই তিনি এখন একমনাঃ। তাই সুগ্রীবকে বলিতেছেন :—

"আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্ত্বং শোকসাগরে।"

এখন বালীর পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। 'ছলের' আশ্রয় কেন?

"পরাংমুখ বধং কৃত্বা কোত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।"

এ কথাটা বিচার করিবার পূর্ব্বে কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ভগবান্ যে উদ্দেশ্যের (motive, spring of action) বশবর্ত্তী হইয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অভ্রান্ত ও ধর্ম; তবে কার্য্যপ্রণালী (means employed) কতদূর যুক্তিসঙ্গত (prudential) তাহাই বিচারার্হ।

যিনি ভগবানের জীবনে ধর্মনীতির আলোচনা করেন, তাঁহার নিকট এ বিচার নিরর্থক।

তিনি জানেন, কার্য্যপ্রণালী যেরূপই হউক না কেন, কার্য্যের উদ্দেশ্য ও কার্য্য (spring of action and consequence) নির্দোষ হইলেই হইল। যাহাই হউক, যিনি সর্ব্বত্র ভগবানের পূর্ণ-প্রজ্ঞতা দেখিতে চান, তিনিও বোধ করি এখানে হতাশ হইবেন না।

সুগ্রীবের সহকারি (ally) রূপে যদি সম্মুখ যুদ্ধে ভগবান্ অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে ফল কি হইত? তখন ভগবান্‌কে দুষ্কৃতিকারীর নিধনের জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বালীরও সহকারিরূপে সমাগত নিষ্পাপ সমগ্র বানরসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে হইত। তবেই ফল কি? না অনর্থক নিষ্পাপ প্রজানাশ। এটা বোধ হয় সমাজ-নীতি, লোকনীতি, কোনটারই অনুমোদিত নহে। কপিকুল ত আর রাক্ষসকুলের ন্যায় আগাগোড়া দুরাচার নহে যে সকলেই দণ্ডনীয়। তবেই এইরূপ "ছদ্মট," আপাততঃ ভাল না দেখাইলেও নীতিসম্মত। আর যদি তিনি একাকী বালীকে সমরে আহ্বান করিতেন, তাহাও কিছু আর অনাহূতের পক্ষে ভাল দেখাইত না। অধিকন্তু বালীর পক্ষীয় বীরগণও তাহা উপেক্ষা করিত না। সুতরাং সেই লোক-ক্ষয় অপরিহার্য্য হইয়া উঠিত।

এই প্রসঙ্গে আর একটা আপাততঃ যুক্তিসঙ্গত কথার আলোচনা করা যাক :—

> "সুগ্রীব প্রিয়কামেন যদহং নিহতস্ত্বয়া।
> মামেব যদি পূর্ব্বং ত্বমেতদর্থমচোদয়ঃ॥
> রাক্ষসঞ্চ দুরাত্মানং তব ভার্য্যাপহারিণম্।
> কণ্ঠে বধ্বা প্রদদ্যাস্তেঽনিহতং রাবণং রণে॥"

রাবণ-মিত্র, মহাবীর, সুচতুর বালীর মুখে কথাটা সাজে। রাম কিন্তু এ কার্য্য করিতে পারিতেন না। তাহা হইলে তাঁহার জীবনের **মূল মন্ত্রটাই** মাটী হইত। আর 'সুগ্রীব প্রিয়কামেন' এ কথাটা রাম সম্পূর্ণ অনুমোদনই করেন না। স্বার্থপর, কদাচার বালীর নিকটে এই পথটী নির্দোষ বলিয়া বোধ হইলেও রামের নিকট তাহা অতি হেয়। দুরাচার রাবণ-প্রমুখ রাক্ষসবংশও বিনষ্ট হইত না, বালীরও পরমায়ু ফুরাইত না। তাও কি রাম স্বার্থের জন্য উপেক্ষা করেন? কখনই না।

এখন আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে কি উদ্দেশ্যে, কি ফলে, কি সাধনোপায়ে, বালিবধ সম্পূর্ণরূপে অবিগর্হিত এবং নীতিসম্মত।

২। **সীতার বনবাস**—সীতার বনবাস ব্যাপারে অনেক সূক্ষ্ম সমালোচকেরই মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছে। কোনও মহাত্মা 'পুত্রঘাতক' ব্রুটসের সহিত 'সীতা নির্বাসন-কারি' রামচন্দ্রের তুলনা করিয়া 'স্বদেশ রক্ষক' ব্রুটস্‌কে দেবপদ দান করিয়াছেন; আর 'পরমুখাপেক্ষী,' 'ভীরু,' রামচন্দ্রকে অধম কাপুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আর একজন

ভাবুক আবার সেই 'অনিবার্য্য' বিচ্ছেদে দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া সেই করুণ-রসের মহাসাগরেও অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়াছেন। দুর্ব্বহ বিরহের সে সোহাগে ভাবুক-প্রবর আপনিও আত্মহারা হইয়াছেন। ওদিকে আবার এক শক্তিশালী প্রাচীন সমালোচক নির্বাসকের 'লোকোত্তর' চরিত্রের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াও শেষে হতাশ হইয়া সে অপূর্ব্ব চরিত্র প্রাকৃত মানবের 'অবিজ্ঞেয়' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভাগ্যবান্ লেখক অশেষ ভাবসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনায় তিনি নির্বাসকের চরিত্র অতি বিচিত্র ভাবে পরিস্ফুটিত করিয়াছেন। সেই সমালোচনার ফল জাতীয় সাহিত্যের, জাতীয় কাব্যের, অদ্বিতীয় গৌরব-স্তম্ভ। মহাকবির সেই করুণ-রসের তূলিকায় নির্বাসকের যে চিত্র উন্মীলিত হইয়াছে, তাহা কাব্য জগতে অতুলনীয়। সমালোচকের সেই মহাকাব্য একবার পাঠ করুন, বুঝিবেন রামচরিত্র কত উন্নত। কাব্য-প্রসঙ্গে কত দোষ, কত কলঙ্ক, যেন বিচারচ্ছলেই রামচন্দ্রের চরিত্রে আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু ভগবানের স্বভাব-শুভ্র, জ্যোতির্ম্ময়, বিমল চিত্র পাঠকের চিত্তদর্পণে আপনিই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। (১)

এই ত গেল শক্তিশালী সমালোচকগণের কথা। আমরা কিন্তু সীতা নির্বাসন ব্যাপারে কলঙ্কের ত কিছুই দেখিতে পাই না। প্রবল সমালোচকগণের সমক্ষে যখন এ কথাটা বলিলাম, তখন অবশ্য একটা যুক্তির অবতারণা আবশ্যক। রামায়ণ খুলিয়া দেখা যাউক, রামচন্দ্র 'খোলসা' পাইবার পথ স্বয়ং কতটুকু উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।

প্রথমেই দেখি প্রজাদের অভিযোগটা সমূলক ও সুসঙ্গত, না তরলচিত্ত রাজদ্রোহী কতকগুলা লোকের দুষ্টামি মাত্র।

বিশ্বস্ত চর ভদ্র অভিযোগটা এইরূপে বর্ণন করিতেছেন;—

"কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সম্ভোগজং সুখম্।
অঙ্কমারোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ধৃতাম্॥
লঙ্কামপি পুরানীতামশোকবনিকাং গতাম্।
রক্ষসাং বশমাপন্নাং কথং রামো ন কুৎস্যতি॥
অস্মাকমপিদারেষু সহনীয়ং ভবিষ্যতি।
যথাহি কুরুতে রাজা প্রজাস্তমনুবর্ত্ততে॥
এবং বহুবিধা বাচো বদন্তি পুরবাসিনঃ।
নগরেষু চ সর্ব্বেষু রাজন্ জনপদেষু চ॥"

(১) কোনও প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক এই সম্বন্ধে রামচন্দ্রকে "As weak as his father had been" এবং "Too weak to act against his people" বলিয়াছেন।

অভিযোগটা শুনিলেন। বলা বাহুল্য রামচন্দ্র সচিববর্গ, বন্ধুবর্গ, ভ্রাতৃবর্গ, সকলেরই সহিত একটা পরামর্শও করিলেন। কিন্তু অভিযোগটা ত কেহই ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। অভিযোগটা যতদূর ন্যায্য, ততদূর ভয়ঙ্কর। অগ্নিপরীক্ষার সাক্ষ্যটা দিলেও সেটা তখন সকলেই অপ্রাকৃত বলিয়া অবিশ্বাস করিতেই পারে। না হয়, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার ভয়ে মানিয়াই লইল, কিন্তু সন্দেহটা ত দৃঢ়বদ্ধই থাকিবে। আর এদিকে সমস্যাও অতি বিষম। প্রজারাও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিবে। তারও না হয় তখন সমর্থনের জন্য একটা অপ্রাকৃত ব্যাপারের উদ্ভাবনা করিবে। রামচন্দ্র সবই বুঝিলেন। ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখন সীতা পরিত্যাগ না করিলে তাঁহার ধর্মরাজ্যে ঘোর বিপ্লব আসিবে। তিনি সমাজের নেতা, সকলেই ত তাঁহাকে অনুকরণ করিবে। তাহাদের যখন সন্দেহ—সন্দেহই বা বলি কেন, নিশ্চয় বুদ্ধি—হইয়াছে, তখন সমাজবিপ্লব ত অবশ্যম্ভাবী। আর সন্দেহও এক আধজনার নহে—সার্ব্বজনীন। যিনি ভবিষ্যৎ কৃষ্ণাবতারে গীতা প্রসঙ্গে, স্ত্রীজাতির সতীত্ব সমাজ রক্ষার মূল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার দিব্য-চক্ষুতে এখনও অবশ্যই সে সকল কথা জাজ্বল্যমান। ধর্মসংস্থাপক বর্ণসঙ্করের স্রষ্টা হইয়া কখনই জাতীয়-জীবন অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিতে পারেন না। তিনি স্বদেশ, স্বজাতি, স্বসমাজ রক্ষার জন্য সীতাত্যাগে—আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উচ্চতর ধর্মনীতির অনুরোধে তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে আত্মবিশ্বাস আত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। ভারতীয় আদর্শ চরিত্র আগে এইরূপই ছিল।

একবার শুনুন, ভ্রাতৃগণের সমক্ষে তিনি নিজমুখে কি বলিতেছেন :—

"অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদ ভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জ্জনকাত্মজাম্॥"

যশোলিপ্সার জন্য এ ত্যাগ নহে। নিরপরাধ পত্নীত্যাগ বড় যশের কর্ম নহে। সমাজধ্বংস জন্য দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত এ ত্যাগ। এ ত্যাগ আদর্শ-জগতে অতুলনীয়।

যতদূর দেখান হইল, তাহাতে নিরপেক্ষবুদ্ধি পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন যে সীতাত্যাগ রামের পক্ষে অপরিহার্য্য। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এই স্থানে আর এক আধটা কথার আলো-চনা করি।

কেহ কেহ বলেন, ত্যাগটা না হয় সাব্যস্ত হইল, কিন্তু হিংস্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে পূর্ণ-গর্ভা পত্নীকে বিসর্জ্জন দেওয়া অপেক্ষা আর অধিকতর নৃশংসতার পরিচয় কি হইতে পারে? কথাটা অনেক স্থলে নানাছাঁদে বাঁধা হইয়াছে, নানা রঙে ফলান হইয়াছে। কিন্তু, কথাটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

কঠোর অগ্নিপরীক্ষার পর, যখন রাম সীতাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মনে অবশ্য তদীয় চরিত্রবিষয়ে কোনও সন্দেহই ছিল না।—

"অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।"

পরিত্যাগটা অপরিহার্য্য বলিয়াই তাহাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আর পীড়িত-পীড়নের প্রশ্রয় দিবেন কেন? বিশেষ অগ্নিসমক্ষে বেদ-মন্ত্রোচ্চারণে যাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই শুদ্ধ-চরিত্রা পত্নীকে অগত্যা পরিত্যাগ করিতেছেন বলিয়া, তাঁহার মঙ্গল কামনা কিছু আর ভুলিয়া যাইতে পারেন না। প্রজারা সীতার ত্যাগ মাত্র চাহিয়াছে। তাঁহাকে ত বাঘের মুখে দিতে চাহে নাই। রামের ধার্মিক প্রজাগণও প্রকৃত-পক্ষে চিরন্তন ধর্মেরদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সব কাজ করিয়াছে। রাজধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া রাম যাহা করিবেন, তাহাতে তাহারা বাধা দিতে পারে না। আর রামচন্দ্রও আদর্শ-পতির ন্যায়, সমাজ রক্ষার জন্য পত্নীকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াও দাম্পত্য-প্রেম ও করুণনায় জলাঞ্জলি দেন নাই। তিনি তখনও কুলপ্রতিষ্ঠাত্রী সসত্বা সহধর্মিনীর রক্ষার জন্য উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তিনি সোদর লক্ষ্মণকে নিরুপদ্রব বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে রাখিয়া আসিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণও বুঝিলেন, সীতার তাহাতে কোনও অমঙ্গল হইবে না, রক্ষারও কোনও ব্যাঘাত হইবে না। দেখুন, অগ্রজের আদেশ পালন করিয়া, লক্ষ্মণ পূজ্যা ভ্রাতৃজায়াকে কিরূপে সম্ভাষণ করিতেছেন :—

"* * * মা বিষাদং কৃথা শুভে॥
রাজ্ঞো দশরথস্যৈব পিতুর্মে মুনিপুঙ্গবঃ।
সখা পরমকো বিপ্রো বাল্মীকিঃ সুমহাযশাঃ॥
পাদচ্ছায়া মুপাগম্য সুখমস্য মহাত্মনঃ।
উপাসন পরৈকাগ্রা বসত্বং জনকাত্মজে॥
পরিব্রতা ত্বমাস্থায় রামং কৃত্বা সদা হৃদি।
শ্রেয়স্তে পরমং দেবি তথা কৃত্বা ভবিষ্যতি॥"

বুঝিলেন, রামচন্দ্রের "নৃশংসতাটা" কতদূর ভিত্তি-হীন। এটা কিছু স্তোক-বাক্যও নহে। পরবর্ত্তি ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিবেন। দেখিবেন, বাল্মীকি অনতিবিলম্বেই উপস্থিত হইয়া সীতা-রক্ষার সমস্ত ভার আপনিই লইয়াছেন।

আরও একটা কথা বলি। আদর্শ-পত্নী পতিব্রতা সীতাও শেষে দেবর-সমীপে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বিবাসন-ক্ষোভ একেবারেই দূর করিয়াছিলেন :—

"যত্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্মেন সমবাপ্নুয়াৎ।
অহং তু নানুশোচামি স্ব শরীরং নরর্ষভ।"

ইহার পর হিরণ্ময়ী সীতার বৃত্তান্ত প্রভৃতি ইতিহাসের কথা। এখনও যদি কাহারও ব্রুটসের তুলনায় রামচন্দ্রকে "নরকের কীট" বলিয়া স্থির হয়, তবে সেটা তাঁর ভাগ্যদোষ।

উপক্রমণিকা।

অতি পূর্ব্বকালে একদা তাপসবর (১) বাল্মীকি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দেবর্ষি নারদের নিকট সর্ব্বগুণান্বিত কোন নরশ্রেষ্ঠের উপাখ্যান শ্রবণেচ্ছুক হইলে, নারদ তাঁহার নিকট ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রের বিবরণ বর্ণন (২) করেন। বাল্মীকি তাহা শ্রবণানন্তর অতিশয় প্রীত হইয়া, অবগাহন মানসে তমসা নদীর তীরে গমন করেন। নদীর নিকটস্থ বনমধ্যে এক বৃক্ষোপরি রমমান ক্রৌঞ্চমিথুন বিচরণ করিতেছিল। মুনি-সমক্ষে কোন নিষাদ বাণাঘাতে বিহঙ্গকে ভূতলে পাতিত করিলে, তৎসহচরী কাতর ভাবে নিহত স্বামীর নিকটস্থা হইয়া, নানা প্রকারে শোক প্রকাশে প্রবৃত্তা হইল। মুনিবর তদ্দর্শনে ক্রোধবশে আঘাতকারী

মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ রচনা।

(১) বাল্মীকি—বরুণ পুত্র; (মতান্তরে চ্যবন মুনির পুত্র); আদি কবি। কোনও কোনও মতে, আদৌ ব্রাহ্মণ-কুলজাত বাল্মীকি, অরণ্যবাসী কিরাত-বালকগণের সমভিব্যাহারে দস্যুবৃত্তিপরায়ণ 'চোর রত্নাকর' নামে পরিচিত ছিলেন। শূদ্রাগর্ভে তাঁহার কতিপয় সন্তানাদিও হইয়াছিল:—

"অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতৈঃ সহ বর্দ্ধিতঃ।
জন্মমাত্র দ্বিজত্বং মে শূদ্রাচার রতঃ সদা॥
শূদ্রায়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্না মেঽজিতাত্মনঃ।
ততশ্চোরৈশ্চ সঙ্গম্য চোরোঽহমভবম্ পুরা॥"

বাল্মীকির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত

(২) কেহ কেহ এই কথোপকথন, রামচন্দ্রের বনবাস হইতে প্রত্যাগমন ও সিংহাসনাধিরোহণের প্রায় ষোড়শ বৎসরান্তে হইয়াছিল অনুমান করেন; কিন্তু প্রবাদ আছে যে রামচন্দ্রের জন্মের ষাইট্ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছে।

নিষাদকে অভিশপ্ত করেন। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ক্রোধপরবশ বাল্মীকির অভিশাপবাক্য চরণ-চতুষ্টয়-বদ্ধ (১)শ্লোকরূপে পরিণত হইলে, মহর্ষি সেই শ্লোকচ্ছন্দে নারদ-কথিত রামচরিত বিবৃত করিবার নিমিত্ত লোকনাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেন।

কুশ ও লবের রামায়ণ শিক্ষা।

কুশ এবং লব নামক রাম-পুত্রদ্বয়, শিষ্যরূপে মহর্ষি বাল্মীকির নিকট অধ্যয়ন করিয়া, স্বয়ং রামচন্দ্র সমীপে, তদীয় রাজত্বকালে, সমগ্র রামায়ণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(১) শ্লোক (আদি শ্লোক):—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

পূর্ব্বকথা।

প্রথম অধ্যায়।

দেবরাজ ইন্দ্রের অনুমত্যনুসারে, দক্ষিণ-সমুদ্র-তীরস্থ ত্রিকূট এবং সুবেল নামক পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যশিখরে, (১) বিশ্বকর্ম্মা (২) লঙ্কা নাম্নী এক পরম রমনীয় দুর্গম পুরী নির্ম্মাণ করেন। পুরাকালে প্রজাপতি-সৃষ্ট (৩) রাক্ষসকুলে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে

রাক্ষসা-বাস লঙ্কা-পুরীর ইতিবৃত্ত।

(১) বিশ্বকর্ম্মা—বৃহস্পতির (see note in page 4) ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী বরস্ত্রীর গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসজাত দেবশিল্পী।

(২) লঙ্কা—আধুনিক সিংহল দ্বীপ। পুরাকালে 'তাম্রপর্ণি' নামে নির্দ্দিষ্ট। কেহ কেহ ভারত-সমুদ্রস্থ 'টাপ্রোবাণা' (টাপু রাবণা) নামক দ্বীপকে লঙ্কা নির্দ্দেশ করেন। মলয় উপদ্বীপ নিকটেও 'লঙ্কাভা' নামে দ্বীপ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, পুরাকালে কোনও বিপ্র, স্বীয় ধনরাশি জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট রক্ষিত করিয়া পরলোক-গত হইলে, তাঁহার পুত্রদ্বয় পিতৃধন বিভাগ জন্য বিবাদ-পরায়ণ ও পরস্পর অভিশপ্ত হইয়া, জ্যেষ্ঠ কচ্ছপ ও কনিষ্ঠ গজদেহ প্রাপ্ত হয়। একদা তৃষ্ণার্ত্ত গজরূপী কনিষ্ঠ, এক সরোবরের নিকট উপস্থিত হইয়া, তন্মধ্যস্থিত কূর্ম্ম-রূপী জ্যেষ্ঠ কর্তৃক পূর্ব্ব-বৈরিতা জন্য আক্রান্ত হইলে, পক্ষীন্দ্র গরুড় উভয়কে নখবদ্ধ করিয়া, ভক্ষণ মানসে সুমেরু পর্ব্বত শৃঙ্গে উপবিষ্ট হয়েন। তথায় উপবেশন জন্য তাঁহার পবন দেবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা মধ্যস্থ হইয়া তাহা ভঞ্জন করেন। পরে বায়ু-তাড়িত সুমেরু-শৃঙ্গ সমুদ্র মধ্যস্থ ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি পতিত হয়। রাক্ষস মাল্যবান্ প্রভৃতির আদেশে, বিশ্বকর্ম্মা সেই সমুদ্র-নিপতিত গিরিশৃঙ্গে স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করেন।

গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধ, ও লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ

(৩) রাক্ষস—জীবরক্ষার নিমিত্ত প্রজাপতি কতকগুলি সত্ত্ব সৃষ্টি করেন। ঈপ্সিতকার্য্য কথনে আদিষ্ট হইয়া, তন্মধ্যে ক্ষুধিত জীবগণ 'রক্ষামঃ' ও অপরেরা 'যক্ষামঃ' বাক্য প্রয়োগ করিলে, ব্রহ্মার আদেশে প্রথম দল 'রাক্ষস' ও দ্বিতীয় দল 'যক্ষ' রূপে পরিগণিত হয়।

রাক্ষসগণের উৎপত্তি বিবরণ।

মাল্যবান্ প্রভৃতির বসতি এবং পলায়ন।

নিশাচর সুকেশের পুত্র-ত্রয়, কঠোর তপস্যায় চতুরাননের সন্তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক শত্রুবিজয়ি হইয়া, তাঁহার আদেশ-ক্রমে এই লঙ্কা-পুরীতে বসতি করে। কালক্রমে গর্বিত-ভ্রাতৃত্রয়, দেবতাদিগের প্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইলে, ভীষণ যুদ্ধে বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া মালী রণশায়ী হয়, এবং মাল্যবান্ ভ্রাতা সুমালীর সহিত লঙ্কাপুরী হইতে পাতালে পলায়ন করে।

বিশ্রবার জন্ম।

সত্যযুগে প্রজাপতির (১)পুলস্ত্য নামে এক পুত্র জন্মে। মেরু-পর্ব্বত দেশে রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে, মহর্ষি পুলস্ত্যের তপস্যার সময়ে, রাজর্ষি-দুহিতা সঙ্গিনীগণ সঙ্গে গীত বাদ্যে তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিলে, মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া কন্যকা-বস্থায় গর্ভবতী হয়েন। তৃণবিন্দু এই সংবাদে মহাভীত হইয়া বহুস্তবে প্রসন্নতা সাধন পূর্ব্বক, মহামতি পুলস্ত্যকে গর্ভবতী কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত করেন। গর্ভস্থ সন্তান, ভূমিষ্ঠ হইবার কালে বেদ অধ্যয়ন শ্রবণ নিবন্ধন, বিশ্রবা নামে আখ্যাত হইল। এই বিশ্রবার ঔরসে, মুনিবর (২)ভরদ্বাজের কন্যা দেববর্ণিনীর গর্ভে, বৈশ্রবণ (৩)কুবের জন্মগ্রহণ করেন। কুবের বহুতপস্যায়,

(১) পুলস্ত্য—সপ্তর্ষিগণের অন্তর্বর্ত্তী, ব্রহ্মার কর্ণ হইতে জাত। কর্দ্দম কন্যা হবির্ভূর স্বামী। অগস্ত্য ও বিশ্রবার পিতা। সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

(২) ভরদ্বাজ—মহর্ষি অঙ্গিরার জ্যেষ্ঠ পুত্র উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র *বৃহস্পতির ঔরসে জাত।

(৩) কুবের—কুৎসিত শরীর বিশিষ্ট যক্ষপতি। লোকপালগণ মধ্যে পরি-

*বৃহস্পতি—সুরাচার্য্য। অঙ্গিরার পুত্র। ইনিই বৌদ্ধ ধর্মাত্মক মোহন শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন। মতান্তরে, অন্য এক বৃহস্পতি জিনধর্মের প্রবর্ত্তয়িতা।

ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া, দেবগণের ধনাধ্যক্ষতা, লোকপাল পদ, অমরত্ব, লঙ্কাপুরীর আধিপত্য, এবং বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত কামচারী রাজহংস পরিচালিত পুষ্পকরথ প্রাপ্ত হয়েন।

কুবেরের জন্ম ও লঙ্কার আধিপত্য লাভ।

ধনপতি কুবেরকে অতুল ঐশ্বর্য্য সহিত লঙ্কাপুরে প্রতিষ্ঠিত দর্শনে, রাক্ষস মাল্যবান্ ও সুমালীর হিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বহু বিতর্কের পর, সুমালী স্বীয় রূপবতী দুহিতা (১)কৈকসীকে, মহাতপা বিশ্রবার সন্তুষ্টি সাধনার্থে, এবং তদীয় বরপ্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত প্রেরণ করিলে, পিত্রাদিষ্টা কৈকসী মুনিবর বিশ্রবার সন্নিধানে গমন করতঃ, তাঁহার প্রসাদে যথাকালে তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করিল। জ্যেষ্ঠ ভীমকর্ম্মা (২) দশানন, মধ্যম মহাকায় কুম্ভকর্ণ, কনিষ্ঠ পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ; কন্যা ভীষণাকৃতি শূর্পণখা।

মাল্যবানের হিংসা ও মন্ত্রণা।

দশাননপ্রভৃতির জন্ম।

গণিত। লোকপাল চতুষ্টয়—ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের। অথবা অষ্ট লোকপাল—ইন্দ্র, অনিল, যম, অর্ক, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও ধনপতি।

(১) কৈকসী—মতান্তরে নাম নিকষা।

(২) দশানন—সত্যযুগে একদা সনক, সনাতন, সনন্দ ও সনৎকুমার নামক মুনি-চতুষ্টয়, নারায়ণ দর্শন মানসে বৈকুণ্ঠপুরীতে উপস্থিত হইলে, দৌবারিক জয় ও বিজয় নামে ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের গতিরোধ করে। মুনিগণ তাহাতে ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া, ভ্রাতৃযুগলকে বারম্বার মর্ত্ত্যে জন্মিবার অভিশাপ প্রদান করেন। অভিশাপে দুঃখিত জয় ও বিজয়, পাপাচারী ও দেবদ্রোহী হইয়া, তিনবার মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করে, এবং নারায়ণ হস্তে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। প্রথম জন্মে জয় ও বিজয়, সত্যযুগে মহাবল দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু রূপে উদ্ভূত হইয়া বরাহ এবং নৃসিংহ অবতার দ্বারা, দ্বিতীয় জন্মে ত্রেতায় নিশাচর রাবণ ও কুম্ভকর্ণ রূপে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক, এবং তৃতীয় জন্মে দ্বাপরে দন্তবক্র ও শিশুপাল রূপে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়া উদ্ধৃত হয়।

জয় ও বিজয়ের বিবরণ।

দশানন, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির তপস্যা ও বর প্রাপ্তি

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দশানন কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি, মাতৃউত্তেজনায়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবের অপেক্ষা প্রতাপান্বিত হইবার মানসে, কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। কথিত আছে, দশানন পূর্ণ সহস্র বৎসরান্তে স্বীয় এক মুণ্ড অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে, এবং ক্রমে সহস্র বর্ষান্তর এক এক মুণ্ড ঐরূপে প্রদান করিয়া, যখন দশম মুণ্ডের আহুতির উদ্যোগ করে, তখন তাহাদিগের সকলেরই তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, ব্রহ্মা প্রসন্নচিত্তে বরদান জন্য উপস্থিত হইলে, দশানন অমরত্ব বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা তাহা অস্বীকার করিয়া, এক বরে তাহাকে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, নাগ প্রভৃতির অজেয় ও অবধ্য, এবং অন্য বরে, মুণ্ড ছিন্ন হইলে পুনর্ব্বার তাহার নূতন মুণ্ড প্রাপ্তি বিধান (১) করি-

---

দশমুণ্ড সম্বন্ধে মতান্তর।

"It was hardly compatible with the genius of বাল্মীকি which delineated human nature so faithfully, to have attributed *ten heads* to রাবণ so as to convert him into a monster. Such inconvenient load of heads was scarcely necessary to magnify or maintain the extraordinary powers with which রাবণ was credited. It is true that he has been designated in the রামায়ণ as দশমুখ or দশমৌলি। These epithets * * * * appear to have been used in a metaphorical sense, and simply meant that রাবণ had access to the ten quarters of the glove, or that he wore *ten crowns*, or *ten-headed* crowns, in token of his vaunted conquests and paramount power. * * * The addition of twenty hands was a further fanciful development of the ten head story."

(১) কেহ কেহ বলেন, "রাবণ practised penance to propitiate

লেন। অভিলষিত বর প্রাপ্ত হইলে, কঠোর তপোনিরত দুর্ব্বৃত্ত কুম্ভকর্ণের হস্তে দুঃসহ অনিষ্টের আশঙ্কায়, দেবতাদিগের অনুরোধে সরস্বতী দেবী তাহার কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া তদর্থে, পূর্ণ ছয় মাস নিদ্রান্তে এক দিন মাত্র জাগরণ ও অপরিমিত ভোজন রূপ বর প্রার্থনা (১) করিয়া লইলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ বিভীষণের তীব্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মা after all his heads except *one, which was evidently his real head*, had been cut off."

মতান্তরে, দশানন প্রার্থিত দ্বিতীয় বর:—

দশানন-প্রার্থিত দ্বিতীয় বর

"আত্মনো দুহিতা মোহাদত্যর্থংপ্রার্থিতা ভবেৎ।
তদা মৃত্যুর্ম্ম ভবেৎ যদি কন্যা ন কাঙ্ক্ষতি॥"

(১) কথিত আছে, পূর্ণ ছয় মাস নিদ্রার পর জাগরিত কুম্ভকর্ণ, সমরে অজেয় হইবে; কিন্তু অকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাহার নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে, এই রূপ বর

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দশাননের লঙ্কাপুরী অধিকার।

ব্রহ্মার বরে দৌহিত্রত্রয় অজেয় হইলে, 'সুমালী' প্রভৃতি নিশাচরগণ মহোল্লাসে অনতিবিলম্বেই সসৈন্যে রসাতল হইতে উত্থিত হইয়া, সর্ব্ব প্রথমেই তাহাদিগের পূর্ব্ব-নিবাস লঙ্কাপুরী অধিকার মানসে, কুবের সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিল। ঈর্ষ্যান্বিত বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পিতা বিশ্রবার পরামর্শে, ধনপতি নির্ব্বিবাদে লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কৈলাশ পর্ব্বতে বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিতা অলকা নগরীতে অবস্থান করাই স্থির করিলেন। মাল্যবান্ ও সুমালী, অভীষ্টসিদ্ধি দর্শনে হৃষ্টচিত্তে দৌহিত্রগণ সহিত লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া, অনুচর রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক (১) দশ-গিরিকে তত্রত্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিল।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে বিচার।

প্রদত্ত হইয়াছিল। ছয় মাস নিদ্রান্তে এক দিন মাত্র জাগরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, রাবণের বাসব-বিজয় সময়ে সমভিব্যাহারি কুম্ভকর্ণের প্রথম দিন মধুপুরে বাস, দ্বিতীয় দিন কৈলাশ পর্ব্বতে বাস, তদনন্তর তৃতীয় দিবসাবধি ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ বর্ণিত আছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রার পর, যুদ্ধাদি কার্য্য-ব্যতিপাত থাকিলে, বহুদিবস জাগরিত থাকিত। ব্রহ্ম-বরের অর্থ এই যে, নিদ্রা ন্যূনকল্পে ষণ্মাস-ব্যাপিনী হইবে; বস্তুতঃ তাহার অধিক কালও নিদ্রাবস্থা চলিত। অতএব "স্বপ্তুং বর্ষাণ্যনেকানি দেব দেব মমেপ্সিতম্," কুম্ভকর্ণের এই প্রার্থনার পর "এবমস্তু" ইত্যাদি ব্রহ্মার বাক্যের সহিত ষণ্মাস নিদ্রার বস্তুগত্যা অবিরোধই বুঝিতে হইবে।

(১) "দশ-গিরি—or one who wears ten-peaked crown, is mentioned in *Ramazat* রামায়ণ in Burmese."

অনন্তর রাক্ষস-রাজ দশানন, অনুজ কুম্ভকর্ণকে বিচিত্র শয়নাগারে সযত্নে শায়িত করিয়া, কালখঞ্জ-বংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত ভগিনী শূর্পণখার পরিণয়ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক, মৃগয়ার্থে বনমধ্যে গমন করিল; এবং তথায়, (১) ময়-দানব-কন্যা পরমরূপবতী মন্দোদরীর পাণিপীড়ন পূর্ব্বক, শত্রু-ঘাতি অস্ত্র "মহাশক্তি" প্রাপ্ত হইল। অতঃপর (২) বলিরাজ-দৌহিত্রী (৩) বজ্রবালার সহিত কুম্ভকর্ণের, এবং গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষ-কন্যা পুণ্যবতী সরমার সহিত মহাত্মা বিভীষণের পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইল। কিছুকাল পরে মন্দোদরীর গর্ভে দশাননের এক পুত্র জন্মিল; এবং ঐ পুত্রের রোদনশব্দ মেঘগর্জনের ন্যায় শ্রুত হওয়াতে, তাহার মেঘনাদ নাম রক্ষিত হইল।

দশানন প্রভৃতির বিবাহ।

মেঘনাদের জন্ম ও নাম করণ।

দুর্বৃত্ত দশানন অতঃপর দেব দানব প্রভৃতির প্রতি অত্যা-চার আরম্ভ করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রমোদ উদ্যান নন্দন-কানন উচ্ছেদন, ও কতিপয় মহর্ষির নিধন সাধন করায়, দেবগণ মহা-ভীত হইয়া, তাহার বিনাশের নিমিত্ত মন্ত্রণা-তৎপর হইলেন। ভ্রাতৃবৎসল যক্ষপতি কুবের, এই সংবাদ প্রাপ্তিতে, দশাননকে সৎপরামর্শ-দানাভিপ্রায়ে তৎসন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলে বলদর্পিত রাক্ষসপতি, দূতের প্রাণবধ পূর্ব্বক, ধনাধিপসহ যুদ্ধার্থে কৈলাশপর্ব্বতে সসৈন্যে গমন

কুবের বিজয় ও পুষ্পক রথ অধিকার।

(১) দানবগণের শিল্পী।

(২) বলিরাজ—প্রহ্লাদ-পৌত্র। বিরোচন-পুত্র।

(৩) মতান্তরে নাম বৃত্রজ্বালা।

করতঃ, ঘোরতর সংগ্রামে, কুবেরকে পরাস্ত করিয়া, বিজয়চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার কামচারি পুষ্পকরথ গ্রহণ করিল।

দশাননের প্রতি নন্দীর অভিশাপ।

পুষ্পকারূঢ় (১) কৈলাশপর্ব্বত-বিহারী দশানন, হঠাৎ এক প্রদেশে গতিরুদ্ধ হইয়া, কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে, মহাদেব অনুচর নন্দী, তাহার সম্মুখীন হইয়া, অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। দশানন তাহার বানর-প্রায় বিরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করিয়া উপহাস করিলে, ক্রুদ্ধ নন্দী, তাহাকে বানর-হস্তে সবংশে নিধনাভিশাপ প্রদান করিলেন। নন্দীর শাপ উপেক্ষা করিয়া, বল-গর্ব্বিত দশানন, বাহু দ্বারা গিরিবর উত্তোলন মানসে আলোড়ণ-প্রবৃত্ত হইলে, পর্ব্বতস্থা ক্রীড়াশীলা পার্ব্বতী সভয়ে ভূতনাথকে গাঢ়াশ্লেষবদ্ধ করিলেন। তখন রহস্যজ্ঞ সহাস্যবদন ধূর্জ্জটীর পাদাঙ্গুষ্ঠ চাপে, দুঃসহ পর্ব্বতভারে ব্যথিত ও বিকট চীৎকার-পরায়ণ হইয়া দশানন অনেক অনুনয়ে, মহাদেবের কোপ হইতে ও উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া, বহুস্তব দ্বারা আশুতোষের সন্তুষ্টিসাধন করতঃ, বেদনা কালে ভীষণ রব জন্য 'রাবণ' এই (২) আখ্যা, এবং চন্দ্রহাস নামক অমোঘ দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইল। (৩)

দশাননের রাবণাখ্যা প্রাপ্ত।

(১) কৈলাশ পর্ব্বত is believed "to correspond with the Kiunlun range, which extends northwards and connects with the Altai chain."

(২) "যস্মাল্লোকত্রয়ঞ্চৈত রাবিতং ভয়মাগতম্।"
রাবণাখ্যার এবম্বিধ কারণও নির্দ্দিষ্ট আছে।

(৩) কথিত আছে, রাবণ অনেক স্তব ও প্রার্থনায় লঙ্কাপুরী রক্ষার নিমিত্ত, এক শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, স্বয়ং বহন করিয়া আনয়ন করিবার কালে,

অতঃপর রাবণ, পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়রাজগণকে বিজয় মানসে, পুষ্পকারোহণে ভ্রমন করিতে করিতে, হিমাচলের নিকটস্থ এক বনমধ্যে প্রবেশানন্তর (১)বৃহস্পতিপুত্র কুশধ্বজের বেদাধ্যয়ন-কালে জাতা তপোরতা বেদবতীর রূপে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। বেদবতী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ক্রুদ্ধ রাবণ তাঁহার কেশাকর্ষণ করিলে, অযোনিজা রূপে জন্মগ্রহণান্তে নারায়ণকে স্বামিভাবে লাভ করিয়া রাবণ-নিধনের হেতুভূতা হইবার কামনা করিতে করিতে, বেদবতী জ্বলন্ত হুতাশন মধ্যে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বেদবতীর অভিশাপ।

অনন্তর দুর্ম্মতি লঙ্কেশ্বর, সমস্ত পৃথিবী-তল বিধ্বস্ত ও নির্জ্জিত করিয়া, রাজর্ষি এবং মহর্ষিগণেরযৎপরোনাস্তি তপো-বিঘ্ন উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার দিগ্বিজয় কালে (২) মরুত্ত নরপতির যজ্ঞে উপস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে, ভয়ে

মরুত্ত এবং অনরণ্যের পরাজয়।

পথিমধ্যে তাহা মস্তকচ্যুত করিতে নিষিদ্ধ হয়। এতদ্দর্শনে প্রমাদাশঙ্কী ব্রহ্মার উপদেশ ক্রমে, বরুণদেব দশাননের উদর মধ্যে প্রবেশ করিলে, মূত্রপীড়ায় কাতর রাবণ, সম্মুখাগত ব্রাহ্মণ-বেশী নারদের মস্তকে শিবলিঙ্গ রক্ষিত করিয়া, মূত্র ত্যাগার্থে কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট হয়। এদিকে নারদ, বহু বিলম্বেও রাবণের অনাগমনে, শিবলিঙ্গ ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক গমন করিলে, প্রত্যাগত দশানন, প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া, ক্রোধ-বশতঃ তন্মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করতঃ বিষণ্ণ-চিত্তে প্রস্থান করে। অধুনা সেই শিবলিঙ্গই 'বৈদ্যনাথ' নামে পরিচিত, এবং রাবণের মূত্র-সমুদ্ভবা নদী 'কর্ম্ম-নাশা' রূপে বিদ্যমানা রহিয়াছে।

বৈদ্যনাথ এবং কর্ম্মনাশা।

(১) See note in page 4.

(২) চন্দ্রবংশীয় রাজা। ব্রাহ্মণগণ বাক্যে রাবণের নিকট পরাভব স্বীকার করেন।

ময়ূর, হংস, বায়স ও কৃকলাস প্রভৃতির রূপ ধারণ পূর্ব্বক, আত্মগোপন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে অযোধ্যাপতি মহাবল অনরণ্য, রাক্ষস কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া, মৃত্যুকালে, তাঁহারই বংশজাত রামচন্দ্রের হস্তে, রাবণের নিধনাভিসম্পাত করেন।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট রাবণের পরাজয় এবং তৎসহ সখ্যস্থাপন

প্রায় সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়া, রাবণ, সহস্রবাহু (১) কার্ত্তবীর্য্য-অর্জ্জুনের জয়াভিলাষে, তদীয় রাজধানী(২) মাহিষ্মতী পুরীতে উপস্থিত হইল। তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন, পরিজন-বর্গ সমভিব্যাহারে, পুণ্য-সলিল-নর্ম্মদা নদীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন। ক্রূরমতি নদী-তীর-গমন-প্রবৃত্ত রাবণ, ভীষণ যুদ্ধে অর্জ্জুন-অমাত্যবর্গকে পরাভব করিয়া, নর্ম্মদাজলস্থ রমণী-গণপরিবৃত ক্রীড়াশক্ত বীরের সমীপবর্ত্তী হইল। রাক্ষসের দুষ্টাভিপ্রায় অবগত হইয়া, মহাবীর অর্জ্জুন, অল্প সময় মধ্যে বিষম প্রহারে অস্ত্রবর্ষী অনুচরগণকে বিতাড়িত ও দশাননকে সংমূর্চ্ছিত করিয়া, তাহাকে নিজ বাহুদ্বারা বন্দিরূপে গ্রহণ করতঃ পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পৌত্রের নিগ্রহ সংবাদে পুলস্ত্য ঋষি, দেবলোক হইতে হৈহয়-পতি অর্জ্জুন সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক, বিবিধপ্রকারে সংপূজিত ও সম্মানিত হইয়া,

(১) সত্যযুগের চক্রবর্ত্তী রাজা; ত্রেতায় পরশুরামের হস্তে নিহত হয়েন। দশানন ইঁহার নিক্ষিপ্ত পঞ্চসংখ্যক বাণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল। দত্তাত্রেয়রূপী ভগবানের বরে ইঁহার বাহুদ্বয়, সংগ্রামকালে সহস্র সংখ্যা ধারণ করিত।

(২) বর্ত্তমান চুলি-মহেশ্বর। দ্বাপরযুগে শিশুপালের রাজধানী।

রাবণের বন্ধন মোচন করতঃ, উভয়ের মধ্যে মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন।

এবম্প্রকারে মুক্ত দশানন মিত্র-ভবন হইতে বিদায়গ্রহণ পূর্ব্বক, একদা মহাবীর বালিরাজের সহিত যুদ্ধাভিলাষে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ, কপিরাজের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনার্থে সাগরচতুষ্টয়ে গমন-কথা বর্ণন করিয়া, তাহাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে কহিল। অধীর রাক্ষসপতি, তচ্ছ্রবণে তৎক্ষণাৎ, দক্ষিণ-সাগরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক তথায় উপাসনাবিষ্ট বালীকে দর্শন করিয়া, অলক্ষিতভাবে আক্রমণ-মানসে, ধীরে ধীরে, তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজের দুরভিসন্ধি জ্ঞাত হইয়া, কপিরাজ তাহার আগমন উপেক্ষা করিয়াই, সন্ধ্যাবন্দনা কার্য্য সমাধা করিতে তৎপর হইলেন।

রাবণের কিষ্কিন্ধ্যা গমন।

ক্রমে রাবণ নিকটস্থ হইলে বানরাধিপ সহসা তাহাকে কুক্ষিবদ্ধ করতঃ, নিজ সন্ধ্যাকৃত্য সমাপনান্তে, উল্লম্ফন দ্বারা শূন্যে উত্থিত হইলেন। প্রবমান অনন্যোপায় দশানন, দশন ও নখ দ্বারা কুক্ষিবিদারণ আরম্ভ করিলে, কপিরাজ, অব্যথিত ভাবে যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব্বসাগরে উপাসনা সমাপ্য পূর্ব্বক পরিশেষে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রবেশ করিলেন। সমভিব্যাহারি সমস্ত রাক্ষসসৈন্য রাবণকে মোচন করিতে অথবা অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইল।

বালিরাজ কর্ত্তৃক রাবণের নিগ্রহ

স্বরাজ্যে উপস্থিত হইয়া, বালিরাজ, বন্ধন মোচন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে, রাবণ বিনয়-নম্র-বচনে স্বীয় স্বরূপ বৃত্তান্ত

বালিরাজ সহ রাবণের মৈত্রী।

নিবেদন করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনেচ্ছা প্রকাশ করিল। মহানুভাব কপিশ্রেষ্ঠ তাহাতে অনুমোদন করতঃ স্বগণ সহ পাবক সমক্ষে, রাক্ষস সহ সখ্য-সূত্রে বদ্ধ হইলেন। রাক্ষসরাজ একমাস কাল বানররাজ্যে অতিথিভাবে অতিবাহিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা হইতে প্রস্থান করিল।
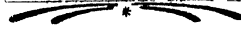
তৃতীয় অধ্যায়।

সমস্ত পৃথিবী-পৃষ্ঠ রাবণ কর্ত্তৃক সংক্ষুব্ধ দর্শনে, দেবর্ষি (১) নারদ, তাহার নিকট, নরজীবন অশেষ ক্লেশময় অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করিয়া, মানবগণকে উত্যক্ত করিতে নিষেধ করিলে, দুর্ম্মতি রাক্ষস, দেবগণের প্রতি অত্যাচার মনস্থ করিয়া, যম-রাজের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইল। ধর্ম্মরাজের অনুচরগণ রাবণকে সসৈন্যে অসদভিপ্রায়ে সমাগত দর্শনে, ক্রোধে তাহার গতিরোধ করিলে, উভয় পক্ষে ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। স্বীয় অনুচর ও অমত্যবর্গকে রাক্ষসগণের প্রবল প্রতাপ অধিকক্ষণ সহ্য করিতে অসমর্থ দর্শনে, যমরাজ স্বয়ং রাবণের সম্মুখীন হইলেন। ধর্ম্মরাজ বহুক্ষণ যুদ্ধেও অপ্রতিহত রাক্ষস-রাজের প্রতি স্বীয় অমোঘ দণ্ডাস্ত্র পরিত্যাগে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মার অনুরোধে তাহা নিবর্ত্তন করিয়া, স্বয়ং প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। রাবণও বিজয় ঘোষণা করিয়া মহানন্দে প্রস্থান করিল।

ধর্ম্মরাজের সহিত রাবণের যুদ্ধ।

ধর্ম্মরাজকে বিমুখ করিয়া, রাবণ, রসাতলে গমন পূর্ব্বক,

---

(১) নারদ—ইনি পূর্ব্বজন্মে এক বিপ্রের দাসী-পুত্র ছিলেন। মাতার প্রভু-গৃহে সমবেত ঋষিগণের সেবায় তাঁহাদিগের অনুগ্রহে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই জ্ঞান ফলে ভগবদনুগ্রহে পরজন্মে (নূতন কল্পারম্ভে) মরীচি প্রভৃতির সহিত নারদরূপে উদ্ভূত হইয়া, সতত বীণাবাদনে ও হরিগুণগানে প্রবৃত্ত হয়েন। লোক মধ্যে দ্বন্দ্বপ্রিয় ব্রহ্মর্ষি রূপে খ্যাত।

নারদ ঋষির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

রাবণ কর্ত্তৃক বাসুকি বিজয় ও বরুণ বিজয়।

(১) বাসুকি এবং তদ্রক্ষিত নাগগণকে পরাভূত করিল। পরে, মনিময় পুরীস্থিত (২) নিবাত-কবচ প্রমুখ দৈত্যগণ সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয় দলে সন্ধি এবং সখ্য সংস্থাপন করিয়া দিলেন। অনন্তর, দশানন, রণমদে কালকেয়াদি দৈত্যগণকে, স্বীয় ভগিনী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত নিধন করিয়া, বরুণালয়ে যুদ্ধমানসে উপস্থিত হইল। সঙ্গীত শ্রবণোপলক্ষে ব্রহ্ম-লোক-গত বরুণদেবের অনুপস্থিতির জন্য, তদীয় পুত্রগণ প্রাণপণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে পরাভূত হইলে, বিজয়ী রাবণ মহা দম্ভ সহকারে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর রাবণ, পাতালপুরস্থ (৩)বলিরাজের নিকট যুদ্ধার্থে

(১) বাসুকি—কশ্যপপুত্র। বসু (পৃথিবী) ধারণকারী সর্পরাজ।

(২) হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের বংশজাত।

বলি বামন উপাখ্যান

(৩) বলিরাজ—বিরোচন-পুত্র বলি-নামক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যরাজ। (See note 2 in page 9) পিতৃ শত্রু দেবরাজের সহিত যুদ্ধে আহত ও মুমূর্ষু হইয়া, গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের প্রসাদে জীবনলাভ করেন; পরে কঠোর তপস্যায় চতুরাননের সন্তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক, অমরত্ব লাভ করতঃ, পুনরায় বৈরসাধন মানসে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। ব্যাকুল শতক্রতুর ভীতি নিবারণার্থে, দেবমাতা অদিতির স্তবে পরিতুষ্ট নারায়ণ, তদীয় গর্ভে বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া, যজ্ঞানুষ্ঠানকারী দান-ব্রত-শীল বলিরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক, ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। রহস্য-ভেদে অসমর্থতা জন্য, ত্রিপাদ ভূমি দানে প্রতিশ্রুত হইয়া, বলিরাজ, বামনদেব কর্ত্তৃক দুই পাদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য অধিকৃত দর্শনে, ভীতচিত্তে তাঁহার শরণাগত হইলে, বামন-রূপী নারায়ণ, বলিরাজের প্রার্থনাক্রমে, তৃতীয় পদে তন্মস্তক অধিকার পূর্ব্বক, বলিরাজকে পাতালে বন্দিভাবে রক্ষিত করিয়া, স্বয়ং প্রহরী নিযুক্ত হয়েন। ইহাই তাঁহার ভক্তবৎসলতার পরিচয়।

গমন করিয়া, সম্মুখে পতিত তদীয় পূর্ব্বপুরুষ (১)হিরণ্যকশিপুর অগ্নিপ্রভ বৃহৎ চক্রাকার কর্ণাভরণ সঞ্চালনে অসমর্থ হইয়া, লজ্জাবশতঃ তাহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিল; তথায় দ্বারপাল বেশী মুষলধারী ভগবান্ হরিকে দর্শন করিয়া, তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে, নারায়ণ, দুর্দ্দান্ত রাক্ষসের প্রতি ব্রহ্মার বর স্মরণ করতঃ, সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। দশানন তখন হর্ষভরে সিংহনাদ ত্যাগ করিয়া, সংগ্রাম বাসনায় সূর্য্যদেবের নিকট গমন করাতে, প্রভাকর স্বীয় অনুচরগণ প্রমুখাৎ রাক্ষসাধিপের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক পরাভব স্বীকার করিলেন।

পাতালে বলিরাজের সহিত রাবণের মিত্রতা

দিবাকর বিজয়।

অনন্তর রাবণ, সোমলোকে গমন পূর্ব্বক, বহুবিধ মহাপুরুষ সন্দর্শন করিয়া, পরিশেষে তত্রাগত যুবনাশ্ব-পুত্র দিগ্বিজয়ী অযোধ্যাপতি মহারাজ মান্ধাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, পুলস্ত্য এবং (২)গালব মহর্ষিদ্বয় মধ্যস্থ হইয়া, তাঁহাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। রাবণ, তথা হইতে পৃথক্ পথে গমন করিয়া, ভগবান্ চন্দ্রমার বিজয় বাসনায়, চন্দ্রলোকে

মান্ধাতার এবং চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ।

(১) হিরণ্যকশিপু—প্রহ্লাদের পিতা। নারায়ণের প্রতি ভক্তির আতিশয্য দর্শনে, পুত্রের উপরি বহুবিধ নৃশংস আচরণ করতঃ, তাঁহার প্রাণ বিনাশে উদ্যত হইলে, ভগবান্ নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া, দুরন্ত দৈত্যের জীবনান্ত করেন।

(২) গালব—কোন গ্রন্থ মতে বিশ্বামিত্রের মধ্যম পুত্র। পুনশ্চ, ভীষ্মের পিতামহ প্রতীপের সামকালিক ব্রহ্মদত্তের প্রিয়বন্ধু যোগচার্য্য রূপে উল্লিখিত। মতান্তরে, বিশ্বামিত্র-শিষ্য। অন্যান্য গ্রন্থে, গালব নামে বৈয়াকরণ, স্মৃতিকার, ঋষি, ইত্যাদির প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

উপস্থিত হইল। তথায় নিশানাথের সহিত তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষ জর্জরিত দর্শনে, ব্রহ্মা রণস্থলে উপস্থিত হইয়া, উভয়কে নিরস্ত করিলেন। পিতামহের নিকট হইতে, দশানন, মৃত্যু-ভয়-হারি ও শত্রুক্ষয়-কারি এক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দিত মনে চন্দ্রলোক হইতে নিবৃত্ত হইল।

কপিল মুনির এবং পাতালস্থ মহাপুরুষের নিকট রাবণের পরাভব।

কিয়ৎকাল পরে রাবণ, সসৈন্যে পশ্চিম-সাগরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক, তথায় তেজঃপুঞ্জ স্বরূপ (১)কপিল নামক মহা-পুরুষকে একাকী অবস্থিত দর্শনে, তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে, মহাপুরুষ রণাকাঙ্ক্ষী রাক্ষসপতিকে হস্তদ্বারা নিষ্পিষ্ট ও বিচেতিত করিয়া, পাতাল মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। চেতনা-প্রাপ্ত দশগ্রীব, রসাতলে মহাত্মা কপিলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া, তথায় তৎসদৃশ অনেক মহাপুরুষ নয়নগোচর করিল। সেই প্রদেশে পর্য্যঙ্কোপরি প্রসুপ্ত, এক পরম দেবাকৃতি পুরুষের পার্শ্বে, স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা এক সাধ্বীকে ব্যজন হস্তে উপবিষ্টা দর্শনে, রাবণ কামান্ধ হইয়া, তৎপ্রতি হস্ত প্রসারণ করিলে, সহসা জাগরিত পুরুষরূপী নারায়ণ, হাস্য প্রভাবে রাক্ষস-পতিকে মূর্চ্ছিত করিলেন। অবশেষে রাবণ, তাঁহারই

কপিল মুনির বিবরণ।

(১) কপিল মুনি—মহাতেজস্বী মুনি বিশেষ। পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় সগর নৃপ-তির অশ্বমেধ যজ্ঞকালে, ভীত দেবরাজ কর্তৃক যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়া, পাতালে এই মুনির নিকট রক্ষিত হওয়াতে অন্বেষণকারী ষষ্টি সহস্র সংখ্যক সগর-পুত্রগণ পৃথিবী বিদারণ করতঃ, পাতালে মুনির নিকট বিচরণশীল অশ্ব দর্শনে, চৌরজ্ঞানে তৎপ্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ জন্য, ক্রুদ্ধ মুনিবরের হুঙ্কারে ভস্মীভূত হইয়াছিল। নারায়ণের বহু অবতারের মধ্যে কপিল একটী অবতার বলিয়া পরিগণিত। কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র।

কর্ত্তৃক প্রবোধিত এবং আশ্বস্ত হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অবিরত সমরেচ্ছু ও সমকক্ষ অনুসন্ধানকারী দশানন. একদা দেবর্ষি নারদের নির্দেশক্রমে পুষ্পকারোহণে,(১) ক্ষীরোদ সমুদ্রস্থ শ্বেতদ্বীপবাসিগণের সহিত সংগ্রাম মানসে, যাত্রা করিল। দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হইয়া বেগগামী পুষ্পকরথকে অগ্রগমনে অসমর্থ, এবং স্বীয় প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে ভয়-ব্যাকুল ও বিমোহিত দর্শনে, বিমান এবং সৈন্যগণ পরিত্যাগ করতঃ, রাক্ষসপতি একাকী নির্ভীক চিত্তে গমন প্রবৃত্ত হইল। দশানন শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইয়া, স্বীয় পরিচয় দান ও আগমন কারণ জ্ঞাপন করিলে, তত্রাবস্থিত কৌতুক-প্রিয় রমণীগণ, সহসা দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় তাহাকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়া, কন্দুকবৎ উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রীড়া-কৌতুক-পরায়ণ-রমণীগণের হস্তচ্যুত হইয়া, সমুদ্র-নিপতিত, লজ্জিত, কুপিত দশানন অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শ্বেত দ্বীপে রমণী গণের হস্তে রাবণের নিগ্রহ।

পথিমধ্যে রাবণ, বহুতর দেবকন্যা, দৈত্যকন্যা, গন্ধর্ব্ব-কন্যা প্রভৃতি রমণীগণের স্বজন বর্গকে নিহত করতঃ, তাহাদিগকে অপহরণ পূর্ব্বক, লঙ্কাপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইল; এবং তথায় উপস্থিতি মাত্রে, রোদনশীলা বিধবা ভগিনীর প্রীতিসাধনোদ্দেশে, তাহাকে সচ্ছন্দে বাস করিবার নিমিত্ত, ভ্রাতা খর ও মহাবল দূষণ প্রমুখ চতুর্দ্দশ

শূর্পণখার দণ্ডকারণ্যে অবস্থান।

(১) ক্ষীরোদ সমুদ্র—সপ্ত সমুদ্র মধ্যে সমুদ্র বিশেষ। সপ্ত সমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ, জল।

সহস্র রাক্ষস সৈন্যের সহিত; (১) দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিল।

মেঘনাদের বরপ্রাপ্তি।

দিগ্বিজয়-সূত্রে পিতার লঙ্কায় অনুপস্থিতি কালে মেঘনাদ, পুরীমধ্যস্থ (২) নিকুম্ভিলা নামক যজ্ঞাগারে মহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, দেব পশুপতিকে সন্তুষ্ট করতঃ, শত্রু বিজয়কারি বহুবিধ দিব্যাস্ত্র, এবং মায়াবলে অদৃশ্য ভাবে যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা, প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমর-প্রিয় রাবণ এই সংবাদে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, পুত্র মেঘনাদ, ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ, ও অন্যান্য রাক্ষস-বীরগণকে লইয়া, সুরপতিকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে, পুনরায় লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল। পথিমধ্যে, সম্পর্কীয়-ভগিনী (৩) কুম্ভনসী হরণ-কারী মধু নামক দৈত্যকে বধ করিবার মানসে, ক্রোধভরে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে, ভগিনীর কাতর প্রার্থনায়, দৈত্যকে অভয় প্রদান ও যুদ্ধে সমভিব্যাহারী করিয়া গমন করতঃ, দশানন কৈলাশ পর্ব্বতস্থ কুবেরাবাস সমীপে উপনীত, ও বিশ্রাম জন্য অবস্থিত হইল।

মধুদৈত্যের মিত্রতা।

নলকুবেরের অভিশাপ।

রাত্রিতে কুবের-পুত্র মহাত্মা নলকুবেরের উদ্দেশে গমন কালে, রূপবতী রম্ভা নাম্নী (৪) অপ্সরা, পাপাত্মা

(১) দণ্ডকারণ্য—ইক্ষ্বাকু নরপতির দণ্ড নামে দুর্মতি কনিষ্ঠ পুত্র কর্তৃক শুক্রাচার্য্যের বিরজা নাম্নী কন্যা বলাৎকৃতা হওয়ায়, মুনিবরের অভিশাপে দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ও প্রজাবর্গ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া দণ্ডকারণ্য নামে আখ্যাত হয়।

(২) নিকুম্ভিলা—about 40 miles from Colombo.

(৩) কুম্ভনসী—রাক্ষস মাল্যবান্-দুহিতা অনলার গর্ভজাতা কন্যা।

(৪) অপ্সরা—স্বর্গের বেশ্যাগণ। উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী ও তিলোত্তমা, ইঁহারাই প্রধানা।

রাবণ কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক ধর্ষিতা হয়। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ নলকুবের, বলপূর্ব্বক কোন রমণীর প্রতি অত্যাচার করিলে, তদ্দণ্ডে রাবণের মুণ্ডপাত হইবে, এইরূপ অভিসম্পাত করেন। এই অভিশাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুর্ম্মতি রাবণ, অতঃপর দুর্ব্বলা নিঃসহায়া সকল কামিনীর প্রতিই অত্যাচারে বিরত হইয়াছিল।

ইন্দ্র সহ যুদ্ধে রাবণের পরাভব।

অনন্তর দুর্ব্বৃত্ত রাবণকে, বাসব-বিজয়-মানসে সসৈন্যে ইন্দ্রলোকে উপস্থিত দর্শন করিয়া, সমস্ত দেবগণ রাক্ষস দিগকে যুদ্ধে পীড়ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘোরতর সংগ্রামে (১) বসু-শরে মাতামহ সুমালীকে নিহত দর্শনে, দশানন মহাক্রোধে সম্মুখাগত ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্তের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া, বহুবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহাকে বিমোহিত করিল। শচীদেবীর পিতা মহাবীর (২) পুলোমা, তদীয় মূর্চ্ছিত দৌহিত্র জয়ন্তকে তাদৃশ অবস্থায় মহাসাগর মধ্যে রক্ষিত করিলে, স্বয়ং দেবরাজ ক্রুদ্ধমনে তুমুল যুদ্ধে রাবণকে বিচেতিত এবং (৩) বন্দীভূত করিলেন। রাবণ বন্দী হইলে রাক্ষসগণ হাহাকার শব্দে পলায়ন আরম্ভ করিল।

---

(১) বসু—অষ্টবসু—ভব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, অত্যূষ, প্রভব।

(২) কশ্যপবংশে দনুর পুত্র। ইনি জামাতা ইন্দ্রের হস্তে নিহত হয়েন।

দেবরাজের পরাভব-কারণ নির্দেশ।

(৩) বন্দীকৃত দেবরাজ—পুরাকালে প্রজাপতি, অহল্যা নাম্নী এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিয়া, মহর্ষি গৌতমকে সম্প্রদান করিলে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র কামার্ত্ত হইয়া, গৌতমের অনুপস্থিতিকালে তদীয় রূপ ধারণ পূর্ব্বক, অহল্যাকে ছলনা করেন। পরে এই অভিচার জ্ঞাত হইয়া, কুপিত গৌতম, অহল্যাকে, রূপবিহীনা হইয়া সমস্ত প্রাণীর অদৃশ্যা হইবে এইরূপ, এবং ইন্দ্রকে,

মেঘনাদ কর্ত্তৃক ইন্দ্র বিজয়।

পিতাকে বিপদ্গ্রস্ত দর্শনে, সমর-কুশল মেঘনাদ অগ্রসর হইয়া, সরোষে দেবগণের প্রতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, অবশেষে মায়াপ্রভাবে মেঘনাদ অলক্ষিতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক, দেবগণকে বাণাঘাতে উৎপীড়িত করিল। অলক্ষিত শত্রুর বিষম আঘাত বহুক্ষণ সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া, দেবগণ গত-চেতন হইলে, শত্রুজয়ী মেঘনাদ ভীষণ দিব্যাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক, দেবরাজকে বন্দীকৃত, এবং পিতাকে মুক্ত ও আশ্বস্ত করিয়া, সদর্পে লঙ্কাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

মেঘনাদের "ইন্দ্রজিৎ" আখ্যা ও বর প্রাপ্তি

বন্দিভাবে দেবরাজ ইন্দ্র লঙ্কাপুরে নীত হইলে, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা সত্বর তথায় গমন পূর্ব্বক, মেঘনাদের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, তাহাকে ইচ্ছানুরূপ বর লইতে, এবং ইন্দ্রকে শীঘ্র মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। মেঘনাদের (১) অমরত্ব প্রার্থনায় ব্রহ্মা তাহা অবনীস্থ প্রাণীর অপ্রাপ্য নির্দ্দেশ করিলেন। অবশেষে মেঘনাদ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞকুণ্ডে পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞকুণ্ডোত্থিত রথারোহণে সমরে যাত্রা করিলে, সর্ব্বপ্রাণীর অজেয় হইবে, এই রূপ বর

শত্রুর হস্তগত হইবে, এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপ ফলেই, বাসব দুর্দ্ধর্ষ মেঘনাদ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন।

(১) কথিত আছে, অমরত্ব দানে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, ব্রহ্মার নিকট হইতে মেঘনাদ এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহারী, অনিদ্রিত, এবং স্ত্রীমুখ-দর্শন-বিরত বীর ভিন্ন সর্ব্বপ্রাণীই তাহার বিনাশ সাধনে অসমর্থ হইবে।

প্রাপ্ত হইয়া, দেবরাজকে বহু সম্মানের সহিত মুক্ত করিল। ব্রহ্মাও সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক, ইন্দ্রকে পরাজয়-করণ জন্য তাহার “ ইন্দ্রজিৎ ” আখ্যা দান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাবণ নিধনার্থ নারায়ণের নররূপে ও দেবগণের বানর রূপে জন্ম গ্রহণ মানস।

দুর্দ্দান্ত দশানন কর্ত্তৃক নির্জ্জিত দেবগণ, প্রজাপতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক, তাহার অসহ্য অত্যাচার সমূহ জ্ঞাপন করিয়া, রাক্ষস-হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা সমগ্র দেবগণ সমভিব্যাহারে নারায়ণ-সমীপে উপনীত হইলেন। উপস্থিত ব্রহ্ম-প্রমুখ সুরবর্গের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, কদাচারী রাবণ বর-প্রভাবে দেবাসুর প্রভৃতির অজেয় হইলেও, নর ও (১) বানর হস্তে সবংশে নিহত হইবে, এই আশ্বাসবাক্যে নারায়ণ, ব্যাকুল-চিত্ত দেবগণকে, মহাবল পরাক্রান্ত বানর ও ঋক্ষ পুত্র সমূহ উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান পূর্ব্বক, স্বয়ং চারিঅংশে নররূপে সূর্য্যবংশীয় রাজা (২) দশরথের গৃহে (৩) জন্মগ্রহণ করিবার মানস ব্যক্ত করিলেন।

---

(১) According to some author "বানর is derived from বা like and নর man. The word বানর as distinguished from নর was applied to the wild people of the South as the name কিন্নর (কিং+নর) *ugly people*, was used to designate the hill tribes of the north, specially of the snowy range."

(২) পূর্ব্বকালে মহাত্মা কশ্যপ ও তৎপত্নী অদিতি পুত্ররূপে নারায়ণকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কঠোর তপস্যাচরণ করিলে, ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রীতি সাধন জন্য, পুত্রভাব-গ্রহণে প্রতিশ্রুত ছিলেন। যথাকালে তাঁহারাই দশরথ এবং কৌশল্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুরাজ-পুত্র অম্বরীষের পরম সুন্দরী শ্রীমতী নাম্নী

পুরাকালে দেবাসুরের মহাযুদ্ধ সময়ে, অসুরগণ প্রবল দেবতাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে অপারক হইয়া, ভয়ে (১)ভৃগুমুনির দয়িতার শরণাপন্ন হয়, এবং তৎকর্ত্তৃক অভয়দান পূর্ব্বক রক্ষিত হয়। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু কুপিত হইয়া, চক্রাঘাতে ভৃগু-পত্নীর শিরশ্ছেদন করেন। নিষ্পাপা অবধ্যা বনিতার বিনাশ দর্শনে, মুনিবর, ক্রোধে নারায়ণকে বহুকাল মানব-শরীরে পত্নী-বিয়োগ-জনিত দুঃখ প্রাপ্তি রূপ অভি-শাপগ্রস্ত করিলে, ভগবান্ নারায়ণ, ক্রুদ্ধ ঋষির অভিশাপ স্বীকার করতঃ, রাবণ-বধার্থে দশরথ-গৃহে জন্মকালে, সেই শাপ-ভোগ নির্দ্ধারণ করেন।

নারায়ণের প্রতি ভৃগু মুনির শাপ

দুরাচার রাবণের বিনাশ নিমিত্ত নারায়ণকে নর-রূপে মর্ত্ত্যে জন্ম-গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প দর্শনে, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, স্বাংশভূতা নির্ম্মল-চরিত্রা কুশধ্বজ-কন্যা রাবণ-বিমানিতা বেদ-বতীর শরীরত্যাগ-কালীন কামনা স্মরণ পূর্ব্বক, রাক্ষস-বধের

লক্ষ্মীদেবীর জনক-রাজ গৃহে জন্ম-গ্রহণ।

কন্যা দর্শন করিয়া, নারদ এবং পর্ব্বত দেবর্ষিদ্বয়, পাণিগ্রহণাভিলাষ প্রকাশ করিলে, অনন্যোপায় অম্বরীষ, স্বামী-নির্ব্বাচনের ভার কন্যার প্রতি ন্যস্ত করিয়া, স্বয়ম্বর জন্য পর দিবস স্থির করেন। অতঃপর উভয় ঋষি, পরস্পরকে প্রত্যা-খ্যাত করিবার মানসে, নারায়ণের বরপ্রভাবে, কন্যাচক্ষে বানর-মুখ-যুক্ত প্রতী-য়মাণ হইলে, স্বয়ং নারায়ণ, নব-দূর্ব্বা-দল-শ্যাম ও দ্বিভুজ-ধনুর্ধারী রূপে, কন্যাকে হরণ করেন। পরিশেষে তত্ত্বজ্ঞ ক্রুদ্ধ মহর্ষিদ্বয় কর্ত্তৃক, রাক্ষস-প্রায় ব্যবহার নিবন্ধন, বিষ্ণু অভিশপ্ত হইয়া, অম্বরীষ-বংশে দশরথ-পুত্রভাবে রাম-রূপে জন্মগ্রহণ, ও রাক্ষস-হৃতা ভার্য্যার জন্য সন্তাপ-প্রাপ্তি, স্বীকার করেন।—

"রাক্ষসাপসদঃ কশ্চিত্তাং তে ভার্য্যাং হরিষ্যতি।
যতো রাক্ষস-ধর্ম্মেণ হৃতা সা শ্রীমতী শুভা॥"

(১) শুক্রাচার্য্য। দৈত্যগুরু।

হেতু হইয়া, কন্যা-রূপে (১) মিথিলা নগরীতে ধরিত্রীকে আশ্রয় করিয়া জন্মলাভ করতঃ, তদ্দেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা জনক রাজর্ষির গৃহে, দুহিতৃ-ভাবে প্রতিপালিতা হইতে মনস্থ করিলেন (২)।

(১) মিথিলা—বিদেহ রাজ্যের রাজধানী। বিদেহ—আধুনিক ত্রিহুত।

(২) মতান্তরে, একদা নারায়ণ ও লক্ষ্মী-সমীপে, সুরজ্ঞ তুম্বুরুর সঙ্গীতকালে, জনতা জন্য অস্ত্রধারিণী নায়িকারা, ব্রহ্মাদি দেবতা ও নারদ প্রভৃতি ঋষি-সমূহকে, বিষ্ণুমন্দির হইতে তাড়িত করেন। নৃশংসভাবে অপসারিত ক্রুদ্ধ নারদ, বিষ্ণু-প্রিয়াকে, ঘট-মধ্যে সঞ্চিত ঋষি-শোণিত-পান-কারিণী রাক্ষসীর গর্ভে সমুদ্ভূতা হইয়া জননী কর্ত্তৃক ভূ-নিক্ষিপ্তা ও পরিত্যক্তা হইবেন, এই অভিসম্পাত করেন।

লক্ষ্মীর প্রতি নারদের শাপ।

দণ্ডকারণ্যবাসী শতপুত্রবান্ গৃৎসমুদ্র ঋষি, স্বীয় পত্নীর সন্তুষ্টিসাধন জন্য, স্বয়ং লক্ষ্মীকে কন্যা কামনায়, প্রতিনিয়ত এক কলস মধ্যে কুশাগ্রে মন্ত্র-পূত ঘৃত রক্ষা করিতেন। দিগ্বিজয় কালে রাবণ, দণ্ডকারণ্যস্থ ঋষিদিগের শোণিত, বাণ দ্বারা নিঃসারিত করিয়া, উক্ত কলস মধ্যে স্থাপন করতঃ, লঙ্কাপুরে আনয়ন করিয়া, প্রাণঘাতক বিষ নির্দ্দেশে, মহিষী মন্দোদরীকে সাবধানে রক্ষা করিতে আদেশ করে। সপত্নী-যন্ত্রণা-কাতরা মন্দোদরী, সম্বৎসর স্বামীর অদর্শনে, প্রাণত্যাগ সঙ্কল্পে, বিষ-রূপে নির্দ্দিষ্ট ঘটস্থ-শোণিত পান মাত্র, বিধিনির্বন্ধে গর্ভবতী হইলে, উৎকণ্ঠিতচিত্তে গোপনে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে গমন করিয়া, গর্ভস্থ কন্যা ত্যাগ করেন। জনক রাজর্ষি ক্ষেত্র-কর্ষণ কালে, সেই কন্যা ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সীতা নাম রক্ষা করেন। কোথাও কোথাও এই উপাখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্ম।

পঞ্চম অধ্যায়।

কোন সময়ে, মেরু পর্ব্বতের মধ্যম শৃঙ্গে, বহু-বিস্তীর্ণা ব্রহ্ম-সভার মধ্যে, তপস্যা-নিরত কমলযোনির চক্ষুভ্রষ্ট অশ্রুবিন্দু হইতে, অপূর্ব্ব বানররূপী এক জীব উৎপন্ন হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ঋক্ষরাজকে পর্ব্বতস্থ সুস্বাদু ফল মূল ভক্ষণ ও সর্ব্বদা তদীয় নিকটে অবস্থান করিতে আদেশ করেন। একদা তৃষ্ণাতুর ঋক্ষরাজ, পর্ব্বত-রাজের উত্তর শৃঙ্গস্থ এক রমণীয় সরোবর-মধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শনে, শক্রবোধে তাহার বিনাশ-বাসনায়, ক্রোধভরে বেগে জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অবগাহন মাত্রে, কপিরাজ, এক পরম সুন্দরী রমণী-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া, পর্ব্বতস্থ বনমধ্যে বিচরণ প্রবৃত্ত হইলেন।

ঋক্ষরাজের উৎপত্তি।

দেবরাজ ইন্দ্র এবং দিক্-প্রকাশক তপন, ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মাকে বন্দনা পূর্ব্বক প্রতিগমন কালে, স্ত্রীমূর্ত্তি বানরকে নয়নগোচর করতঃ মদনবাণে মোহিত হইলে, সেই রমণী হইতে বাসব ঔরসে বালী, ও সূর্য্যদেব ঔরসে সুগ্রীব সমুদ্ভূত হয়েন। পরদিন স্বরূপ-প্রাপ্ত ঋক্ষরাজকে, পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে নিকটে উপস্থিত দর্শনে, সর্ব্বজ্ঞ পিতামহ তাঁহাকে, বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত (১) কিষ্কিন্ধ্যাপুরে গমন পূর্ব্বক রাজ্য স্থাপন করিতে প্রেরণ করেন।

বালীর ও সুগ্রীবের জন্ম।

(১) "বল্লারীর (Bellary) ত্রিশ ক্রোশ দূরে হাম্পি ও আনিগান্ধিতে কিষ্কিন্ধ্যাদি পর্ব্বত।"

ঋক্ষরাজের শাসনকালে, কেশরী নামক মহাবল বানর, সুমেরু পর্ব্বতের অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার অঞ্জনা-নাম্নী রূপবতী পত্নীর গর্ভে পবন দেবের ঔরসে এক (১) পুত্র জন্মে। জননীর অনুপস্থিতি কালে, শিশু, লোহিত বর্ণ প্রাতঃ-সূর্য্যকে পক্ক ফল বোধে, আকাশে উল্লম্ফন পূর্ব্বক, সূর্য্যমণ্ডলে উপস্থিত হইল। গ্রহণ-যোগ বশতঃ সেই সময়ে ভানু-সন্নিকটস্থ রাহু, বানর-শিশুকে দ্বিতীয় রাহু বিবেচনায়, পলায়ন পূর্ব্বক, দেবরাজের শরণাপন্ন হয়। বিস্ময়াবিষ্ট বাসব ভয়-ব্যাকুল রাহু সমভিব্যাহারে, ঐরাবতারোহণে তথায় আগমন করিলে, কৌতূহলী কপিসুত, গজরাজকে ক্রীড়া-সামগ্রী জ্ঞানে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। অনন্যোপায় ভীত দেবরাজের

মারুতির জন্ম, বাল্য ক্রীড়াদি।

" কিষ্কিন্ধ্যা city was probably situated in the range of hills north of modern Bellari. But its authority extended over almost the whole of Southern India, and the Central Provinces traversed by the *ঋক্ষবান্ and †শক্তিমান্ Hills, and also over the wild tribes of the হিমালয় and the East."

কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।

(১) " The whole legend of the monkey হনুমান্ represents the sun entering into the cloud or darkness, and coming out of it. His father is said to be now the wind, now the elephant of the monkeys (কপিকুঞ্জর), now কেশরী, the long-haired sun, the sun with a mane, the lion sun (whence his name কেশরীণা পুত্র). From this point of view, হনুমান্ would seem to be the brother of সুগ্রীব, who is also the offspring of the sun."

* Hills in Chhindwara, Bala Ghat and Bilaspur.

† "The connecting link between the বিন্ধ্য and ঋক্ষবান্ chains on the north and west, and the মহেন্দ্র range on the east, and includes of Chhatisgarh and Sambalpur'

অমোঘ বজ্রাস্ত্র সন্ধান নিবন্ধন, বিষম আঘাতে বাম হনু ভগ্ন হইলে, শিশু পর্ব্বতোপরি মুমূর্ষু-প্রায় নিপতিত হইল।

মারুতির 'হনুমান' আখ্যা প্রাপ্তি।

পবনদেব স্বীয় পুত্রকে বিকলাঙ্গ ও নির্জীব দর্শনে, ক্রোধে সমস্ত বায়ু নিশ্চেষ্ট এবং রুদ্ধ করিলে, দেবগণ অধীর হইয়া ব্রহ্মার সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক, বানর-শিশুকে সজীব ও বিগতক্লম করিলেন। বাম হনু ভঙ্গ জন্য শিশুকে হনুমান্ নামে আখ্যাত করিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাকে স্ব স্ব অস্ত্রের অবধ্য, সুপণ্ডিত, কামরূপী ও কামচারী ইত্যাদি নির্দেশ করিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক, পবনদেবের সন্তোষ সাধন এবং আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

বালীর কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য প্রাপ্তি।

কিছুকাল পরে মারুতি, অদম্য তেজে গর্বিত হইয়া, পিতার ও মাতার নিষেধ অবহেলন পূর্ব্বক, অঙ্গিরা এবং ভৃগুবংশীয় মুনিদিগের তপোবিঘ্ন আরম্ভ করিলে, তাঁহারা হনুমানকে, আত্ম-বল বিস্মৃত হইবে, এই রূপে শাপ প্রদান করিলেন। ঋক্ষরাজের মৃত্যুর পর, মহাবল বালী, কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, অনুজ সুগ্রীবকে যুবরাজ রূপে প্রখ্যাপিত করিলেন। আত্মবিস্মৃত হনুমান্ পিতাকর্ত্তৃক সুগ্রীবের অনুচর্য্যায় নিয়োজিত হইয়া, কিষ্কিন্ধ্যায় অবস্থান করিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই ব্রহ্মার জৃম্ভনকালে জাম্ববান্ নামে ঋক্ষ উৎপত্তিলাভ করিয়াছিল; এক্ষণে বিশ্বকর্মার ঔরষে নল, অগ্নির

ঔরষে নীল, বরুণের ঔরসে সুষেণ, (১) অশ্বিনী পুত্র দ্বয়ের ঔরসে মৈন্দ ও দ্বিবিদ, এইরূপ দেবতাদিগের ঔরসে বহু-সংখ্যক বানর জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, কপিরাজ বালী ও তদীয় ভ্রাতা সুগ্রীবের বশবর্ত্তী হইয়া, কিষ্কিন্ধ্যা এবং অন্যান্য স্থানে অবস্থান করিতে লাগিল।

অপর বানর গণের জন্ম।

(১) অশ্বরূপধারী সূর্য্যের ঔরসে ঘোটকী বেশধারিণী সংজ্ঞার (ত্বাষ্ট্রীর) গর্ভসম্ভূত। স্বর্বৈদ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বালীর রাজত্ব সময়ে, (১) দুন্দুভি নামে এক বরপ্রাপ্ত মহাবল অসুর, বরুণদেবের সহিত যুদ্ধার্থী হইলে, সলিল-রাজ হিমাচলকে তাহার তুল্য-প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ নির্দেশ করিয়া দেন; কিন্তু নির্বিরোধ তপস্বীদিগের আশ্রয়দাতা পর্ব্বত-রাজও, অসুরের সহিত যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক, বালি-রাজকে তাহার সমযোদ্ধা নির্দিষ্ট করেন। এইরূপে প্রত্যা-খ্যাত হইয়া, মহিষ-রূপ-ধারী দুন্দুভি, একদা গভীর রজনী-যোগে, মহাশব্দে কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন পূর্ব্বক, বালিরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বহুক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর, অসুর পরাজিত ও গতায়ু হইলে, বিজয়োন্মত্ত বালিরাজ-নিক্ষিপ্ত রক্তাক্ত (২) দুন্দুভি-মস্তক, যোজনান্তরস্থ ঋষ্যমূক পর্ব্বতস্থিত মতঙ্গমুনির আশ্রম কলুষিত করে। তদ্দর্শনে মুনিবর ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই প্রদেশে আগমন করিলেই বালীর মৃত্যু হইবে, এইরূপে কপিরাজকে অভিশপ্ত করেন। তদবধি বালি-রাজ ঋষ্যমূক পর্ব্বতপ্রদেশে গমনে বিরত হইয়াছিলেন।

দুন্দুভি অসুর সহ বালীর যুদ্ধ।

মতঙ্গ মুনির অভিশাপ।

একদা মহাসুর দুন্দুভির মায়াবী নামক তেজস্বী পুত্র,

(১) কশ্যপ বংশে দনুর পুত্র।

(২) যেস্থানে মহিষরূপী দুন্দুভি নিহত হয়, কেহ কেহ সেই স্থানকে মহীশূর (Mysore) নির্দেশ করেন।

রণাকাঙ্ক্ষায় কিষ্কিন্ধ্যায় আগমন করিয়া, কপিরাজের অতুল প্রতাপ দর্শনে ভীত চিত্তে পলায়ন পরায়ণ হইলে, মহাবীর বালী, অনুজ সুগ্রীবের সহিত, বৈরনির্যাতন মানসে তদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুদূর দ্রুতগমনের পর, অনন্যোপায় অসুরকে এক গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট দর্শনে, বালিরাজ, অনুজকে গহ্বরের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"মায়াবী" অসুর সহ যুদ্ধ।

সংবৎসরান্তে হঠাৎ গহ্বর মধ্য হইতে গভীর নিনাদ শ্রবণে, এবং পরক্ষণেই রক্তোদ্গম দর্শনে, সুগ্রীব ভীত মনে বালীর মৃত্যু সন্দেহ পূর্ব্বক, বিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ দ্বারা গহ্বরমুখ অবরোধ করিয়া, শীঘ্র গতিতে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় অমাত্যগণ ও অন্যান্য পুরবাসিবর্গ, বালী নিহত স্থির করিয়া, সুগ্রীবকে সিংহাসনে অধিরূঢ় করিল।

সুগ্রীবের সিংহাসনারোহণ।

এদিকে বালিরাজ বহুবিলম্বে অসুর বিনাশের পর, গহ্বর দ্বারে আগমন পূর্ব্বক, তাহা অবরুদ্ধ দর্শনে, এবং বারম্বার চীৎকারেও সুগ্রীবের উত্তরাভাবে, পদাঘাতে বিবরমুখস্থ প্রস্তর অপসৃত করিয়া, সন্দিগ্ধমনে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলেন। তথায় অনুজকে সিংহাসনোপবিষ্ট দর্শনে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলে, সুগ্রীব বহু অনুনয় বিনয় ও স্তুতি দ্বারা অগ্রজের ক্রোধশান্তি করিতে অপারক হইয়া, অগত্যা হনুমান্, তার, নল ও নীল, এই অনুচর-চতুষ্টয়ের সহ প্রাণভয়ে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পলায়ন করিলেন।

বালিভয়ে সুগ্রীবের পলায়ন।

বালিভয়ে সুগ্রীব, পৃথিবীস্থ তাবৎ স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক, অন্যত্র কুত্রাপি অগ্রজের হস্তে নিষ্কৃতি অসম্ভব বিবেচনায়,

অবশেষে মতঙ্গ মুনির শাপ স্মরণ পূর্ব্বক, বিষণ্ণ অন্তঃকরণে, বালীর অগম্য ঋষ্যমূক পর্ব্বতে, অবস্থান করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। সুগ্রীব-জায়া শোকার্ত্তা রুমা, অনন্যগতি হইয়া কিষ্কি-ন্ধ্যাপুরে বালিরাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিল।

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের বাস।

বালকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অজ নৃপতির অযোধ্যা শাসন।

পুণ্যসলিলা (১) সরযূ নদীর তীরবর্ত্তিনী (২) অযোধ্যা পুরী ইক্ষ্বাকু নরপতির সময় হইতে সূর্য্যবংশীয় ভূপতিগণের

(১) সরযূ—আধুনিক ঘর্ঘরা নদী।

(২) অযোধ্যাপুরী—সপ্তপুরী ঃ—

" অযোধ্যা মথুরা *মায়া কাশী †কাঞ্চী ‡অবন্তিকা।
পুরী §দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা ॥"

বর্ত্তমান অযোধ্যা।

কোন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন— অযোধ্যার উত্তর ও পশ্চিমে সরযূ প্রবাহিতা। উত্তর-পূর্ব্বদিকে স্বর্গদ্বার ঘাট হইতে উত্তর-পশ্চিম কোণে গোপ্রতার ঘাট পর্য্যন্ত প্রাচীন অযোধ্যার সীমা। উত্তর দক্ষিণের বিস্তার সরযূ অবধি তমসা পর্য্যন্ত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব্বে ইষ্টক পূর্ণ সুগ্রীব পর্ব্বত ইউরোপীয় দিগের মতে ২৪০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন। ইহার উত্তরে হনুমান গড়, ও সরযূতটে রামচন্দ্রের স্নানঘাট স্বর্গদ্বার। প্রজাবৃন্দ সহ যেস্থানে সরযূতে রাম প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, এখনও সেই গোপ্রতার ঘাট বিদ্যমান আছে। মনুর সময়াবধি মহানন্দের সময় পর্য্যন্ত অযোধ্যায় সূর্য্যবংশীয়েরা রাজত্ব করেন। বুদ্ধদেব এখানে কিছুকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বিনষ্ট হিন্দু-মন্দির সমূহ সমাকীর্ণ ও জঙ্গলাবৃত অযোধ্যা, পরে বিক্রমাদিত্য, পুরাণানুসারে মাপ করিতে আরম্ভ করেন। মুসলমানদিগের অধিকার কালে ইহার অনেক মন্দিরাদি ভগ্ন ও মস্‌জিদে পরিণত হয়। ১৮৮৫ অব্দে হিন্দুগণ বল পূর্ব্বক

* হরিদ্বারের নিকটস্থ কনখল নগর বা দক্ষযজ্ঞস্থান। মতান্তরে, কামরূপ। † Modern Conjeeveram. ‡ উজ্জয়িনী। মতান্তরে, পুরুষোত্তম। § দ্বারকা।

ত্রেতাবতার-রামচন্দ্র
একসালে
লক্ষ্ণৌ
অযোধ্যা
গোরক্ষপুর
বেতিয়া
CAWNPUR
BARELI
R. SYE
R. GOGRA
R. RAPTEE
গোমতী
বেদশ্রুতী
তমসা
দ্বারবঙ্গ
মিথিলা
মজফ্ফর পুর
হাজিপুর
ARRAH
পাটলি পুত্র
প্রয়াগ
বারাণসী
বরুণা
গঙ্গা
বাল্মীকি-আশ্রম
অনঙ্গাশ্রম
মলদ ও করুষ
চিত্রকূট পর্ব্বত।
REWAH
তমসা
R. SONS
শোণ
গয়া
গিরিব্রজ
জনকপুর
Mt EVEREST
R. Cane
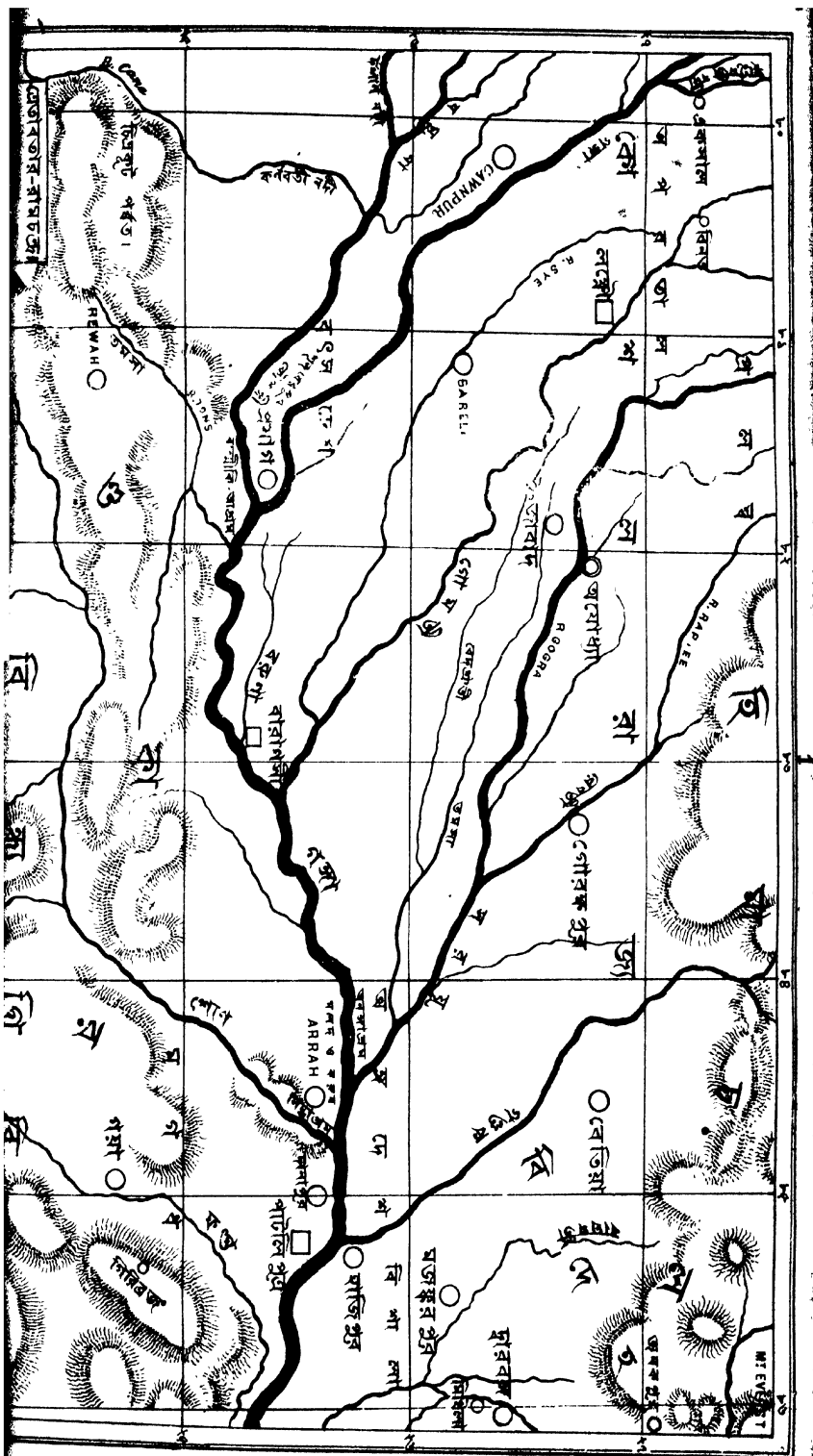
রাজধানী রূপে প্রতিষ্ঠিতা। পুরাকালে তথায় অজ নামে প্রবল পরাক্রান্ত, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা ছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ প্রজারঞ্জক অজ নৃপতির শাসনকালে, আবালবৃদ্ধ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া, আনন্দিতচিত্তে কালযাপন করিত, এবং অযোধ্যা নগরীও মহা সমৃদ্ধিশালিনী ও লোচনানন্দদায়িনী হইয়াছিল।

অন্ধ মুনির অভিশাপ।

মহারাজ অজের সুশিক্ষিত, নীতিবিশারদ, এবং অস্ত্রনিপুণ, (১) দশরথ নামে এক পুত্র ছিলেন। কুমার এবং যুবরাজ অবস্থায়, শব্দভেদি-বাণ শিক্ষা করিয়া দশরথ, মৃগয়াকালে অলক্ষিত মৃগাদিও শব্দানুসারে অনায়াসে সন্ধান করিতে সমর্থ ছিলেন। ব্যসনাশক্ত যুবরাজ, একদা এক

হনুমানগড় ও জন্মস্থান দখল করেন। স্বর্গদ্বার ও ত্রেতাকা ঠাকুরের মন্দির (যজ্ঞস্থান) আরঙ্গীব এবং পরে পাঞ্জাবস্থ কালুর রাজা দখল করেন। ১৭৮৪ অব্দে বিখ্যাত অহল্যা বাই ঘাট নির্ম্মাণ ও মন্দির সংস্কার করেন। অযোধ্যার তীর্থাদি—বিষ্ণুহরাদি সপ্তহর, জানকীঘাট, রামঘাট, রামসভা, দন্তধাবনকুণ্ড, জানকীর রন্ধনস্থান, ভরত জন্মস্থান, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার বাটী, সীতাকূপ, হনুমন্ত কুণ্ড, সুবর্ণদ্বার, জাতবেদী, অগ্নিকুণ্ড, ধিয়াকুণ্ড, গণেশকুণ্ড, দশরথকুণ্ড, চক্রতীর্থ, বশিষ্ঠকুণ্ড, ঋণমোচন ঘাট, গোপ্রতার ঘাট, ইত্যাদি। সরযুর অপর পারে দশরথ "পুত্রেষ্টি" করিয়াছিলেন। অযোধ্যার অনতিদূরে নন্দিগ্রাম, the modern Nandgaon in Lucknow. অযোধ্যা পূর্ব্বে 'সাকেত' নামে পরিচিত ছিল।

(১) কোনও কোনও মতে, স্বায়ম্ভুব মনু নৈমিষে তপস্যা করিয়া বিষ্ণুকে তিন জন্মে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েন। (see also note 2 in page 24). দশরথ—" দশসু দিক্ষু রথো যস্য সঃ—whose chariot had access to the ten quarters of the globe."

অন্ধ-তাপস-দম্পতির একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ পুত্রকে, জলাহরণ সময়ে পিপাসার্ত্ত হস্তিভ্রমে, অমোঘ শব্দভেদি-বাণ দ্বারা আঘাত করেন। ভ্রম অপনীত হইলে, বিষাদিত যুবরাজ, তাপস-বালকের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাহার মৃতদেহ, তদীয় তপস্যাচারী বৈশ্য পিতা এবং শূদ্র মাতার নিকট আনয়ন পূর্ব্বক, ব্যাকুল-হৃদয়ে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। পুত্রের-নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অন্ধ-দম্পতি শোকে বিহ্বল হইয়া, দশরথেরও তাহাদিগের ন্যায় পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে, এই অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন।

দশরথের বিবাহ ও রাজ্যপ্রাপ্তি

কিছুকাল পরে পরম রূপবতী (১) কৌশল্যা, (২)কৈকেয়ী এবং (৩) সুমিত্রা নামে কন্যাত্রয়ের সহিত, দশরথ পরিণীত হইয়া অযোধ্যারাজ্যে (৪) অভিষিক্ত হইলেন। এই তিন

(১) কোশলাধিপতি তনয়া। কোশল—আধুনিক রোহিলখণ্ড প্রদেশ।

(২) কেকয়-রাজনন্দিনী। কেকয়—বর্ত্তমান পাঞ্জাব প্রদেশ। কৈকেয়ী—পূর্ব্বজন্মে সুশীলা নাম্নী কশ্যপ-ভার্য্যা। ইনি স্বামি-প্রমুখাৎ ভবিষ্যতে অদিতি-গর্ভে বিষ্ণু অবতার রামচন্দ্রের জন্ম বৃত্তান্ত অবগতা ছিলেন।

(৩) কেহ কেহ বলেন, মগধ-রাজ-নন্দিনী ঃ—

"মগধস্য নৃপস্যাথ তনয়া চ শুচিস্মিতা।
সুমিত্রা নাম নাম্না চ সুমিত্রা তস্য ভামিনী।"

কেহ কেহ বলেন, সিংহলেশ্বর নন্দিনী। এ সিংহল কি মগধের নামান্তর, বা অংশ বিশেষ, বা সিংহল নামে প্রসিদ্ধ অন্য কোনও স্থান, তাহা বলা কঠিন।

(৪) কথিত আছে, প্রিয়তমা বনিতা শাপভ্রষ্টা স্বর্গ-বিদ্যাধরী ইন্দুমতীর পরলোক গমনে অধীর হইয়া, অজনৃপতি তৎসহগামী হইলে, একবর্ষ বয়স্ক দশরথ সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া, মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হয়েন।

প্রধান মহিষী ব্যতিরেকে, মহারাজ দশরথের আরও অনেক রাজ্ঞী ছিলেন; এবং তাঁহাদিগের মধ্যে (১) একতমার গর্ভে নরপতির শান্তা নাম্নী এক কন্যা জন্মিলে, দশরথ সেই কন্যাকে মিত্রতানুরোধে অপত্যকৃতিকারূপে, (২) অঙ্গদেশাধিপতি রোমপাদ নৃপতিকে প্রদান করিলে, তিনি নিজগৃহে তাহাকে দুহিতৃনির্বিশেষে লালন পালন করেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান।

অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ, এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানোদ্দেশে বিভাণ্ডক-ঋষি-পুত্র, শাপ-ভ্রষ্ট-হরিণী-গর্ভ-সম্ভূত, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-জ্ঞান-বিরহিত, মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজাদেশে বরাঙ্গণাগণ কর্ত্তৃক পিতৃ আশ্রম হইতে হৃত ও আনীত হইলে, রোমপাদ ভূপতি তাঁহাকে শান্তা-কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক, জামাতৃরূপে বরণ করিয়াছিলেন।

কৈকেয়ীকে দশরথের বরদানাঙ্গীকার।

বীরাগ্রগণ্য রাজা দশরথের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে দণ্ড নামে এক রাজা ছিলেন। যৌবনকালে দণ্ড অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হওয়াতে, পিতার আজ্ঞায় দাক্ষিণাত্যে বনমধ্যে নির্ব্বাসিত হইলে, তৎপ্রদেশ দণ্ডকারণ্য এবং অবশেষে জনস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়। সেই দণ্ডকারণ্যবাসী সম্বর নামক মহাবল অসুরের সহিত দেবরাজের সংগ্রাম নিবন্ধন, মহাবীর দশরথ, বাসবের সাহায্যার্থে গমনকালে, প্রিয় মহিষী কৈকেয়ীকে

(১) কোনও গ্রন্থকার মতে, ভার্গব-রাজ-দুহিতা। ইনি কোন্ 'ভার্গব,' তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

(২) আধুনিক ভাগলপুর ও বিহারের অংশ। ভাগীরথী ও সরযূর সংগম স্থানে অঙ্গদেশ নির্ণীত। যে স্থানে হর কোপানলে মদন ভস্ম হয়েন, সেই স্থানের নাম 'অনঙ্গাশ্রম'।

সঙ্গিনী করেন। দেবাসুরের ঘোরতর যুদ্ধে বিক্ষত-দেহ রাজা দশরথ, মহিষী কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সম্যক্ আরোগ্যলাভ করিয়া, তাঁহাকে দুইটী বর (১) দান করিতে অঙ্গীকার করিলে মহিষী তাহা সময়ান্তরে প্রার্থনা করিবার অনুমতি লাভ করেন।

---

(১) মতান্তরে, সম্বরাসুর-যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত রাজা দশরথ, কৈকেয়ীর সেবায় আরোগ্য লাভে একবর, এবং সময়ান্তরে ব্রণ-পীড়ায় কাতর হইলে, তাঁহার অসাধারণ পরিচর্য্যায় দ্বিতীয় বরদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। পুনশ্চ, মতান্তরে, দেবাসুর যুদ্ধে রাজা দশরথের অলক্ষিতে রথকীল ভগ্ন ও পতিত হইলে, কৈকেয়ী রথচক্রে কীল রূপে নিজ হস্ত আবদ্ধ করিয়া, পতনোন্মুখ রথকে স্বামীর সহিত রক্ষা করেন। এই জন্য নৃপতির নিকট হইতে বরদ্বয় লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দশরথের পুত্রেষ্টি।

অতঃপর অপুত্রক মহারাজ দশরথ, ষষ্টিসহস্র বৎসর বয়ঃক্রমকালে, পুত্র কামনায় (১) সুমন্ত্র প্রভৃতি সচিব বর্গের পরামর্শানুসারে, জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে দুহিতা শান্তার সহিত অযোধ্যায় আনয়ন পূর্ব্বক, পুত্রেষ্টি আরম্ভ করেন। যথাশাস্ত্র যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কুণ্ড হইতে সুবর্ণময় পাত্র হস্তে এক মহাপুরুষ উত্থিত হইয়া, পাত্রস্থ পায়স মহিষীগণের ভক্ষণের জন্য রাজাকে অর্পণ করেন। নরপতি (২) পায়সের অর্দ্ধাংশ কৌশল্যাকে প্রদান পূর্ব্বক, অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশের চতুর্থাংশ সুমিত্রাকে, তদবশিষ্টের অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ীকে, এবং অবশিষ্টাংশ পুনশ্চ সুমিত্রাকে, ভক্ষণার্থে প্রদান করিলেন। প্রধানা মহিষীত্রয়, সেইরূপ বিভক্ত পায়স হর্ষিতান্তঃকরণে ভক্ষণ পূর্ব্বক, যথাসময়ে গর্ভধারণ করিয়া, নরপতির আনন্দ বিধান করিলেন।

দশমাস পূর্ণ হইলে, শুভক্ষণে মহিষী কৌশল্যা এক পুত্র,

(১) অযোধ্যাপতির বিশ্বস্ত প্রিয় কর্মচারী। অশ্বচালনে সুনিপুণতা জন্য সারথ্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। মন্ত্রণা-কুশল ও পরম হিতৈষি বিবেচনায়, সমস্ত কার্য্যেই ইঁহার পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইত।

(২) মতান্তরে, পায়সের অর্দ্ধাংশ কৌশল্যা ও অর্দ্ধাংশ কৈকেয়ী প্রাপ্ত হইয়া, উভয়েই সৌহার্দ্দবশতঃ নিজ নিজ অংশের অর্দ্ধ সপত্নী সুমিত্রাকে দিয়াছিলেন।

বাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্ম।

কৈকেয়ী এক পুত্র, এবং সুমিত্রা যমক দুই পুত্র প্রসব করিলেন। গুরু (১) বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে রাজা দশরথ, অতুল-রূপ-রাশি-সম্পন্ন সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত (২) পুত্র-চতুষ্টয় নিরীক্ষণ করিয়া, প্রফুল্লমনে ব্রাহ্মণ ও যাচকগণকে বহুবিধ ধন-রত্ন দানে পরিতুষ্ট করিলেন। পৌরজন, অমাত্য, অনুচর ও নাগরিক প্রভৃতি সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিল। যথা-সময়ে রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠানুক্রমে, কৌশল্যা-গর্ভজাত পুত্রের রামচন্দ্র, কৈকেয়ী-পুত্রের ভরত এবং সুমিত্রা-প্রসূত পুত্র-দ্বয়ের লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, এইরূপ নামকরণ ও অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিলেন।

কুমাব গ-ণেব শিক্ষা প্রভৃতি।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে পুত্র চতুষ্টয়কে সুশিক্ষিত শাস্ত্রবিদ্ অস্ত্রবিদ্যা পারদর্শি-রূপে সর্ব্বগুণান্বিত দর্শনে, পুত্রবৎসল নরপতি মুহূর্ত্তমাত্র তাঁহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতে অসমর্থ হইতেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই কুমারদিগের গুণ ও সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া, শতমুখে তাঁহাদিগের প্রশংসা-বাদে প্রবৃত্ত থাকিত। সর্ব্বাপেক্ষা রামচন্দ্র, পরদুঃখকাতরতা এবং বিনয়-নম্রশীলতা গুণে সকলের প্রিয়দর্শন হইয়া, পৌর-জন ও প্রজাবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এই

(১) সপ্তর্ষি মধ্যগত মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষি, ব্রহ্মার সৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম। দশ প্রজাপতিঃ—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ।

(২) পুত্রচতুষ্টয়—রামচন্দ্র, স্বয়ং ভগবান্ হরি ; লক্ষ্মণ, রামচন্দ্রের সেবার্থে অনন্তদেব ; ভরত ও শত্রুঘ্ন, গদাধরের শঙ্খ ও চক্র, অথবা কোনও কোনও মতে নারায়ণের দক্ষিণ ও বাম বাহু।

রূপে পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইল। ভ্রাতৃগণ মধ্যে লক্ষ্মণ সর্ব্বদাই রামের অনুগামী, এবং শত্রুঘ্ন তাবৎকাল ভরতের সমভিব্যাহারী থাকিতেন।(১)

বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের গমন।

এই সময়ে সুকেতু-যক্ষ-কন্যা (২) তাড়কা, পুত্র মারীচ ও সুবাহু সহ মহর্ষিদিগের তপোবিঘ্ন আরম্ভ করিলে, গাধিনন্দন (৩) বিশ্বামিত্র, অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক, যজ্ঞরক্ষার্থ নরপতির নিকট, দশদিবসের জন্য রামকে প্রার্থনা করিলেন। পুত্র-বৎসল বৃদ্ধ রাজা, বালক রামকে রাক্ষসযুদ্ধে প্রেরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াও, বিশ্বামিত্রের ক্রোধভয়ে, এবং বশিষ্ঠ মুনির (৪) পরামর্শে, অগত্যা রামও লক্ষ্মণকে মুনিবরের সমভিব্যাহারী হইতে আদেশ দিলেন।

---

(১) মহিষীগণ-মধ্যে যজ্ঞীয় পায়স বিভাগের ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট।

(২) তাড়কা—অগস্ত্যমুনির শাপে বিকৃতাকার প্রাপ্তা :—

"ততোঽতি সুন্দরী যক্ষী সর্ব্বাভরণ ভূষিতা।
শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রাম প্রসাদতঃ॥"

বিশ্বামিত্রের বিবরণ।

(৩) বিশ্বামিত্র—চন্দ্রবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি কুশিকভার্য্যা পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্রাংশে জাত মহাত্মা গাধি-রাজের পুত্র। কোনও সময়ে বশিষ্ঠ মুনির তপোবল দর্শনে মুগ্ধ বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মর্ষি হইবার মানসে, অতীব কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়েন। বহুবিধ অসাধারণ বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বিশ্বামিত্র, পরিশেষে অতিকষ্টে প্রজাপতির সন্তুষ্টি সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন।

(৪) বশিষ্ঠ-পরামর্শ (মতান্তরে)—"যোগমায়াতু সীতেতি জাতা জনক নন্দিনী।
বিশ্বামিত্রোঽপি রামায় তাং যোজয়িতুমাগতঃ॥"

তৃতীয় অধ্যায়।

তাড়কা বধ

মহর্ষি বিশ্বামিত্র বালকদ্বয় সহ অযোধ্যা অতিক্রম করিয়া গমন কালে, পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবারক এবং সর্ব্ব-সিদ্ধি-কারি এক (১) মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। পরে তাঁহারা কতিপয় জনপদ, তপোবন, ও নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাড়কা-ধর্ষিত বনমধ্যে উপনীত হইলে, মুনিবর সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর বৃত্তান্ত রাম ও লক্ষ্মণকে জ্ঞাপন পূর্ব্বক, তাহার বধোদ্দেশে তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করিলেন। মানব-সমাগমে বিকটাকারা আক্রমণাভিলাষিণী নিশাচরী, মহাশব্দে এবং বিদ্যুদ্বেগে ধাবিতা হইলে, বালক রাম অশনিসদৃশ বাণাঘাতে তাহাকে ভূপাতিতা করিলেন।

রামচন্দ্রের দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রাপ্তি।

মর্ম্মপীড়ায় বিকট চীৎকার পূর্ব্বক রাক্ষসী প্রাণত্যাগ করিলে, দেবগণ এবং নিকটস্থ মুনিসমূহ, অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, রামচন্দ্রকে শত্রু-নিপাতকারি দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রদান করিবার নিমিত্ত, মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিলেন। মুনিবরও সস্নেহে এবং সাহ্লাদে, ভ্রাতৃযুগলকে সমন্ত্র সমগ্র দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে, মূর্ত্তিমান্ অস্ত্রসমূহ, তাঁহাদিগের আজ্ঞাকারি-রূপে বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক, উপযুক্ত সময়ে উপস্থিতি অঙ্গীকার করিয়া অন্তর্হিত হইল।

---

(১) 'বলা ও অতিবলা' মন্ত্র।

অনন্তর কৃতাস্ত্র দশরথ-পুত্রদ্বয় সঙ্গে, (১) সিদ্ধাশ্রম নামক পবিত্র তপোবনে উপনীত হইয়া, মহর্ষি তাঁহাদিগকে রক্ষি-রূপে নিয়োগ পূর্ব্বক, ঈপ্সিত সত্রে ব্রতী হইলেন। গগনস্পর্শী হোমাগ্নি প্রজ্বলিত দর্শন করিয়া, দুর্দ্দান্ত (২) মারীচ ও সুবাহু নিশাচরদ্বয়, তথায় আগমন পূর্ব্বক রুধির ও অস্থি বর্ষণ করতঃ ইষ্ট-বিঘ্ন সম্পাদনে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে রাম দিব্যাস্ত্র সন্ধানে, মারীচকে বিমোহিত করিয়া, বহুদূরে সমুদ্রমধ্যে নিপাতিত, এবং সুবাহুকে হনন করিয়া ভূমিশায়ী করিলেন। অন্যান্য রাক্ষসগণ মধ্যে অনেকে হত এবং অবশিষ্ট পলায়িত হইলে, মুনিগণ নির্বিঘ্নে আরব্ধ ক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক, রাম ও লক্ষ্মণ প্রভাবে ভবিষ্যতে যজ্ঞাদি নিরুপদ্রবে সম্পন্ন হইবার আশয়ে, আনন্দিত মনে ভ্রাতৃযুগলকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

মারীচ ধর্ষণ ও বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সমাপ্তি।

এই সময়ে মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক, এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতঃ, মুনিগণকে আমন্ত্রণ করেন। তপোধন বিশ্বামিত্র এই উপলক্ষে জনক-ভবনস্থ বিশাল হরধনু রাম-চন্দ্রকে প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে ভ্রাতৃদ্বয় সহ বিদেহরাজ্যে গমন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সিদ্ধাশ্রম হইতে বহির্গত

অহল্যা উদ্ধার ও ভ্রাতৃদ্বয়ের মিথিলায় গমন

(১) বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থান—আধুনিক বিহারের নিকট কোশ-গ্রাম। আরা ও বিহিয়ার নিকটস্থ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, পূর্ব্বে তাড়কার আবাস স্থান ছিল। Believed to be the modern District of Shahabad (Arrah). যে স্থানে মারীচ দূরীভূত হয়, এখন তাহাকে লৌহদণ্ড কহে।

(২) হিরণ্যকশিপুর পৌত্র সুন্দের ঔরসে তাড়কা-গর্ভজাত।

হইয়া, গঙ্গা প্রভৃতি নদী, তপোবন, ও প্রদেশাদি, অতিক্রম পূর্ব্বক, ক্রমে তাঁহারা মিথিলার নিকটস্থ গোতম-ঋষি-ত্যক্ত জনশূন্য আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় গোতম-রূপ-ধারি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক গোতম-পত্নী অহল্যা হরণ, এবং ছদ্মবেশীকে ইন্দ্র রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিলেও জ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য গোতম কর্ত্তৃক অহল্যার প্রতি ভস্ম পরিবৃত বাতাহারিণী রূপ-প্রাপ্তি মূলক (১) অভিশাপ, এবং দশরথ-পুত্র রামচন্দ্র সন্দর্শনে শাপমুক্তি, ইত্যাদি কথা যথাযথ বর্ণন পূর্ব্বক বিশ্বামিত্র, কৌতূহলাবিষ্ট রাম ও তদনুজকে অপরের অদৃশ্যা অহল্যাদেবীর নিকট উপস্থিত করিলেন। অহল্যাও রাম সমাগমে শাপ বিমুক্তা হইয়া, আনন্দিত মনে তাঁহাদিগকে যথোচিত বন্দনা পূর্ব্বক স্বামীর সহ মিলন মানসে গমন করিলে, বিশ্বামিত্র সঙ্গিগণ সহিত মিথিলাপুরী প্রবেশ করিলেন।

অহল্যার অভিশাপাদি।

(১) গোতম শাপ—মতান্তরে, অহল্যার প্রতি ঃ—

"দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম।"

এবং মুক্তি সম্বন্ধে—"রামঃ শিলাং পদাস্পৃষ্টা তাঞ্চাপশ্যত্তপোধনাং।

ননাম রাঘবোঽহল্যাং রামোঽহমিতি চাব্রবীৎ॥"

ইন্দ্রের প্রতি শাপ—"যোনি লম্পট দুষ্টাত্মন্ সহস্র ভগবান্ ভব।"

পরিশেষে সন্তাপপ্রাপ্ত লজ্জিত ইন্দ্রের শরীর অশ্বমেধ যজ্ঞ ফলে সহস্র চক্ষুর্যুক্ত হয়। "This does not imply that the God Indra committed such a crime, but Indra means the sun, and Ahalya (from অহন্ & লি) the night; and as the night is seduced and ruined by the sun of the morning, therefore is Indra called the paramour of Ahalya."

মহাতপা বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণকে সমাগত দর্শন করিয়া, রাজর্ষি জনক অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনাদি সম্পাদন করিয়া, সমভিব্যাহারী সুলক্ষণ সম্পন্ন বালকদ্বয়ের পরিচয় এবং আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মুনিবর তাঁহাদের অযোধ্যাপতি দশরথ-তনয়-রূপ পরিচয়, যজ্ঞবিঘ্নকারি রাক্ষস বধার্থে সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিতি, অহল্যার শাপমোচন, এবং পরিশেষে বিশাল হরধনুর্দর্শন-মানসে মিথিলায় প্রবেশ, ইত্যাদি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলেন। জনকরাজ-সভাস্থ পুরোহিত, গোতম-পুত্র মহাতেজাঃ শতানন্দ, মাতা অহল্যার শাপ মুক্তি শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, গাধিনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভূয়সী প্রশংসা, এবং রামচন্দ্রকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন।

জনকরাজ-সভায় রাম প্রভৃতির উপস্থিতি।

অনন্তর বিশ্বকর্ম-নির্মিত, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসে ও ত্রিপুরাসুর বধকালে ভগবান্ ভূতনাথ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত মহাধনুঃ, কি উপায়ে ভূতপূর্ব্ব মিথিলাধিপতি পূজনীয় মহাত্মা দেবরাত, শঙ্করের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিয়া রাজর্ষি জনক, স্বয়ং ক্ষেত্রকর্ষণকালে কি রূপে (১)অবণী গর্ভ হইতে লাঙ্গল ফলাগ্রে উত্থিতা সুরূপা কন্যাকে সীতানাম প্রদান পূর্ব্বক, দুহিতৃরূপে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং কি রূপেই বা বিশাল (২) হরধনুতে জ্যারোপণক্ষম বীরকে

হরধনুর বিবরণ।

(১) দরভাঙ্গা (দারবঙ্গ) হইতে ৩৫ মাইল উত্তরে সীতার জন্মভূমি জনকপুর।

(২) হরধনুঃ—মতান্তরে, ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব স্বীয় ধনুঃ পরশুরাম-হস্তে জনক রাজের নিকট প্রেরণ করেন। মহেশ্বরের নির্দেশক্রমে ভার্গব,

সেই কন্যা সম্প্রদানার্থে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সবিস্তারে বিশ্বামিত্র প্রভৃতির নিকট কীর্ত্তন করিলেন। সীতার অনুপম রূপ লাবণ্যে মোহিত বলদৃপ্ত (১) রাজন্যবর্গ হরধনুঃ উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া, লজ্জিত, কুপিত, এবং অবশেষে পলায়িত হইয়াছেন, এতদ্বার্ত্তাও প্রসঙ্গক্রমে জনকরাজ প্রমুখাৎ সভাস্থ সকলে বিদিত হইলেন।

ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি জনককে ধনুঃ প্রদান করতঃ, তাহাতে জ্যা-রোপণ-সমর্থ বীরকে, অযোনিজা কন্যা জানকীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করেন।

(১) রাজন্যবর্গ—লঙ্কেশ্বর মহাবীর রাবণও মিথিলায় গমন পূর্ব্বক, ধনুরুত্তোলনে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত ভাবে পলায়ন করে।

চতুর্থ অধ্যায়।

হরধনুর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্র উহা আনয়ন পূর্ব্বক রঘুনন্দন রামকে প্রদর্শন করিতে অনুজ্ঞা করিলে, বলবান্ পঞ্চসহস্র বাহকদ্বারা সুদীর্ঘ ধনুঃ সভামণ্ডপে আনীত হইল। গাধিনন্দন-প্রমুখ সভাস্থ ঋষি ও ব্রাহ্মণবর্গের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অমিততেজাঃ রামচন্দ্র ধনুঃসমীপে গমন পূর্ব্বক, ভীত ও বিস্মিত সভাজন-সমক্ষে উহা অবলীলা-ক্রমে উত্তোলন করতঃ জ্যা-সংযুক্ত, টঙ্কারিত, এবং অবশেষে দ্বিখণ্ডে ভগ্ন করিতে সমর্থ হইলেন। ধনুর্ভঙ্গ শব্দে মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি জনক, এবং দশরথ-তনয়-যুগল ব্যতিরেকে তত্রত্য সমস্ত লোক মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইল।

হরধনুর্ভঙ্গ

কিয়ৎক্ষণ পরে সভাস্থ সকলে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইলে, পূর্ণ-প্রতিজ্ঞ বিদেহরাজ মহাহ্লাদে প্রিয়তমা কন্যা জানকীকে, রঘুবংশীয় উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ অভিলাষ প্রকাশ পূর্ব্বক, বিশ্বামিত্রের উপদেশানুসারে, বৈবাহিক সংবাদ প্রদান ও মিথিলাভবনে আমন্ত্রণ জন্য, অযোধ্যারাজের নিকট অমাত্য-গণকে প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে রাজা দশরথ বার্ত্তাবহগণ মুখে শুভসংবাদ সমূহ শ্রবণ করিয়া, হর্ষোৎফুল্লমনে অতি ত্বরায় পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন, পুরজন, মন্ত্রী, এবং পুরোহিতাদি সহিত মিথিলানগরীতে উপস্থিত হইলেন।

দশরথের মিথিলায় আগমন

পুত্র চতুষ্টয়ের বিবাহ।

মহাত্মা দশরথের আগমনে, জনক রাজর্ষি তাঁহাকে বিধি-মতে সম্মানান্তে প্রফুল্লমনে স্বয়ং সমস্ত সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে যথাক্রমে অযোনিজা সীতা এবং ঔরসজাতা উর্মিলা কন্যা সম্প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। শুভ প্রস্তাব অযোধ্যাপতির অভিমত হইলে, বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র মহর্ষিদ্বয়ের পরামর্শে, জনকরাজ-সহোদর কুশধ্বজ-কন্যা রূপ-গুণ-সম্পন্না মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তিকে, ভরত এবং শত্রুঘ্নের সহিত পরিণয় সূত্রে বন্ধন করিবার সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইল। অনন্তর কয়েক দিবস মধ্যে আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক, জনক রাজ যথারীতি কন্যা চতুষ্টয়কে পাত্রস্থা করিয়া অপার সন্তোষ-লাভ করিলেন।

পরশুরাম-সম্বাদ।

বৈবাহিক ক্রিয়া উপযুক্তমতে সমাপন পূর্ব্বক জনকরাজ কর্ত্তৃক অশেষ প্রকারে অভিনন্দিত হইয়া, মহর্ষি বিশ্বামিত্র হিমালয় পর্ব্বতোদ্দেশে, এবং রাজা দশরথ, নবদম্পতি-চতুষ্টয় এবং অপরাপর আত্মীয় প্রভৃতি সহ, অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তপস্বিবেশধারী মহাতেজাঃ (১) পরশু-রাম হরধনুর্ভঙ্গ সংবাদে, ক্রোধভরে রাজা দশরথের, গতিরোধ পূর্ব্বক, মহাদর্পে রামচন্দ্রের সম্মুখীন হইলেন, এবং শিবধনুর

পরশুরামের বিবরণ।

(১) পরশুরাম—ষষ্ঠাবতার। মতান্তরে ষোড়ষাবতার। যমদগ্নির পুত্র। ভার্গব। পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃহত্যাকারী। পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধন-কারী। ক্রূরকর্ম্মা ক্ষত্রিয়গণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করতঃ, শোণিতময় সমন্ত নামক পঞ্চ-মহাহ্রদে ভৃগুবংশের তর্পণ সাধন করিয়াছিলেন। পরে কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া, মহেন্দ্র পর্ব্বতে

অপেক্ষা, বিষ্ণুর নিকট হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত স্বীয় হস্তস্থিত বৈষ্ণব-ধনুর (১) প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়া, রামচন্দ্র-

অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অমরমধ্যে পরিগণিত। সপ্ত অমর—অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম।

চন্দ্রবংশীয় গাধিরাজ-কন্যা সত্যবতীর গর্ভজাত ভার্গব ঋচীক-পুত্র যমদগ্নির ঔরসে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুকার গর্ভে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন :—

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে
ভৃগু

চ্যবণ — শুক্রাচার্য্য (দৈত্যগুরু। ইঁহাকেও কেহ কেহ ভৃগু বলিয়া নির্দেশ করেণ। see page 25 note 1).

ঔর্ব্ব
ঋচীক
যমদগ্নি
পরশুরাম

"সত্যবতী a ক্ষত্রিয় girl, had been married to ঋচীক a ব্রাহ্মণ। ঋচীক prepared a dish for his wife, which would make her conceive a son with the qualities of a ব্রাহ্মণ, and another dish for his mother-in-law (a ক্ষত্রিয়া's wife) which would make her conceive a son with the qualities of a ক্ষত্রিয়. The two ladies, however, exchanged dishes; and so the ক্ষত্রিয়াণী conceived and bore বিশ্বামিত্র, with the qualities of a ব্রাহ্মণ (see note 3 in page 41), and the ব্রাহ্মণ's wife সত্যবতী bore যমদগ্নি, whose son, the fiery পরশুরাম, though a ব্রাহ্মণ, became a renowned and destructive warrior !"

(১) পুরাকালে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কে অধিক বলবান, ইহা জানিবার অভিপ্রায়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া দেন। তাহাতে শিব-ধনুর অপেক্ষা বৈষ্ণব-ধনুর প্রাধান্য স্থিরীকৃত হয়।

সহ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার মানসে, তাঁহাকে প্রথমতঃ উহাতে জ্যা রোপণ ও শর সংযোজন করিতে আহ্বান করিলেন। রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে পরশুরামের হস্ত হইতে বৈষ্ণব-ধনু-গ্রহণ পূর্ব্বক, রীতিমত তাহাতে জ্যা এবং শর সংযোজন করিয়া, অবশেষে বিনীত যামদগ্ন্যের (১) প্রার্থনায়, সেই অব্যর্থ শরক্ষেপণে, তদীয় বহু তপস্যার্জ্জিত ফল সমূহ বিনষ্ট করিলেন।

পুত্রগণ সহ দশরথের অযোধ্যা প্রবেশ।

কুঠারধারী যমদগ্নিপুত্র ভৃগুরাম, এইরূপে পরাভূত হইয়া, রামচন্দ্রকে স্বয়ং (২) নারায়ণ জ্ঞানে বন্দনা পূর্ব্বক, তপস্যাজন্য (৩) মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিলে, বিপন্মুক্ত পুত্রবৎসল

(১) মতান্তরে, রাম-নিক্ষিপ্ত শরদ্বারা প্রার্থনাক্রমে পরশুরামের স্বর্গমার্গ রুদ্ধ হইয়াছিল। পুনশ্চ মতান্তরে, নিক্ষিপ্তশরে বিহ্বল ও হৃততেজঃ পরশুরাম, সংজ্ঞালাভে বিদায় গ্রহণান্তে, মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক, তপস্যা এবং বধূসর নদীতীরস্থ দীপ্তোদ তীর্থে স্নান করতঃ, পূর্ব্বতেজঃ পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরশু রাম সম্বন্ধে মতামত।

(২) পণ্ডিতগণ রামচন্দ্রকে ভগবানের 'অংশাবতার' এবং পরশুরামকে ক্ষত্রিয়-নিধনার্থক 'আবেশাবতার' নির্ণয় করেন। সেই ঐশ্বরিক কার্য্য-সমাহিত হইলে, ভগবান্ রামচন্দ্র, পরশুরামের ঐশ-শক্তি হরণ করেন। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্রের ঐশ-শক্তি যাবজ্জীবন অব্যাহত ছিল।

Some writer says :—" The scene in which he (পরশুরাম) appears, is probably interpolated for the sake of making him declare রাম to be বিষ্ণু।"

মহেন্দ্র পর্ব্বত।

(৩) According to one writer—" The mountain মহেন্দ্র is stated by some as lying in the territory of the king of কলিঙ্গ, whose palace commanded a view of the ocean ; and it is well-known that the country along the coast to the south of the mouths of the Ganges, was the seat of this people."

রাজা দশরথ, স্বজনগণ সহ ত্বরিত-গমনে অযোধ্যাপুরীতে উপনীত হইলেন। ইতি পূর্ব্বে ভরত-মাতুল যুবরাজ যুধাজিৎ, ভাগিনেয় দর্শন মানসে অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক, বৈবাহিক সংবাদ শ্রবণে, মিথিলায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে দশরথ সহ অযোধ্যায় পুনরাগমন করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারী করতঃ, কেকয় রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রাজা দশরথ আনন্দিত মনে, রাম ও লক্ষ্মণের সহিত রাজ্য শাসন ও কাল যাপন করিতে লাগিলেন।
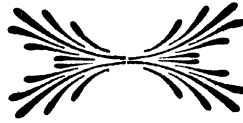
Another auther says :—" The মহেন্দ্র range, so called from ইন্দ্র,the tutelary god of the *East,* is identified with the Eastern Ghats. * * * According to বাল্মীকি, both হনুমান্ and রাম passed on from the মলয় to the মহেন্দ্র range, on the sea-coast opposite which, on the other side of the channel, was লঙ্কা।"

অযোধ্যা কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

দশরথ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সঙ্কল্প।

অতঃপর রাজা দশরথ, সর্ব্ব-গুণান্বিত ও সর্ব্বলোকের আনন্দবর্দ্ধক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে, অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনঃস্থ করিলে, গুরু, পুরোহিত, এবং অমাত্যাদি সকলে একবাক্যে তাহাতে অনুমোদন করিলেন। কয়েক দিবস হইতে দুঃস্বপ্ন এবং দুর্নিমিত্ত দর্শনে বৃদ্ধরাজা, শীঘ্র কোন অমঙ্গল ঘটিবে এই আশঙ্কায়, ত্বরান্বিত হইয়া পরদিবসেই পুষ্যা-নক্ষত্র-যোগে শুভকার্য্য সম্পাদন-সঙ্কল্পে, রামচন্দ্রকে সস্ত্রীক যথারীতি উপবাসী থাকিতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক, অন্তঃপুর ও সমস্ত নগরীমধ্যে স্বীয় মানস ঘোষণা করিয়া দিলেন। সময়ের স্বল্পতা নিবন্ধন দশরথ, বিদেহ-স্বামী এবং কেকয়াধিপতির নিকট এই শুভ সংবাদ প্রেরণে অসমর্থ হইলেন।

রামচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তির আশায় সর্ব্বলোকের আনন্দ।

পৌরবর্গ এবং প্রজাসমূহ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক সংবাদে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও আনন্দিত হইয়া, হর্ষভরে ও স্ব স্ব অভিমতানুযায়ি মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইল। রাম-জননী কৌশল্যাদেবী, অন্যান্য মহিষী এবং পুরবাসিগণ পরিবৃতা হইয়া, প্রফুল্লিতান্তঃকরণে পুত্রের মঙ্গল কামনায়, বিবিধ ক্রিয়া-কলাপে নিযুক্তা হইলেন। রাজা দশরথ, গুরু ও পুরোহিতাদির সহিত যথাশাস্ত্র মাঙ্গলিকানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়া, অপরাপর

ব্যক্তিবর্গকে পৃথক্ পৃথক্ প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। প্রিয়দর্শন রামচন্দ্র, পিতৃ আদেশে হর্ষান্বিতা জানকীর সহিত উপবাসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক, বিবিধ শাস্ত্রালাপে কালাতিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে রাত্রি সমাগমে, (১) মন্থরা নাম্নী কেকয়-রাজ-দত্তা ক্রূরমতি কুব্জা পরিচারিকা, স্বীয় স্বামিনী সরলহৃদয়া আনন্দ-নিমগ্না মঙ্গলাচারিণী কৈকেয়ীর সন্নিধানে একান্তে আগমন করিল। রাম রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, ভরতকে চিরকালের জন্য রামের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে হইবে, এবং অতঃপর অপর মহিষীগণকে রাজমাতা কৌশল্যার পরিচারিকাপ্রায় অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিনী হইতে হইল, এইরূপে পাপিনী অন্যান্য বহুবিধ (২) অনর্থ কল্পনা করিয়া, তাহা বিশদরূপে কেকয়রাজ-দুহিতা অভিমানিনী কৈকেয়ীর হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিল।

মন্থরার পরামর্শ।

এবম্প্রকার অনর্থ-পূর্ণ বাক্যে ভীতা ও হতবুদ্ধি কৈকেয়ী,

---

(১) মন্থরা—সীতার সহিত রামচন্দ্রের বনগমনাভিলাষী ব্রহ্মার আদেশানুসারে, দুন্দুভি নাম্নী গন্ধর্ব্বী, মন্থরারূপে কৈকেয়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইয়াছিল।

(২) কোনও গ্রন্থমতে, দেবগণের অনুরোধে বাগ্দেবী, প্রথমে মন্থরার পরে কৈকেয়ীর কণ্ঠবর্ত্তিনী হইয়া, রামের বন গমন সম্পাদন করেন :—

"এতস্মিন্নন্তরে দেবা দেবীং বাণী মচোদয়ন্।
গচ্ছ দেবি! ভুবোলোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ॥
রামাভিষেক বিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্ম বাক্যতঃ।
মন্থরাং প্রতিশম্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্॥"

কৈকেয়ীর দুর্জয় অভিমান।

স্বীয় কুব্জা পরিচারিকাকে প্রকৃত হিতৈষিণী বিবেচনায়, ব্যাকুল ভাবে তাহাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, কূটবুদ্ধি মন্থরা, পূর্ব্বকালীন সম্বরাসুর সহিত যুদ্ধে রাজা দশরথের, আহতাবস্থা, পরিচর্য্যা, এবং অবশেষে আরোগ্য লাভে দুইটী অভিলষিত বর প্রদান-প্রতিজ্ঞা-বৃত্তান্ত মহিষীর স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া, একবরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, এবং দ্বিতীয় বরে রামের চতুর্দশ বৎসর তপস্বিবেশে বনবাস, রাজসমীপে প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দিল। অল্প-বুদ্ধি মহিষী কৈকেয়ী, কল্পিত আসন্ন বিপদ্ হইতে মুক্তির প্রত্যাশায়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী বোধেই কুব্জার বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন এবং তাহাকে অশেষরূপে প্রশংসিতা ও পুর-স্কৃতা করিয়া, সত্বর স্বীয় বহুমূল্য গাত্রাভরণাদি দূরে নিক্ষেপ এবং ক্রোধাগারে গমন করতঃ, ভূমিশয্যায় শায়িতা হইলেন।

দশরথের কৈকেয়ীর সদনে গমন

রজনীযোগে বৃদ্ধ অযোধ্যাপতি স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সমাপ-নানন্তর, পূর্ব্বরীত্যনুসারে প্রিয়মহিষী কৈকেয়ীর আবাস কক্ষে গমন পূর্ব্বক, দৌবারিক প্রমুখাৎ মহিষীর ত্বরিতপদে ক্রোধা-গারে গমন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। রাজা দশরথ এই সংবাদে সন্দিগ্ধচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, মহিষীকে অলঙ্কারশূন্য দেহে ধরাবলুণ্ঠিতা দর্শনে, ব্যগ্রভাবে প্রিয়বচনে তদবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা, এবং কঠিন ভূমিশয্যা ত্যাগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলে, অভিমানিনী মহিষী কেবল রোদনপরায়ণা হইলেন।

বহু অনুনয়ের পর স্ত্রৈণ দশরথ, যথাভিলষিত বস্তু প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে, দুষ্ট-বুদ্ধি-প্রাপ্তা মহিষী, দুর্দান্ত সম্বরাসুর-সংগ্রামের পর বরদ্বয়-প্রদান-প্রতিজ্ঞা রাজাকে স্মরণ করাইয়া, প্রথম বরে ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তি, এবং দ্বিতীয় বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস, প্রার্থনা করিলেন; এবং এতদ্ভিন্ন অন্য বস্তু সম্যক্ অনভিলষিত, তাহাও মহারাজকে বিশেষরূপে জানাইলেন।

প্রতিজ্ঞা পূরণ জন্য কৈকেয়ীর প্রার্থনা।

বজ্রাধিক নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ নরপতি মূর্চ্ছিত ও ভূপতিত হইলে, শিক্ষিতা মহিষী অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বামীর চেতনালাভে যত্নবতী হইলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর রাজা সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় মহিষীর প্রার্থনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে, পুনরায় জিজ্ঞাসা করায়, মহিষী পুনরপি অসঙ্কোচে রাজসমীপে সেই অচিন্তনীয় প্রার্থনাদ্বয় জ্ঞাপন করিয়া, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মপালক স্বরূপ তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

ভীত দশরথের বিনয়াদি।

ভয়, বিনয়, রোষ ইত্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক, কোনও ক্রমে কৈকেয়ীকে নিরস্তা করিতে অপারক হইয়া, অবশেষে রাজা দশরথ আপন দুরদৃষ্টকে বারম্বার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক, শোকে, রোষে, এবং ক্ষোভে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সংসারের অসারতা, মানবের ভবিতব্যতা, গ্রহের প্রতিকুলতা, এবং সর্ব্বোপরি স্ত্রৈণের অবিমৃষ্যকারিতা, ইত্যাদি নানা বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে, নরপতি ক্রমে অধীর হইয়া, ক্বচিৎ বালকের ন্যায় রোদন এবং ক্বচিৎ উন্মত্তপ্রায় প্রলাপ করিতে

দশরথের বিলাপাদি।

লাগিলেন। এতদ্দর্শনে অনুতাপের পরিবর্ত্তে, প্রতিমুহূর্ত্তে পরামর্শদাত্রী মন্থরা প্রসাদাৎ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনায়, কৈকেয়ীর নিরতিশয় সন্তোষলাভ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুমন্ত্রের দশরথ সমীপে গমন।

রজনী প্রভাতা হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রমুখ পুরোহিতগণ অভিষেকোপযোগি দ্রব্যাদি যথাযথ আহরণ করিয়া, নরপতি দশরথের অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন প্রতীক্ষায়, শুভক্ষণ অতিক্রান্তপ্রায় দর্শনে, বৃদ্ধ সারথি সুমন্ত্রকে ত্বরায় তদুদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। সুমন্ত্রের প্রতি অন্তঃপুরের সর্ব্বস্থানে প্রবেশাদেশ থাকায়, সারথিবর বহুকক্ষ ও প্রাঙ্গণাদি উত্তীর্ণ হইয়া, কৈকেয়ীর আবাসগৃহে উপস্থিতিমাত্রে, তথায় মহারাজের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে বিহ্বল চিত্ত হইলেন। স্বামী বাঙ্‌নিষ্পত্তিরহিত দৃষ্টে, মহিষী কৈকেয়ী তৎপরতার সহিত রামকে সেইস্থানে আনয়নার্থে সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ করিলে, অবশেষে বৃদ্ধ রাজাও তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

রামচন্দ্রের প্রতি পিতৃ সত্য পালনাদেশ।

নৃপদম্পতির আদেশে সারথিপ্রবর শীঘ্র তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, রামসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক মহারাজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কমললোচন রাম, ভার্য্যা জানকীর নিকট বিদায় গ্রহণান্তর, তৎক্ষণাৎ পিতৃ-সম্ভাষণাভিলাষে বিমাতৃ-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্রের আগমনে বৃদ্ধ মহীপাল অধিকতর শোকাকুলিত চিত্তে, কেবল তাঁহার নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়া নিস্তব্ধ হইলে, মহিষী কৈকেয়ী আশ্বস্তহৃদয়ে, স্বামীর পূর্ব্বসত্য ও উপস্থিত প্রতিজ্ঞা সবি-

স্তারে বর্ণন পূর্ব্বক, রামকে তদ্দণ্ডে বনবাস ব্রত-গ্রহণ রূপ পিতৃ-সত্য পালনে আদেশ করিলেন।

দশরথের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে অপর সকলের মতামত।

সিংহাসন প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে বনবাস সংবাদেও অবিচলিত চিত্তে বিমাতৃ-আজ্ঞায় অভিমতি প্রদান পূর্ব্বক, মহানুভাব রামচন্দ্র শোকার্ত্ত পিতাকে বহুপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমভিব্যাহারী বৃদ্ধ সারথি সুমন্ত্র, এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া, দশরথকে এতাদৃশ প্রতিজ্ঞাপালনে ভর্ৎসিত, কৈকেয়ীকে নিষ্ঠুর প্রার্থনা জন্য লাঞ্ছিতা, এবং অবশেষে অশ্রুত-পূর্ব্ব পিতৃসত্যপালনে যত্নশীল রামচন্দ্রকে বালক বোধে তিরস্কৃত করিলেন। দুষ্টমনাঃ কৌশল্যাদেবী এতদ্বৃত্তান্ত অবগতি মাত্রে মোহপ্রাপ্তা হইলে, প্রিয় পুত্র রামচন্দ্রের সেবায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। বিমাতার ক্রূরতা, পিতার অসতর্কতা, এবং অগ্রজের সত্যশীলতার পরাকাষ্ঠা দর্শনে, কুপিত লক্ষ্মণ, বাহুবলে অযোধ্যা অধিকার করিয়া, রামচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রামচন্দ্রের বন গমন উদ্যোগ।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গ, কৌশল্যা প্রভৃতি পৌরজন সমূহ, সুমন্ত্র প্রভৃতি অমাত্য ও রাজপুরুষবৃন্দ, এবং আবাল বৃদ্ধ নাগরিকগণ, সকলেই অনর্থ-হেতু কৈকেয়ীকে তিরস্কৃত করিয়া, একবাক্যে দশরথকে প্রতিজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক, প্রিয়তাজন রামচন্দ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অনুরোধ করিলে, ধীমান্ রামচন্দ্র বিনয়-নম্র-বচনে, সকলকে শাস্ত্রসংযুক্ত প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা প্রবোধ দান করিয়া, সত্বর বন গমন মানসে

জনকরাজ-দুহিতার নিকট বিদায় গ্রহণাভিপ্রায়ে গমন করিলেন। অরণ্যবাস সংবাদে সীতাদেবীও অক্ষুব্ধচিত্তে, ভর্ত্তা এবং অপরাপর আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক নিবারিতা হইলেও, ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইতে দৃঢ়সঙ্কল্পা হইলেন। অগ্রজকে পিতৃসত্য পালনে বদ্ধ-পরিকর দর্শনে, মহামতি লক্ষ্মণও হৃষ্টচিত্তে তদনুসরণে প্রস্তুত হইলেন।

ভ্রাতা ও বনিতা সহ রামের বন গমন।

কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণকে, মর্ম্মপীড়িত পিতার শুশ্রূষায় নিয়োজিত করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ কেবলমাত্র বল্কল পরিধান এবং অস্ত্রাদি গ্রহণ পূর্ব্বক, আত্মীয়-স্বগণানুরোধে সালঙ্কারা জানকীর সমভিব্যাহারে, সুমন্ত্রানীত রথারোহণে বনবাস উদ্দেশে গমনোদ্যত হইলে, পুরমধ্যে এবং সমস্ত নগরীতে মহান্ ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। অবশেষে যথাশক্তি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া, রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে রথচালনে অনুমতি প্রদান করিলে, বহুসংখ্যক পুরবাসী ও নাগরিক রোদন করিতে করিতে রথের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। রাম সহিত রথ দৃষ্টিপথাতীত হইলে, দশরথ প্রমুখ পৌরজন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ী অযোধ্যাপুরীকে শ্মশান ভূমির ন্যায় পশ্চাতে রাখিয়া, রথ দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

বনবাসের প্রথম রাত্রি (১) তমসা নদীতীরে যাপন করিয়া, পরদিবস বেদশ্রুতী ও গোমতী নদীদ্বয় এবং কোশল রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক, রাম সহিত রথ চণ্ডালরাজ (২) গুহের (৩) আবাস সন্নিধানে উপনীত হইল। মিত্রতা নিবন্ধন নিষাদপতি স্বীয় আলয়ে রামচন্দ্রের উপস্থিতি প্রার্থনা করিলে, বনবাস-ব্রতাচারীর লোকালয়ে বাস অনুচিত বিবে-

নিষাদ রাজ্যে উপস্থিতি ও গঙ্গাপার।

(১) তমসা নদী—"The modern Tons, which flowing through Azamgarh, joins the Ganges in the Balia District."

তমসা (Tons) নামে অপর একটী নদী বুন্দেলখণ্ডের মধ্য দিয়া প্রয়াগের অনতিদূরে গঙ্গায় আসিয়া মিলিতা হইয়াছে; এবং সেই সংগমস্থানের নিকটেই বাল্মীকির তপোবন নির্দিষ্ট। উপক্রমণিকায় এই নদীরই উল্লেখ হইয়াছে।

গুহকচণ্ডালের বিবরণ।

(২) কথিত আছে রাজা দশরথ অন্ধ-মুনি-পুত্র-হত্যা-জনিত পাপ খণ্ডন মানসে, বশিষ্ঠঋষির আশ্রমে গমন করিলে, মুনিবরের অনুপস্থিতি জন্য, তাঁহার পুত্র বামদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, বারত্রয় রাম নাম জপ করেন। যে নাম একবার মাত্র উচ্চারণেই কোটী ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষয় করণে সমর্থ, তাহার তিন বার জপাদেশ শ্রবণে, ক্রুদ্ধ মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে বামদেব, চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণানন্তর, শাপাবসান কারণ, বাল্যকালে রামচন্দ্রের গঙ্গাস্নানার্থে গমন সময়ে, তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন।

(৩) শৃঙ্গবের পুর। "এলাহাবাদ জেলাস্থ আধুনিক শঙ্গরুর।"

চনায়, রামচন্দ্র তদনুমোদনে অসমর্থ হইলেন। নিকটস্থ (১) ইঙ্গুদী বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় রজনী অতিবাহিতা করিয়া, পরদিবস প্রাতে বাষ্পাকুল লোচনে, রথসহিত সারথি সুমন্ত্র এবং মিত্র গুহকে বিদায় দান পূর্ব্বক, কেবল লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, চণ্ডাল-রাজানুচরগণ সাহায্যে, রামচন্দ্র, নৌকাযোগে গঙ্গানদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন।

ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, রামচন্দ্র ক্রমে পদব্রজে ভ্রাতার ও বনিতার সহিত, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম (২) প্রয়াগ মহাতীর্থে গমন পূর্ব্বক, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে মুনিবর পরম পরিতুষ্ট চিত্তে যথাবিধি অভ্যর্থনাদি করিয়া, রামচন্দ্রকে তথায় বনবাসের চতুর্দশ বৎসর কাল সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। অযোধ্যানগরীর সান্নিধ্য নিবন্ধন তথায় অবস্থান অনুচিত বিবেচনায়, রামচন্দ্র তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, সুদূরবর্ত্তি কোন সুরম্য স্থানের অনুসন্ধিৎসু হইলে, অগত্যা মহর্ষি (৩) দশযোজন দূরস্থিত এবং তপোধন বল্মীকির তপোবন সন্নিহিত মনোহর (৪) চিত্রকূট পর্ব্বত, নির্দেশ করিলেন।

ভরদ্বাজা-শ্রম।

(১) তাপস তরু। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ এই বৃক্ষফলের তৈল ব্যবহার করিতেন।

(২) প্রয়োগ অথবা প্রতিষ্ঠান, পূর্ব্বে পুরুরবার রাজধানী ছিল। দ্বাপরযুগে 'বারণাবত' নামে সুপরিচিত।

(৩) বোধ হয় বাল্মীকি দশ 'ক্রোশ' উদ্দেশ করিয়া থাকিবেন।

(৪) এই পর্ব্বতের বনশোভা অতি সুন্দর। একদিকে মন্দাকিনী তীরে

মহাভাগ রামচন্দ্র তাহাতে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক, ভরদ্বাজাশ্রমে রাত্রি অতিবাহিতা করিয়া, পর দিবস চিত্রকূট পর্ব্বতোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

চিত্রকূট।

পথে যমুনা প্রভৃতি নদী সমূহ উত্তীর্ণ হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করতঃ, ক্রমে চিত্রকূট পর্ব্বত নিকটে উপনীত রামচন্দ্র, তথাকার স্বভাব সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইলেন। পরে মুনিগণ-সেবিত মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে গমন পূর্ব্বক তদীয় সন্দর্শনে ও প্রসাদ লাভে তাঁহারা অশেষ প্রীতি প্রাপ্ত হইলে, মহর্ষি তাঁহাদিগকে সেইস্থানে তাপসোপযোগি কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিতে অনুরোধ করিলেন। রামচন্দ্রের সম্মতি ও আদেশক্রমে, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সত্বর-নির্ম্মিত (১) পর্ণকুটীরে রামচন্দ্র যথাবিহিত যাগাদি সমাপন পূর্ব্বক, ভ্রাতার ও জায়ার সহিত পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে লক্ষ্মণ কুটীর-দ্বারে সশস্ত্র প্রহরিরূপে, এবং দিবাভাগে ফলপুষ্পাদি আহরণে নিযুক্ত থাকিয়া, ভ্রাতার এবং ভ্রাতৃজায়ার সর্ব্বক্ষণ আজ্ঞানুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

তীর্থ মন্দির এবং পর্ব্বতোপরি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার পাষাণময়ী মূর্ত্তি। এখানে অনেক গুলি তীর্থস্থান আছে। সমস্ত প্রদেশই রামচন্দ্রের স্থান রূপে পরিগণিত, এবং এখানকার প্রায় প্রত্যেক গুহা, বন ইত্যাদি রামচন্দ্রের কোনও কোনও কীর্ত্তির পরিচায়ক। এখানকার 'সীতাফল' বনবাস কালের প্রধান খাদ্য বলিয়া আদরণীয়।

(১) মতান্তরে, রামচন্দ্রের জন্য বাল্মীকির আদেশে, গঙ্গা এবং পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী স্থানে, তথাকার অধিবাসিগণের দ্বারা দুইটী কুটীর নির্ম্মিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।
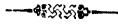
রামচন্দ্রকে গঙ্গাপার হইয়া প্রস্থিত দর্শনে, সারথি সুমন্ত্র বিষাদিত চণ্ডালরাজের সহিত হতাশমনে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, বিষাদ-নিমগ্না অযোধ্যা-পুরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, পুত্রবিরহে শয্যাগত রাজা দশরথের শোকবিহ্বলা মহিষী কৌশল্যার ও সুমিত্রার এবং অন্যান্য নিরানন্দ পৌরজনের সমক্ষে, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রামচন্দ্রের অরণ্যোদ্দেশে গমন বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণন করিলে, সকলেই একবাক্যে রামচন্দ্রের মহানুভাবতা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃসৌহার্দ, এবং জানকীর পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শূন্যরথ লইয়া সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

বৃদ্ধ রাজাকে পুত্রবিরহে একান্ত অধীর ও মধ্যে মধ্যে সংজ্ঞাশূন্যতা নিবন্ধন ক্রমশঃ অধিকতর কাতর দর্শনে, শোকাতুরা কৌশল্যাদেবী, প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিলেন। রাম-বনবাসের পর ষষ্ঠ দিবসে, অন্ধ তাপস-দম্পতির অভিশাপ স্মৃতি-পথারূঢ় হওয়াতে, শয্যাগত অযো-ধ্যাধিপতি, তদ্‌বৃত্তান্ত মহিষী কৌশল্যার বিদিত, এবং অর্দ্ধ-রাত্রি সময়ে সমস্ত অযোধ্যাপুরী দ্বিগুণিত শোকে সমাচ্ছন্ন করিয়া, নিদারুণ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

দশরথের মৃত্যু।

মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনয়ন পরামর্শ।

রাজা দশরথ গতাসু হইলে, (১) মার্কণ্ডেয়, গোতম, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি মুনিগণ ও অমাত্য সমূহ, রোরুদ্যমানা মহিষীবর্গ এবং পৌরজনকে অপসারিত করিয়া, পুত্রগণের অনুপস্থিতিতে মৃতের প্রেতকৃত্য অনুচিত বিবেচনায়, বিগত-প্রাণ রাজদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংরক্ষণ পূর্ব্বক ত্বরায় ভরত ও শত্রুঘ্নকে মাতুলালয় হইতে আনয়নোদ্দেশে, কেকয়রাজ অশ্বপতি সন্নিধানে দ্রুতগামি দূতগণ প্রেরণ করিলেন। অযোধ্যা হইতে শীঘ্র গমনে, পরদিবস প্রাতে বার্ত্তাবহগণ (২) গিরিব্রজ নগরস্থ কেকয়-রাজপুরে উপস্থিত হইয়া, বশিষ্ঠ প্রভৃতির পরামর্শক্রমে প্রকৃত সংবাদ গোপন করতঃ, পূর্ব্বরজনীতে দুঃস্বপ্ন-দর্শন-কাতর ভরত ও শত্রুঘ্নের ত্বরায় অযোধ্যাগমন প্রার্থনা করিলে, কেকয়াধিপতি দৌহিত্রদ্বয়কে অসন্দিগ্ধমনে, শীঘ্র দূতগণ সহ পিত্রালয় গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মাতুলালয় হইতে বহির্গত হইয়া দূতগণ সমভিব্যাহারে

---

(১) মার্কণ্ডেয়—ইনি অতি ক্ষীণায়ুঃ হইলেও সপ্তর্ষিগণের আশীর্ব্বাদে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া ইনি পিতা মৃকণ্ডুর অনুমতি গ্রহণ করতঃ ব্রহ্মার উপাসনার নিমিত্ত পুষ্করতীর্থে গমন করেন। কোনও কোনও মতে এই স্থানেই রামচন্দ্রের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

(২) Identified with রাজগৃহ of the Buddhists. Walled as it were by 5 hills named বৈভার গিরি, বিপুল গিরি, রত্ন গিরি, শোণ গিরি and উদয় গিরি; and hence its name গিরিব্রজ। মহাভারতে জরাসন্ধের রাজধানিরূপে উল্লেখ দেখা যায়। There seem to have been two different cities of this name—one in the পাঞ্জাব, and the other in মগধ।

২
হিমালয়
কেকয় রাজ্য
সিমলা
আম্বালা
স্থানেশ্বর
সরস্বতী নদী
ব্রহ্মাবর্ত্ত
দৃশদ্বতী নদী
কুলিন্দা নদী
কুরুজাঙ্গল
হরিদ্বার
(মায়াপুরী)
শ্রীনগর
গঙ্গোত্রি
বদরিনাথ
হস্তিনাপুর
দিল্লী
(ইন্দ্রপ্রস্থ)
সুরসেনা
পাঞ্চাল
বৃন্দাবন
মথুরা
ভরতপুর
আগ্রা
ধোলপুর
কান্যকুব্জ
কালিন্দী নদী
যমুনা
ত্রেতাবতার-রামচন্দ্র।
শ্রীকৃষ্ণলাল দাস প্রণীত
47 Miles to an Inch
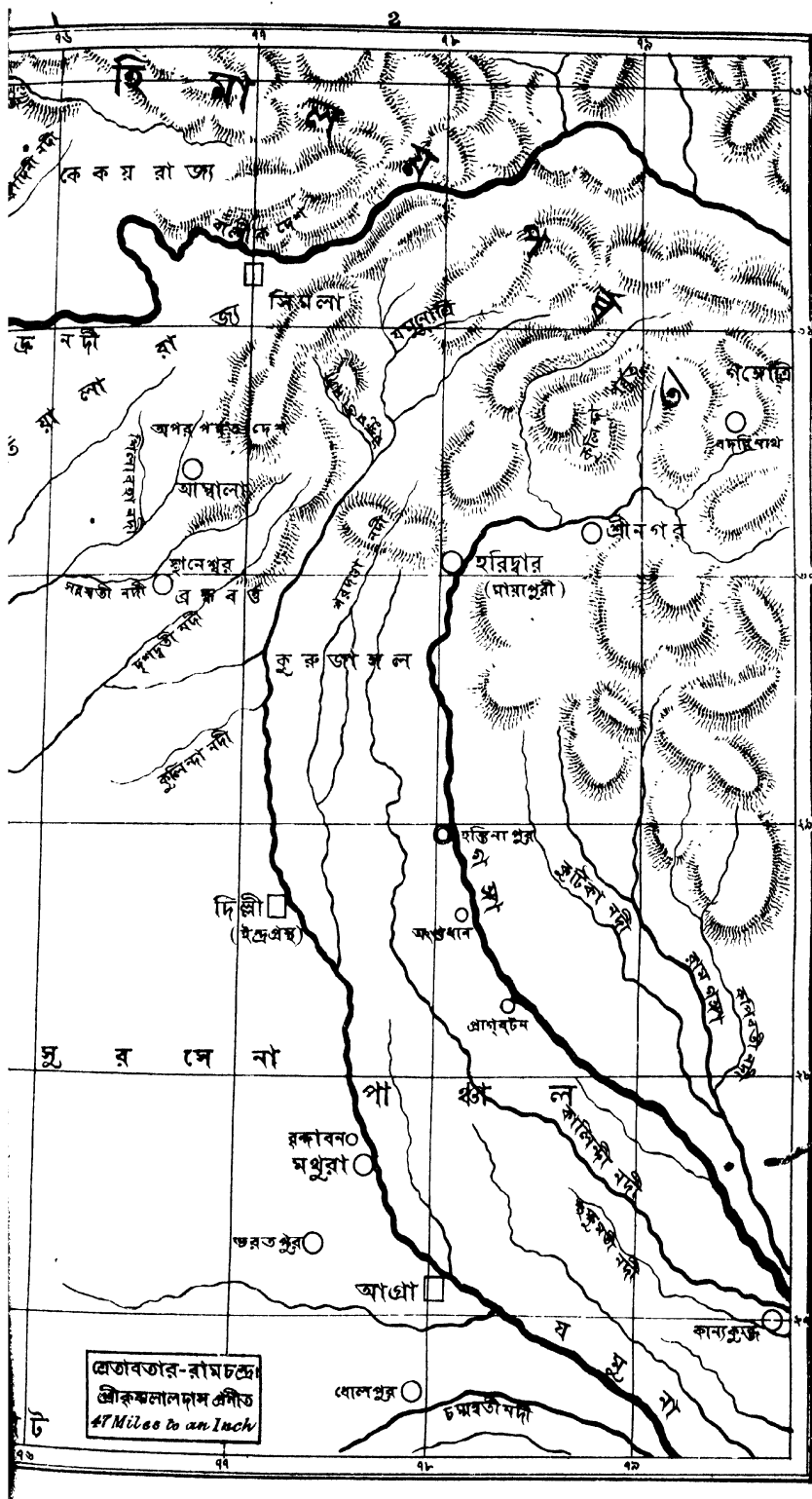
রহস্যানভিজ্ঞ ভ্রাতৃদ্বয়, (১) অষ্টম দিবসে অযোধ্যায় প্রবেশ পূর্ব্বক, পুরী শ্রীহীনা দর্শনে, ব্যথিত ও সন্দিগ্ধচিত্তে মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে, পিতৃসত্য পালনার্থ রাজপদ উপেক্ষা ও তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, চতুর্দশ বৎসরের জন্য রামের বন গমন, রাজা দশরথ কর্ত্তৃক ভরতের রাজ্যাভিষেকানুমতি, এবং অবশেষে রামবিরহে বৃদ্ধ রাজার পরলোকপ্রাপ্তি, ইত্যাদি ঘটনাসমূহ বর্ণন পূর্ব্বক, পুত্র দর্শনে আনন্দিতা কৈকেয়ী, স্বপত্নী পুত্র রামের অনুপস্থিতিতে, ভরতকে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে অনুমতি করিলেন।

ভরতের অযোধ্যায় আগমন।

মাতার দুরভিসন্ধিতে পিতার মৃত্যু, জ্যেষ্ঠের বনবাস, ইত্যাদি শোচনীয় বার্ত্তা সম্যক্ অবগত হইয়া, ধর্ম্মপরায়ণ ভরত, মাতা কৈকেয়ীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কৃতা, পরামর্শদাত্রী পরিচারিকা মন্থরাকে নিগৃহীতা, এবং বিমাতা রামজননী শোকার্ত্তা কৌশল্যাকে অশেষরূপে আশ্বস্তা করিয়া, অবিলম্বেই মহানুভাব রামচন্দ্রকে, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গমনাভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক, গুরু, পুরোহিত, সচিববর্গ এবং পৌরজনের পরামর্শানুসারে, স্বর্গীয় পিতার যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানান্তর মাতৃগণ, অনুজ শত্রুঘ্ন এবং অপরাপর বহুজন ও সৈন্য সমভিব্যাহারে

অগ্রজান্বেষণে ভরতের গমন।

(১) অযোধ্যার দূতগণ সহজ পথে ত্বরিত গমন করিয়াছিল। ভরতের অন্য পথ অবলম্বন জন্য স্বদেশাগমনে বিলম্ব হইয়াছিল।

তপস্বিবেশে, রামচন্দ্রের উদ্দেশ লাভ বাসনায়, সুমন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিলেন।

ক্রমে স্বগণ পরিবৃত ভরত, বহুসংখ্যক নাগরিক ও সৈন্য সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলে, তৎপ্রদেশস্থ নিষাদ-রাজ, সখা রামচন্দ্রকে বনবাস হইতে নিবৃত্ত করিবার অভি-প্রায়ে তাঁহাদিগের আগমন পরিজ্ঞাত হইয়া, অতিথি সৎকার মানসে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বনগমন সময়ে গুহরাজের সহিত রামচন্দ্রের সেই স্থানে অবস্থিতি বিষয়ক কথোপকথনে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক, পরদিবস ভরত, মিত্র গুহের সাহায্যে নৌকাযোগে নদী পার হইয়া, রথারোহণে কিয়দ্দূর গমন করতঃ, পুণ্যতীর্থ প্রয়াগস্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইলেন।

ভরতের প্রয়াগে উপস্থিতি।

আশ্রমের অনতিদূরে সৈন্যাদি সংরক্ষণপূর্ব্বক ভরত, মুনি সমীপে উপস্থিত হইয়া, যথোচিত বন্দনানন্তর স্বীয় আগমন-হেতু নিবেদন করিলে, মহর্ষি ভরদ্বাজ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করতঃ, তাঁহাকে সেই দিবস তথায় অতিবাহিত করিতে অনুরোধ করিলেন। মহর্ষির তপোবলে ক্ষণমাত্রে সেই স্থানে সুরম্য হর্ম্ম্য শ্রেণী এবং বিবিধ প্রকার উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যাদি আহৃত হইয়া, ভরত এবং তদীয় সমভিব্যাহারী অনুচরগণ কর্ত্তৃক সপরিতোষে ব্যবহৃত হইল। পরদিবস মুনিবর বহু-বিধ উপদেশ প্রদান ও মহিষী কৈকেয়ীর উপস্থিত দুর্ম্মতি পরিণামে অতীব মঙ্গলকরী হইবে, এইরূপ আশ্বাস বচনে

চিত্রকূট উদ্দেশে ভরতের গমন।

ভরতের সন্তোষ সাধন এবং অবশেষে তদীয় পরামর্শানুসারে রামচন্দ্রের চিত্রকূট পর্ব্বতোদ্দেশে গমন বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক, হর্ষিতচিত্তে অনুচরবৃন্দ সহিত ভরতকে বিদায় করিলেন।

ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে গমন করতঃ মনোহর চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া, পর্ব্বতবাসী মুনিগণের আশ্রম বিঘ্ন ভয়ে, অপরাপর সঙ্গিসমূহ এবং সৈন্যাদি দূরে সন্নিবেশপূর্ব্বক, অল্প-সংখ্যক আত্মীয় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, ভরত ইতস্ততঃ রাম-চন্দ্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর এক বৃহৎ বৃক্ষে উত্থিত হইয়া, অনতিদূরে মানবাবস্থান-চিহ্নস্বরূপ ধূমোদ্গম দর্শনে, সেই প্রদেশেই রামচন্দ্রের (১) অবস্থান সম্ভব বিবেচনায়, তদুদ্দেশে গমন আরম্ভ করিলেন।

চিত্রকূটে ভরতের রাম অন্বেষণ।

(১) মতান্তরে, চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ রামচন্দ্রের আবাস স্থান, তত্রত্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক ভরতকে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

অনিষ্টা-শঙ্কী লক্ষ্মণের প্রতি রামের প্রবোধ বাক্য।

এদিকে পর্ব্বতস্থ নির্জন রমনীয় বনমধ্যে, ভ্রাতা এবং দয়িতাসহ পর্ণকুটীরবাসী (১) সন্তুষ্টচেতাঃ রামচন্দ্র, হঠাৎ অদূরে বহুলোক সমাগম জনিত অস্পষ্ট কোলাহল শ্রবণে, লক্ষ্মণকে কারণ নির্দ্দেশের জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। রামাদেশে এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণান্তর, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া, পর্ব্বত প্রদেশে অগণ্য সৈন্য অবলোকন পূর্ব্বক, লক্ষ্মণ, মৃগয়া ব্যসনাসক্ত কোন পরাক্রান্ত নরপতির, অথবা সম্ভবতঃ, উৎপীড়ন মানসে অনুসরণকারী দুর্মতি কৈকেয়ী-পুত্রের আগমন বিবেচনায়, রোষে এবং ক্ষোভে অধীরভাবে দৃষ্ট বিষয় অগ্রজের বিদিত করিলেন। ধর্ম-পরায়ণ অনুজ ভরত হইতে অনিষ্টাশঙ্কা অসম্ভব বোধে, মহানুভাব রামচন্দ্র, অশেষবিধ উপদেশ বাক্যে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদনে তৎপর হইলেন।

ভ্রাতৃদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন সময়ে, সহসা তাপসবেশী ভরত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, (২) ভক্তিপূর্ব্বক

(১) তান্ত্রিকদিগের মতে রাম চিত্রকূটে সপ্তরাত্রি 'মহারাস' করিয়াছিলেন।

(২) মতান্তরে,

"বিলোকয়ন্তং জনকাত্মজাং শুভাং সৌমিত্রিণা সেবিত পাদপঙ্কজম্।
তদাভিদুদ্রাব রঘূত্তমং শুচা হর্ষাচ্চ তৎপাদযুগং ত্বরাগ্রহীৎ ॥"

রামচন্দ্রের চরণ বন্দনা ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারা উভয়ে কৈকয়ী-পুত্রের তাদৃশ ভাব দর্শনে, যুগপৎ আনন্দে এবং শোকে অভিভূত হইলেন। অতঃপর কৌশল্যা, সুমিত্রা প্রভৃতি মহিষীগণ, ভ্রাতা শত্রুঘ্ন, অন্যান্য পৌরজন, সুমন্ত্র প্রভৃতি অমাত্যবর্গ, এবং বশিষ্ঠ (১) জাবালি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সমূহ, তথায় উপস্থিত হইয়া, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীকে স্ব স্ব অভিমতানুসারে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ভরত প্রমুখাৎ পিতার পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও জানকী, যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া, দেশ, কাল এবং অবস্থামতে প্রেতক্রিয়াদি সমাপন করিলে, অযোধ্যায় প্রতিগমন নিমিত্ত, সকলেই তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ভরতের অগ্রজসহ সাক্ষাৎকার।

সুপণ্ডিত বিচক্ষণ রামচন্দ্র, বিনীতবচনে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণাদি দ্বারা, পিতৃসত্য পালনরূপ বনবাস অবশ্য কর্ত্তব্য প্রতিপাদন, এবং তদর্থে মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয় প্রভৃতির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, স্বর্গীয় পিতার অভিমতক্রমে, কনিষ্ঠ ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন (২)। দৃঢ়ব্রত রামচন্দ্রকে প্রতিজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ করিতে অসমর্থ হইয়া, নীতিজ্ঞ ভরত, সমাগত নারদ প্রভৃতি

ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন।

(১) জাবালি—কশ্যপবংশীয়। দশরথ-গুরু। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শ্রোতা।

(২) মতান্তরে, অযোধ্যা প্রতিগমনে রামচন্দ্র অসম্মত হইলে, প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প ভরতকে প্রায়োপবেশনকারী দর্শনে, রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে বশিষ্ঠ ঋষি,

ঋষিগণ বাক্যে অগত্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার (১) পাদুকাদ্বয় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বয়ং ফল-মূলাহারী তপস্বীর বেশে, বনবাসের চতুর্দশ বৎসর রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে সম্মতি প্রকাশপূর্ব্বক, ভক্তিভাবে রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় মস্তকে বন্ধন করতঃ, হতাশ এবং রোদন-পরায়ণ সমভিব্যাহারিগণ সহ, অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নন্দি-গ্রামে তাপস বেশী ভরতের অবস্থান।

পথে প্রয়াগতীর্থে মুনিবর ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, গঙ্গাতীরস্থ শৃঙ্গবের পুরে, সমভিব্যাহারী মহাভাগ নিষাদ-রাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক, যথাসময়ে ভরত ও তদনুবর্ত্তিগণ অযোধ্যাপুরে উপনীত হইল। শ্রীভ্রষ্ট পুরীমধ্যে বাস অতীব কষ্টকর এবং অসহ্য বিবেচনায়, ভরত নিকটস্থ নন্দিগ্রাম নামক স্থানে গমনপূর্ব্বক, তথায় প্রতিজ্ঞানুরূপ রামচন্দ্রের পাদুকাযুগল সিংহাসনাধিষ্ঠিত এবং যথানিয়মে তদুপরি ছত্রদণ্ড ধৃত করিয়া, স্বয়ং ব্রতাচারী বনবাসীর বেশে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনে নিযুক্ত হইলেন।

রাবণ বধার্থে রামচন্দ্রের বনবাস প্রভৃতি গুহ্য বৃত্তান্তসমূহ, গোপনে ভরতের বিদিত করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করেন। ক্ষমাপ্রার্থিনী কৈকেয়ী, মহাত্মা রামের মুখে, নিজ কৃত অসদ্ব্যবহার, দুষ্টা সরস্বতীর আবির্ভাব বশতঃ ঘটিয়াছিল, ইহা শ্রবণে আশ্বস্তা হয়েন।

(1) "Rama's shoes are here regarded as the emblems of royalty or possession. We may compare the Hebrew "Over Edom will I cast forth my shoe." A curiously similar passage occurs in Lyschander's chronicon Greenlandiæ."

রাম-চন্দ্রের চিত্রকূট পরিত্যাগ।

ভরত প্রস্থিত হইলে, চিত্রকূট পর্ব্বতস্থ আশ্রমবাসী (১) কুলপতি ঋষি, দণ্ডকারণ্যস্থ খর প্রভৃতি রাক্ষসগণের উপদ্রবে পীড়িত হইয়া, অন্যত্র প্রস্থান সময়ে, রামচন্দ্রকে শীঘ্র তথা হইতে (২) স্থানান্তর গমনে পরামর্শ প্রদান করিলেন। মুনি-বরের উপদেশক্রমে, বিশেষতঃ ভরতের আগমন-জনিত পূর্ব্ব-স্মৃতির উদ্দীপনায়, রামচন্দ্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া, (৩) অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় রামচন্দ্র, মহর্ষি অত্রি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত এবং জানকী, মহাতেজস্বিনী অত্রিপত্নী (৪) অনসূয়ার নিকট সম্মানিতা এবং অম্লান মাল্যাভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া, সকলে সেই স্থানে এক রাত্রি যাপনপূর্ব্বক, নরমাংস ভোজী, যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন নিমিত্ত, মহর্ষি-নির্দিষ্ট দণ্ডকারণ্য পথে প্রয়াণ করিলেন।

---

(১) কুলপতি—"মুনীনং দশসহস্রং যোঽন্নদানাদি পোষণাৎ।
অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষি রসৌ কুলপতি স্মৃতঃ॥"

(২) মতান্তরে, সন্দর্শনাভিলাষি অযোধ্যাবাসিগণের প্রতিদিন সমাগম নিবন্ধন, আশ্রম-বিঘ্ন ভয়ে রামচন্দ্র চিত্রকূট পরিত্যাগ করেন।

রামচন্দ্র চিত্রকূটে আগমন সময়ে বাল্মীকি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হয়েন; কিন্তু তাঁহার তৎপ্রদেশ পরিত্যাগ কালে, মহর্ষির দর্শনাভাব দৃষ্ট হয়।

(৩) অত্রিমুনি—ব্রহ্মার নেত্র হইতে উৎপন্ন। মনু সৃষ্ট একতম প্রজা-পতি। সপ্তর্ষি মধ্যে ঋষি বিশেষ।

মতান্তরে পঞ্চজাতি ঋষিরূপে উল্লিখিত। দত্ত, দুর্ব্বাসা ও চন্দ্রের পিতা। বহু বেদমন্ত্র প্রচারক।

(৪) কর্দ্দম প্রজাপতির কন্যা। কপিল মুনির ভগিনী।

অরণ্যকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

রাম-চন্দ্রের দণ্ডকারণ্য প্রবেশ।

শ্বাপদসঙ্কুল দণ্ডক মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে গমন করতঃ, রামচন্দ্র, অনুজ ও জায়া সমভিব্যাহারে তেজস্বী মুনিগণ-সেবিত এক আশ্রমে উপনীত এবং সৎকৃত হইয়া, তাঁহাদিগের নির্দেশক্রমে, যজ্ঞ বিঘ্নকারী রাক্ষস সমূহের বধার্থে, গভীরতর কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বিরাধ রাক্ষসসহ যুদ্ধ।

পথিমধ্যে, কতিপয়-নিহত-সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-বহনকারী (১) বিরাধ নামে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস, ভীতা জানকীকে হঠাৎ আক্রমণ করিলে, রামচন্দ্রের প্রচণ্ড বাণাঘাতে নিবারিত দুরন্ত নিশাচর, সীতাদেবীকে পরিত্যাগ করতঃ, রাম ও লক্ষ্মণকে ধৃত ও স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া, দ্রুতবেগে গমনোদ্যত হইল।

(১) বিরাধ—মতান্তরে, বিদ্যাধর কুলজাত। অকারণে মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে রাক্ষসদেহ প্রাপ্ত বিরাধ, প্রথমতঃ আক্রমণকালে ছিন্ন হস্ত ও ছিন্ন পদ হইয়া, ভক্ষণ মানসে সরীসৃপ প্রায় আগত হইলে, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক কর্ত্তিত মুণ্ড হইয়া মুক্তিলাভ করে।

লক্ষ্মণের পরামর্শে তীক্ষ্ণ-খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হস্ত রাক্ষস, প্রহারকারী রামচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্তি মাত্র, বহু অনুনয় সহকারে, পূর্ব্বজন্মে নিজের গন্ধর্ব্বকুলে তুম্বুরু নামে উদ্ভব, অপ্সরা রম্ভার প্রতি আসক্তি, স্বকার্য্যসাধনে শিথিলতা হেতু কুবের-শাপে রাক্ষসরূপে জন্ম এবং অবশেষে রামচন্দ্র হস্তে শাপমুক্তির উপায়, ইত্যাদি বর্ণন করিয়া, স্বীয় দেহভূগর্ভে প্রোথিত করতঃ উদ্ধার সাধন করিতে, তাঁহাকে অনুরোধ করিল।

শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম।

মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত রাক্ষস, সুন্দর গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ-পূর্ব্বক, শাপমোচনকারী রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া, যোজনার্দ্ধ দূরে মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে ত্বরায় গমন করিতে উপদেশ দানকরতঃ শূন্যমার্গে প্রস্থান করিল। রাম, তুম্বুরু-নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া, যথাসময়ে শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎকালে মহর্ষিকে, দিবাকর সদৃশ তেজঃপুঞ্জ, বহুসংখ্যক দেবগণে পরিবৃত ও বিচিত্র বিমানারোহণে শূন্যে অবস্থিত দেবরাজ বাসব-সহ কথোপকথনে ব্যাপৃত দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

অতঃপর দেবরাজ বিদায় লইলে মহর্ষি শরভঙ্গ, আবাস-স্থানান্বেষণ-পরায়ণ মহাত্মা রামচন্দ্রকে যথাবিধি সম্মান সহকারে অভ্যর্থনাদি করিলেন; (১) এবং অনতিদূরস্থ মহাতেজাঃ

(১) কথিত আছে, মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে, ঐন্দ্রিক নামক বায়স, নখ দ্বারা সীতার স্তন ক্ষত করিলে, লক্ষ্মণ তাহার এক চক্ষু বিনষ্ট করেন। মতান্তরে, জয়ন্তনামক ইন্দ্রপুত্র বায়স, চিত্রকূটবাস কালে, জানকীর পদাঙ্গুষ্ঠ ক্ষত করিবার নিমিত্ত, ঐরূপে দণ্ডিত হয়।

স্তীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গমন করিতে আদেশ করিয়া, স্বয়ং সত্বর হোমাগ্নি মধ্যে দেহত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন। রামচন্দ্র অপরাপর মুনিগণের নিকট সংপূজিত হইয়া, স্বর্গগত শরভঙ্গের আদেশক্রমে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে গমন করতঃ, তথায় তাঁহার অভিমতানুযায়ী নিকটস্থ তপোধনদিগকে দর্শন করিতে করিতে, বনবাসের দশ বৎসর কাল পরমসুখে অতিবাহিত করিয়া, মহামুনি (১) অগস্ত্যের সাক্ষাৎকার বাসনায় তদুদ্দেশে (২) যাত্রা করিলেন।

রাম-চন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ মুনি প্রভৃতির আশ্রমে অবস্থান।

পথি মধ্যে (৩) অগস্ত্য-ভ্রাতার আশ্রম-সন্নিহিত হইয়া, (৪) ইল্বল মহাসুর কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে জনস্থানবাসী ব্রাহ্মণদিগের শ্রাদ্ধ-ব্যপদেশে নিমন্ত্রণ, তৎকর্ত্তৃক মেষরূপী ভ্রাতা বাতাপি অসুরকে ভোজ্যরূপে প্রদান, ভ্রাতৃ-আদেশে ব্রাহ্মণদিগের উদর দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রাণবধ করতঃ তাহার নির্গমন-রূপ

ইল্বল ও বাতাপি সম্বাদ।

(১) সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় লইয়া, অসুরগণ ঘোর অত্যাচার প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজের সমুদ্র-শোষণাদেশ লঙ্ঘন জন্য, অগ্নি ও বায়ু ভূলোকে জন্মগ্রহণরূপ অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে অপ্সরা উর্ব্বশীর প্রতি আসক্ত মিত্র ও বরুণের ঔরসে, কুম্ভ মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহারাই বশিষ্ঠ (See note 1 in page 40) ও অগস্ত্য (কুম্ভযোনি) নামে খ্যাত হয়েন। অগস্ত্যের সাগর-শোষণ, বিন্ধ্যমর্দন প্রভৃতি বৃত্তান্ত সুবিদিত। অধুনা ইনি আকাশে নক্ষত্ররূপে বিরাজমান।

অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণ।

(২) মতান্তরে, সুতীক্ষ্ণ ঋষিও গুরু অগস্ত্য দর্শন মানসে রামচন্দ্রের সহিত গমন করিয়াছিলেন।

(৩) অগস্ত্য-ভ্রাতা—ইধ্মবাহ নামে ঋষি।

(৪) ইল্বল ও বাতাপি, রাহুর পুত্রদ্বয়। কেহ কেহ ইল্বলের বাসস্থান আধুনিক Caves of Ellora নির্দ্দেশ করেন।

অত্যাচার; অগস্ত্যঋষির ব্রাহ্মণবেশে মেষাকারধারী বাতাপিকে ভক্ষণানন্তর ব্রহ্মতেজে জীর্ণকরণ, এবং পুনরায় ঋষিতেজে দুরাত্মা ইল্বলের ভস্মরূপে পরিণতি, এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ পূর্ব্বক দাশরথিদ্বয় চমৎকৃত হইলেন।

ক্রমে অগস্ত্য ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, মহাতেজাঃ মুনিবরের সাক্ষাৎলাভে, রামচন্দ্র অপরিসীম আনন্দসহকারে ভক্তিভাবে বন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক, মহর্ষিকে বনবাসের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলেন। রাম বাক্যে মহর্ষি প্রীত হইয়া, বাসবপ্রদত্ত (১) বজ্র-মণি-শোভিত সুমহৎ বৈষ্ণব-ধনুঃ, ব্রহ্মদত্ত নামে অমোঘ শর, এবং কাঞ্চন-ভূষিত ভয়ঙ্কর অসি, রামচন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত দ্বিযোজন দক্ষিণে, গোদাবরী নদী নিকটস্থ (২) পঞ্চবটী নামক রমণীয় পার্ব্বত্য প্রদেশে, তাঁহাকে অবস্থিতি করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

রাম-চন্দ্রের অগস্ত্য মুনি সন্দর্শন।

(১) বজ্রমণি—হীরক। নবপ্রকার মণি :—

"বজ্রমাণিক্য বৈদূর্য্যং মুক্তা গোমেদ বিক্রমম্।
মরকতং পুষ্পরাগঞ্চ নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥"

বজ্র—হীরক, Diamond শুক্রগ্রহ; মাণিক্য—চুণী, Ruby, পদ্মরাগমণি, রবিগ্রহ; বৈদূর্য্য—লশুনিয়া, Cat's eye, কেতুগ্রহ; মুক্তা—Parl, সোমগ্রহ; গোমেদ—পীতবর্ণ মণি, Zircon, রাহুগ্রহ; বিক্রম—প্রবাল, Coral, মঙ্গলগ্রহ; মরকত—পান্না, Emerald, বুধগ্রহ; পুষ্পরাগ—পুখ্‌রাজ, Topaz, বৃহস্পতিগ্রহ; নীলম্—ইন্দ্রনীল, নীলকান্তমণি, Sapphire, শনিগ্রহ।

নব প্রকার মণি।

(২) গৌতমীর উত্তর তীরে নাসিক নগরে বর্ত্তমান পঞ্চবটী মন্দির। এখন কেবল পঞ্চসংখ্যক বটবৃক্ষ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাম-চন্দ্রের পঞ্চবটি গমন ও জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ।

মহর্ষি অগস্ত্যের বাক্যানুসারে পঞ্চবটী অভিমুখে গমন কালে, বনমধ্যে রামচন্দ্র এক বৃহৎকায় পক্ষী অবলোকন করিয়া, তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলে, তত্ত্বজ্ঞ বিহঙ্গরাজ আপনাকে গরুড়-পৌত্র জটায়ুঃ, এবং স্বর্গীয় দশরথরাজের (১) মিত্ররূপে পরিচিত করিলেন। পিতৃসখ-জ্ঞানে রামচন্দ্র, মহাবল জটায়ুকে বন্দনা পূর্ব্বক, আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন, এবং সম্প্রতি পঞ্চবটীতে অবস্থান-মানস জ্ঞাপন করিলে, সহৃদয় বিহঙ্গরাজ প্রফুল্লচিত্তে বধূ জানকীর রক্ষণাবেক্ষণ ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাদিগের সহিত পঞ্চবটী গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহারা অগস্ত্য-নির্দিষ্ট স্থানে (২) উপস্থিত, এবং তত্রত্য নির্জন স্বভাব-

(১) দশরথ রাজ্যাভিষিক্ত হইলে, অযোধ্যা রাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন, শনিগ্রহের সহিত যুদ্ধে, রথভ্রষ্ট হইয়া শূন্য হইতে পতনকালে, পক্ষিরাজ জটায়ু কর্ত্তৃক বিস্তৃত পক্ষে অবস্থান ও সম্বিত লাভের জন্য, উভয়ের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। পরিশেষে রাজা দশরথ, গ্রহরাজ এবং দেবরাজের সন্তুষ্টিসাধন করতঃ, অনাবৃষ্টি নিবারণে সমর্থ হয়েন।

(২) "Rama spent more than 13 years of his exile in wandering amongst the different Brahminical settlements, which appear to have been scattered over the country between the Ganges and the Godaveri; his wanderings extending from the hill of Chitrakuta in Bundelkund to the modern town of Nasik...."

সৌন্দর্য্যে সাতিশয় প্রীত হইয়া, হৃষ্টচেতাঃ ভ্রাতৃ-আজ্ঞাকারী বিচক্ষণ লক্ষ্মণের নির্মিত পর্ণকুটীরে, চিত্রকূটবাস-কালীন নিয়মানুসারে পরমসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা নিশাচর-রাজ রাবণ-ভগিনী (১) জনস্থান বাসিনী (২) শূর্পণখা, ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ণকুটীর সমীপে উপস্থিতা হয়, এবং রামচন্দ্রের রূপে মোহিতা হইয়া, আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, নির্লজ্জভাবে তাঁহাকে স্বামিত্বে বরণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করে। পরিহাসচ্ছলে রাম, পার্শ্বস্থ সীতাদেবীকে প্রদর্শন পূর্ব্বক, আপনাকে কৃতদার বলিয়া কুটীরদ্বারস্থ অনুজ লক্ষ্মণকে নির্দেশ করিলে, বিমোহিতা রাক্ষসী তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক, স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। অগ্রজ বিদ্যমানে অনুজের বিবাহ অকর্ত্তব্য প্রতিপন্ন করিয়া, লক্ষ্মণ তাহাকে রামসদনে প্রেরণ করিলে, পুনরায় রাম কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা

রাম-কুটীরে শূর্পণখার উপস্থিতি।

(১) "জনস্থান was a tract which forms a part of Central Bombay Division including Nasik (wherein was পঞ্চবটী), Poona, Satara and Concan, and also Aurungabad * ** The earliest settlements were probably made here. Hence its name জনস্থান as distinguished from the wilds of দণ্ডক।"

(২) পূর্ব্বকালে কোন নৃপতি কর্ত্তৃক স্বীয় দুহিতার বিবাহ উদ্দেশে আনীত পাত্র, প্রত্যাখ্যাত হইয়া, নৃপতনয়াকে কামচারিণী রাক্ষসিরূপে জন্মগ্রহণাভিশাপ করাতে শূর্পণখার উদ্ভব। নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির ইচ্ছাবশতঃ, নারদ-পরামর্শে বহু তপস্যার ফলে, সেই কন্যা দ্বাপর যুগে কুব্জারূপে জন্মগ্রহণ করেন।

শূর্পণখার পূর্ব্ব পর বিবরণ।

হইয়া ক্রুদ্ধা রাক্ষসী, অভীষ্টসিদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপা সীতা জানকীকে আক্রমণ মানসে ধাবমানা হইল।

শূর্পণখার নাসা-কর্ণচ্ছেদ।

নিশাচরীর এবম্প্রকার ব্যবহার দর্শনে কুপিত লক্ষ্মণ, তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা তাহার (১) নাসা-কর্ণচ্ছেদন পূর্ব্বক দূরীভূতা করিলে, শূর্পণখা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল; এবং রক্ষণকারী খর নামক ভ্রাতার সমীপে গমনপূর্ব্বক, সঙ্গিনী যুবতীর প্রীতি সম্পাদনার্থ ধনুর্ধারি তপস্বি-বেশি পুরুষদ্বয়ের হস্তে তাহার নিগ্রহ কীর্ত্তন করিয়া কাতরস্বরে রোদন-পরায়ণা হইল। নিরপরাধা ভগিনীর প্রতি তাদৃশ নৃশংস ব্যবহারের প্রতিহিংসা মানসে, তাহাকে আশ্বস্তা করিয়া কুপিত খর, বলবান্ চতুর্দশ সংখ্যক রাক্ষসকে তৎক্ষণাৎ তৎসমভিব্যাহারে বৈরসাধন জন্য প্রেরণ করিল।

চতুর্দশ রাক্ষস বধ।

বিকৃতাকারা শূর্পণখার সহিত ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণের দ্রুতবেগে আগমন দর্শনে, তাহাদিগের অভিপ্রায় অনুধাবনপূর্ব্বক জানকী-রক্ষণ-ভার লক্ষ্মণ হস্তে ন্যস্ত করতঃ নির্ভীকচিত্ত রাম সত্বর কুটীরমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন। ক্রোধান্ধ রাক্ষসীর নির্দেশক্রমে, চতুর্দশ বলবান্ রাক্ষস একেবারে বহুবিধ প্রহরণ হস্তে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিলে, স্থিরবুদ্ধি রণকুশল রাঘব ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদিগের অস্ত্রসমূহ ব্যর্থ করিয়া, একে একে

(১) যে স্থানে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক শূর্পণখার নাসাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে সেই স্থান 'নাসিক' নামে অভিহিত।

শত্রুগণকে অবলীলাক্রমে শমনসদনে প্রেরণপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন।

রোদনপরায়ণা শূর্পণখার প্রমুখাৎ একাকী রামের হস্তে চতুর্দশ অনুচরের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে, কোপজ্বলিত খর, সত্বর সেনাপতি দূষণ, মহাবল ত্রিশিরাঃ, প্রভৃতি সেনানী ও চতুর্দশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভগিনী-নির্দিষ্ট পথে ধাবিত হইয়া অনতিবিলম্বে কুটীর সমীপে উপস্থিত হইল। এতদ্দর্শনে, ত্বরায় নিকটস্থ এক গুহামধ্যে সীতার সহিত লক্ষ্মণকে অবস্থাপন করিয়া রাম অকুতোভয়ে ধনুর্বাণ হস্তে একাকী তাহাদিগের সন্মুখীন হইলে, রাক্ষসসৈন্য তৎপ্রতি অসংখ্য অস্ত্রবর্ষণ আরম্ভ করিল।

রাম সহিত খর প্রভৃতির যুদ্ধ।

বিচিত্র শিক্ষাগুণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অল্প সময় মধ্যে সমগ্র রাক্ষস প্রহরণ বিফলীকৃত, বহুসৈন্য নিপাতিত ও অমোঘ দিব্যাস্ত্র দ্বারা দুর্ধর্ষ দূষণ, মহাকপাল প্রভৃতি সেনানীবর্গ এবং অবশেষে সেনাপতি ত্রিশিরাঃ নিহত হইলে, তদ্দর্শনে মহাবল খর স্বয়ং যুদ্ধমানসে রামসম্মুখে উপস্থিত হইল। অপরিমিত শক্তিশালী বিক্ষত-দেহ খরের সহিত বহুক্ষণ তুমুল সংগ্রামে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত সামান্য পশ্চাৎ-পদ হইতে বাধ্য হইয়া, অবশেষে ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ অব্যর্থ মহাস্ত্রাঘাতে, ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূপাতিত ও হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে দূরীভূত করিয়া, অশ্রান্ত অতুলবিক্রম রাম হর্ষিতান্তঃকরণে শীঘ্র সান্ত্বনাদায়ী ভ্রাতা ও ভয়চকিতা জায়ার সহিত মিলিত হইলেন।

সসৈন্যে খরের নিধন।

অকম্পন কর্ত্তৃক রাবণকে খর প্রভৃতির নিধন বার্ত্তা প্রদান।

হতাবশিষ্ট সৈন্য মধ্যে অকম্পন নামে রাক্ষস, দ্রুতগতিতে সমুদ্রপারস্থিত রাক্ষস-রাজধানী লঙ্কাপুরে গমনপূর্ব্বক নিশাচরনাথ রাবণ সন্নিধানে, অযোধ্যাপতি মৃত দশরথ-রাজপুত্র, ভ্রাতা ও বণিতাসহ বনবাসী রামচন্দ্রের হস্তে, জনস্থানবাসী খরদূষণ প্রভৃতির নিধন সংবাদ প্রকটন করিল; এবং ধনুর্ধারী রামচন্দ্র যুদ্ধে অনিবার্য্য জ্ঞাপন করিয়া, ক্রুদ্ধ ক্রূরকর্মা রাক্ষসপতিকে ছলনা বিস্তারপূর্ব্বক অলৌকিক সুন্দরী রামভার্য্যা হরণ দ্বারা প্রতিহিংসা সাধনে উত্তেজিত করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

অকম্পনের পরামর্শে সন্তুষ্ট ও সম্মত হইয়া দুর্মতি রাবণ-রাজ অনতিবিলম্বে রথারোহণে সমুদ্র পারে, রাক্ষসী তাড়কার পুত্র তপস্বিবেশী মায়াবী মারীচের নিকট গমন করিল ও তথায় স্বীয় অভীষ্ট ব্যক্ত করিয়া, রামভার্য্যা হরণ সম্বন্ধে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। তচ্ছ্রবণে ভীত মারীচ, পূর্ব্বকালে (১) দণ্ডকারণ্যে বিশ্বামিত্র মুনির সহিত আগত বালক রামচন্দ্রের নিকট তাহার নিগ্রহ বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্ব্বক, সুপ্তসিংহরূপ রামচন্দ্রকে জাগরিত করিয়া অনর্থোৎপাদনে নিষেধ করতঃ, দশাননকে সীতাহরণরূপ দুরভিসন্ধি হইতে নিবর্ত্তিত করিল।

রাম-ভার্য্যা হরণেচ্ছুক রাবণকে মারীচের সান্ত্বনাবাদ।

ভ্রাতা লঙ্কেশ্বরের বৈরসাধনে ঔদাস্য দর্শনে, অনর্থের হেতুস্বরূপা শূর্পণখা, শীঘ্র তন্নিকটে গমন ও পরুষবচনে বিবিধ প্রকারে ভৎ‍র্সনা পূর্ব্বক, বনবাসী রামচন্দ্রের বর্ণনাতীত রূপবতী ভার্য্যা সীতাকে, ভ্রাতার নিমিত্ত আনয়নে উদ্‌যোগিনী হওয়াতে, রামানুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাহার নাসাকর্ণচ্ছেদ, এবং অবশেষে রামহস্তে নিরপরাধ খর দূষণ প্রমুখ চতুর্দশ সহস্র

সীতা হরণে শূর্পণখার উত্তেজনা।

(১) দণ্ডকারণ্য এই সময়ে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে অর্দ্ধ-যোজন অন্তরে স্থিত বলিয়া বাল্মীকি কর্ত্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে।

সৈন্যের বিনাশে জনস্থানের রাক্ষসশূন্যতা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া রোদনে প্রবৃত্তা হইল। ভগিনীর তিরস্কারে ও কাতরোক্তিতে,—বিশেষতঃ তাহার দুরবস্থা দর্শনে,—রমণী-রত্ন লাভেচ্ছা ও বৈর-নির্যাতন মানস পুনরুদ্দীপিত হইলে, দুর্বৃত্ত দশানন ভগিনীকে আশ্বস্তা করিয়া, সত্বর, পুনরায় মারীচ সদনে গমন করিল।

মারীচের মায়া মৃগ রূপ ধারণ।

পুনরাগত রাবণকে সীতাহরণে স্থির-প্রতিজ্ঞ দর্শনে, বিহ্বল-চিত্ত তপস্যাচারী মারীচ, বহুবিধ অনুনয় পূর্ব্বক, বালক রাম কর্ত্তৃক তাহার কঠিন এবং সমুচিত শাস্তি-বৃত্তান্ত সবিশেষ পুনরপি বিবৃত করিয়া, রামচন্দ্রের বিরুদ্ধাচারী হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, ক্রুদ্ধ দশানন তাহার প্রাণ-সংহারে উদ্যত হইল। অবশেষে রামহস্তে মৃত্যু শ্রেয়স্কর বিবেচনায়, অগত্যা তাড়কা-পুত্র কুটিল রাবণের পরামর্শ ক্রমে, তৎসমভিব্যাহারে পঞ্চবটী গমন পূর্ব্বক, মায়াবলে মণিমুক্তা খচিত নয়নানন্দকর স্বর্ণ-মৃগবেশ ধারণ করতঃ, পর্ণকুটীর পার্শ্বস্থ উপবন মধ্যে, পুষ্পচয়ন-কারিণী জানকীর সমক্ষে বিচরণ-প্রবৃত্ত হইল।

রাম-চন্দ্রের মায়ামৃগানু-[illegible]ণ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব মৃগ দর্শনে বিস্মিতা ও স্ত্রীস্বভাব সুলভ মুগ্ধতা-বশতঃ তদ্‌গ্রহণেচ্ছু হইয়া, সীতাদেবী সত্বর স্বামী ও দেবরকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক, সেই মৃগটীকে ধরিবার জন্য অনুরোধ করিলে, তাদৃশ অস্বাভাবিক মৃগ রাক্ষসী-মায়া স্থির করিয়া, অনর্থোৎপত্তি সন্দেহে, বিচক্ষণ লক্ষ্মণ অগ্রজকে সতর্ক হইতে

পরামর্শ প্রদান করিলেন। জনকনন্দিনীর উৎসুক অথচ বিনীত নয়নে আগ্রহাতিশয্যের চিহ্ন দর্শনে, তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনার্থ বদ্ধ-পরিকর হইয়া, সীতাদেবীর রক্ষণভার অনুজ লক্ষ্মণ ও পিতৃবন্ধু জটায়ুর প্রতি অর্পণ পূর্ব্বক, নিঃসঙ্কোচে রাম ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগ অনুসরণে ধাবমান হইলেন।

মৃগরূপী মারীচ বধ।

ক্রমে কুটীর হইতে বহুদূর পশ্চাদ্ধাবনে, বিরক্তির সহিত সুবর্ণমৃগ জীবিতাবস্থায় ধৃত করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া, জানকীর উপবেশন জন্য কেবল তাহার বিচিত্র চর্ম্ম-গ্রহণ পূর্ব্বকই সত্বর কুটীরে প্রত্যাগমনেচ্ছায়, বজ্রতুল্য এক বাণাঘাতে, রামচন্দ্র উদ্দিষ্ট মৃগকে ভূপাতিত করিলেন। বিষম প্রহারে মারীচ মৃগরূপ ত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রকৃতরূপ ধারণ করিল, এবং পূর্ব্ব উপদেশ-ক্রমে তার-স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে লক্ষ্মণ ও সীতাকে আহ্বান করতঃ, রাম-চন্দ্রকে চকিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তিরস্কৃত লক্ষ্মণের রাম উদ্দেশে গমন।

সুদূরে তাদৃশ আর্ত্তস্বরে স্বীয় নামোল্লেখ শ্রবণে, কুটীরা-বস্থিতা জানকী, স্বামীর বিপদাশঙ্কায় ব্যগ্রভাবে দেবর লক্ষ্মণকে শীঘ্র তদীয় সাহায্যে গমনার্থে আদেশ করিলে, সীতাদেবীর ভয় অমূলক বিবেচনায়, তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া দূরগমনে অনিচ্ছাসত্ত্বেও, স্বামীর অমঙ্গলা-শঙ্কায় ক্রোধোদ্দীপ্তা সীতার নিষ্ঠুর ও গর্হিত (১) তিরস্কার-

(১) মতান্তরে,—গর্হিত তিরস্কারে ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ, অল্পবুদ্ধি সীতাকে, শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইবেন, বলিয়া অভিশপ্তা করিয়াছিলেন।

বাক্যে ব্যথিত হৃদয় রক্ষণশীল রামানুজ, তাঁহাকে সাবধানে থাকিতে বারম্বার অনুরোধ করিয়া, বিষণ্ণচিত্তে অগ্রজ উদ্দেশে গমন করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এবম্প্রকার কুটিল চাতুর্য্যে রাম ও লক্ষ্মণকে দূরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়া, লুক্কায়িত, ব্রাহ্মণবেশী, দুর্ম্মতি রাবণ, কুটীর মধ্যে একাকিনী, চিন্তামগ্না সীতার সমীপে আতিথ্য ব্যপদেশে উপস্থিত হইল। ব্রহ্মশাপ ভয়ে সীতা, যথারীতি তাহার অভ্যর্থনা করিলে, দুরাত্মা, জানকীর অনুপম রূপ-লাবণ্যের প্রশংসাবাদ, বনবাসী অনুপযুক্ত স্বামীর সহ হিংস্র-জন্তু পূর্ণ অরণ্যে ভ্রমণের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন, এবং অবশেষে লঙ্কেশ্বর স্বরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া, তাঁহাকে স্বীয় অনুগামিনী হইতে প্রার্থনা করিল। এবম্বিধ অসাধু বাক্যে পতিব্রতা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ক্রুদ্ধ রাবণ, বিলম্বে কার্য্যহানি বিবেচনায়, স্বীয় (১) প্রকৃতরূপে, বলপূর্ব্বক, ভয়-বিহ্বলা উচ্চৈঃস্বরে রোদন-পরায়না অসহায়া সীতাকে নিক-টস্থ রথে উত্তোলন করিয়া, দ্রুতবেগে প্রস্থিত হইল।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণ।

(১) "Here রাবণ is said to have revealed his ten heads * * * This may be explained as a trick or রাক্ষসীমায়া on his part, or that he tried to over-awe her into submission by putting on his *ten-headed crown*, to signify his sovereign power."

কুটীরের অনতিদূরস্থ বৃক্ষোপরি প্রসুপ্ত বিহঙ্গরাজ জটায়ুঃ, হঠাৎ সীতার ক্রন্দন-শব্দে জাগরিত হইয়া, তাঁহাকে দুষ্টমতি দশানন কর্ত্তৃক হ্রিয়মানা দর্শনে, সত্বর রথ-সম্মুখে গমন ও তাহার গতিরোধ করতঃ, বহু বৃথা অনুযোগের পর, বল-পূর্ব্বক সীতাদেবীকে মোচন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তেজস্বী জটায়ুকে বিঘ্নস্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, কুপিত রাবণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বলবান্ শত্রু কর্ত্তৃক ভগ্নরথ হইয়াও, অল্প সময় মধ্যেই অসীম ভুজ বলে, খড়্গ দ্বারা তাঁহাকে ছিন্ন-পক্ষ ও ভূপাতিত, এবং রোদনরতা সীতাকে (১) ক্রোড়গতা করিয়া, বায়ুবেগে শূন্যমার্গে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

রাবণ কর্ত্তৃক জটায়ুর পরাভব।

পক্ষিযুদ্ধে রথহীন রাবণের আকর্ষণে সীতাদেবীর অঙ্গস্থ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ইতস্ততঃ পতিত ও তাঁহার হরণ-মার্গের নিদর্শন স্বরূপ ভূতলে অবস্থিত রহিল; কিন্তু ভ্রুক্ষেপহীন কামোন্মত্ত দশানন, ক্রন্দনশীলা বিবর্ণা জানকীকে দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্ব্বক, অশেষবিধ আশ্বাস বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে, দ্বিগুণিত বেগে শূন্যপথে লঙ্কাভি-মুখে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে এক উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গে উপবিষ্ট পঞ্চসংখ্যক বিশালদেহ বানর, অনিমিষ-লোচনে

পর্ব্বতস্থ বানর-গণের প্রতি সীতার অঙ্গাভরণ নিক্ষেপ।

(১) মতান্তরে, রাবণ অপর রথে সীতাকে লইয়া প্রস্থান করে,—
"পপাত কিঞ্চিচ্ছেষেণ প্রাণেন ভুবি পক্ষিরাট্।
পুনরণ্য রথেনাশু সীতামাদায় রাবণঃ॥"

তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে ইহা লক্ষ্য করিয়া, রাবণের অগোচরে কাতরা সীতা তাহাদিগের প্রতি স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র ও অঙ্গাভরণ নিক্ষেপ করিলেন।

রাবণ কর্ত্তৃক অশোক বনে সীতা সংরক্ষণ।

অনতিবিলম্বে নিশাচরপতি, সমুদ্র উত্তীর্ণ ও লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ রমণীয় প্রাসাদ মধ্যে সীতাকে বহু কিঙ্কর কিঙ্করী সেবিতা ও বিবিধ রত্নালঙ্কারভূষিতা প্রধানা মহিষীরপদে অধিষ্ঠিতা করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, শোকবিহ্বলা জনকনন্দিনীর তাহাতে একান্ত অনিচ্ছা দর্শনে, অবশেষে নিকটস্থ (১) অশোকবন মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া, কতিপয় বিকটাকারা রাক্ষসীকে প্রহরিণীরূপে তাঁহার পরিচর্য্যায়, এবং সময়ে সময়ে রোষ ও মৈত্রী প্রকাশ পূর্ব্বক বশীকরণ মানসে নিয়োগ করিল। এইরূপে সীতাদেবীকে অবরোধ করতঃ, দুষ্টমতি রাবণ প্রতিনিয়ত তন্নিকটে আগমন পূর্ব্বক, বহুবিধ স্তুতিবাদে তদীয় সন্তুষ্টি সাধনে যত্নশীল হইয়া, নির্বিঘ্নে কাল-যাপন করিতে লাগিল।
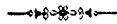
(১) অশোকবন is still in existence.

পঞ্চম অধ্যায়।

মায়া মৃগ বধান্তে লক্ষ্মণ সহ রামের শূন্য কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন।

এদিকে রামচন্দ্র মৃগরূপী রাক্ষসের মৃত্যুকালীন চীৎকারে অনর্থোৎপত্তি সম্ভাবনায়, সত্বর অন্য এক মৃগ হনন করতঃ, তাহার চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতে করিতে প্রত্যাগমন কালে, পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে সমাগত দর্শনে, তন্নিকটে একাকিনী জানকীরে কুটীরে পরিত্যাগ কারণ সম্যক্ অবগত ও জানকীর অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া, ত্বরিত পদে কুটীরে উপস্থিত হইলেন। কুটীর মধ্যে সীতাকে অনুপস্থিতা দর্শনে, বিপদাশঙ্কা বলবতী হওয়ায়, উভয় ভ্রাতা ত্রস্তভাবে নিকটস্থ বন, নদী, পর্ব্বত, গুহা প্রভৃতি বিশেষরূপে অন্বেষণ পূর্ব্বক, কুত্রাপি তাঁহার নিদর্শনাভাবে, মৃগ পক্ষ্যাদির সঙ্কেতানুসারে ব্যাকুল হৃদয়ে দক্ষিণ দিকে গমন আরম্ভ করিলেন।

কিয়দ্দূর গমনমাত্রে ভগ্নরথ, ভগ্নাস্ত্র, রক্তবিন্দু প্রভৃতি সমর-চিহ্ন সমূহে বিস্মিত হইয়া, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, ভূপতিত, ছিন্নপক্ষ, মৃতকল্প জটায়ুর প্রমুখাৎ, বিশ্রবার পুত্র, কুবের-ভ্রাতা, রাক্ষসরাজ রাবণ কর্ত্তৃক সীতা-হরণ, এবং তন্নিবারণ চেষ্টায় রাক্ষস-যুদ্ধে তদীয় পক্ষচ্ছেদ ও

অন্তিমদশা প্রাপ্তি সংবাদে ভ্রাতৃদ্বয় একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর সীতা-রক্ষণে প্রাণদানকারী, আশুমৃত, পিতৃসখ জটায়ুর যথাসম্ভব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে, শোকোন্মত্ত ভাবে বনস্থলী অন্বেষণ করিতে করিতে, রামচন্দ্র, অপহৃতা সীতার পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি পতিত দর্শনে, সমধিক দুঃখিত চিত্তে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় এবং মোহবশতঃ (১) রোদন পরায়ণ হইলে, সুবিজ্ঞ অনুজ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বাসিত হইয়া, তৎসমভিব্যাহারে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

জটায়ুর মৃত্যু ও তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া।

ক্রমে পথশূন্য নিবিড় ক্রৌঞ্চ মহারণ্য অন্বেষণ ও অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মতঙ্গ ঋষির আশ্রম সান্নিধ্যে এক অন্ধকারময় গভীর পর্ব্বত গুহার নিকটে উপস্থিত হইলে, সহসা বিকটাকৃতি এক রাক্ষসী অগ্রগামী লক্ষ্মণের সমীপে নির্লজ্জভাবে আগমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বামিপদে বরণেচ্ছা প্রকাশ করিল। লজ্জাহীনতার শাস্তি স্বরূপ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক খড়্গাঘাতে ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা ছিন্নস্তনা মহাশব্দকারিণী রাক্ষসীকে আগমন পথে পুনঃ প্রস্থিতা দর্শনে, বিপদাশঙ্কায় তথা হইতে ত্বরিত পদে গমন-

নির্লজ্জা রাক্ষসীর শাস্তি।

(১) মতান্তরে,—রোরুদ্যমান রামের অশ্রু হইতে, স্নানে এবং তর্পণে পিতৃলোকোদ্ধার সমর্থা, বৈতরণী নাম্নী নদী উৎপন্না হয়:—

"রামস্য রুদতস্তস্য বাষ্পবারি সমুদ্ভবা।
নদী বৈতরণী চাভূৎ চক্ষুষোঽশ্রু সমুদ্ভবা।
বিতরত্যশ্রুবৈ যস্মাদতো বৈতরণী স্মৃতা॥"

ভ্রাতৃ-দ্বয়ের প্রতি কবন্ধ রাক্ষসের আক্রমণ।

প্রবৃত্ত, সীতান্বেষণপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয়, সহসা মস্তকহীন, উদরান্ত-নিহিতৈকনেত্র, যোজনায়ত-হস্ত বিকট শব্দকারী এক কবন্ধ রাক্ষসের কর কবলিত হইলেন।

কবন্ধের দানব রূপ প্রাপ্তি ও সুগ্রীবাদিসহ মৈত্রী করণে পরামর্শ।

অতঃপর ভক্ষণোপক্রম সময়ে, তীক্ষ্ণ অসি প্রহারে ছিন্ন-বাহু কবন্ধ, রামচন্দ্রের পরিচয় অবগত হইয়া, কাতরস্বরে সবিনয় বচনে, আপনাকে (২) অতুল রূপসম্পন্ন দানবরূপে পরিচিত করিয়া, ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে বজ্রাঘাতে মস্তকের উদর মধ্যে প্রবেশ, বিকৃতরূপ প্রাপ্তি, অত্যাচার-পীড়িত মুনি-গণের অভিশাপে, ঘোরদর্শন মহাভুজ কবন্ধরূপে বনে অব-স্থিতি, এবং অবশেষে রাম কর্ত্তৃক ছিন্ন-হস্ত ও দগ্ধ-কলেবর হইলে শাপমুক্তি, ইত্যাদি সবিশেষ জ্ঞাপন পূর্ব্বক, তাহার শরীর দগ্ধ করিতে অনুরোধ করিল। তদনুসারে, রামচন্দ্র কবন্ধ-দেহ ভস্মীভূত করিলে, চিতা হইতে সুন্দর-দেহ দানব সমুদ্ভূত হইয়া, তাঁহাকে ত্বরায় পম্পানদী তীরে মতঙ্গ ঋষির

(২) মতান্তরে,—গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসুর পুত্র; * অষ্টাবক্র ঋষির শাপে রাক্ষস দেহ, পরে ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে কবন্ধরূপ প্রাপ্ত। শাপমুক্ত হইয়া, রামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারের পরামর্শ জন্য, শবরী তাপসীর আশ্রমে গমন করিতে অনুরোধ করে।

অষ্টাবক্র ঋষির বিবরণ।

* অষ্টাবক্র—উদ্দালক-শিষ্য কাহোড় ও উদ্দালক-কন্যা সুমতির পুত্র। গর্ভস্থ শিশু কর্ত্তৃক পিতার বেদোচ্চারণে স্বরদোষ নির্দ্ধারণের জন্য পিতৃশাপে জন্মকালেই "অষ্টাবক্র"। বরুণপুত্র বন্দীর নিকট বেদবিচারে পরাস্ত সমুদ্রনিক্ষিপ্ত পিতার উদ্ধারসাধন জন্য তদীয় সন্তোষলাভে শরীরের কৌটিল্য দুঃখ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহারই বরে আজন্ম-বিকলাঙ্গ শিশু ভগীরথ দিব্যাঙ্গ প্রাপ্ত, এবং ইঁহারই কোপে কৃষ্ণ-মহিষীগণ দস্যু হস্তগত হইয়াছিলেন।
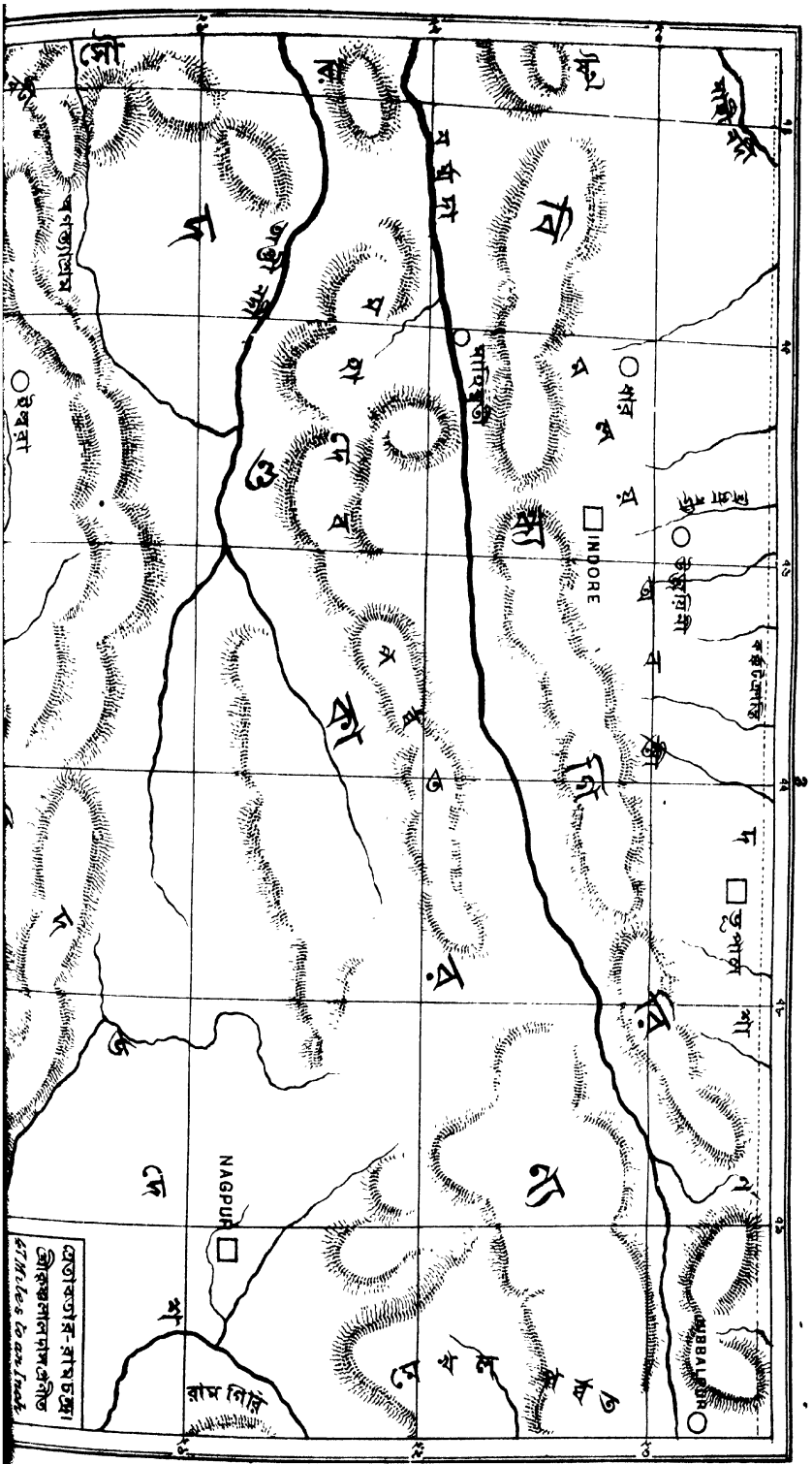
আশ্রম সম্মুখস্থ (১) ঋষ্যমূক পর্ব্বতবাসী সর্ব্বদেশজ্ঞ সুগ্রীবাদি বানরগণ সহ মৈত্রী সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎসাহায্যে সীতা উদ্ধারের পরামর্শ প্রদান করতঃ আকাশ পথে প্রয়ান করিল।

রাম-চন্দ্রের শবরী তাপসীর আশ্রমে গমন।

দানবের পরামর্শানুসারে গমনশীল শোকার্ত্ত ভ্রাতৃযুগল, পথিমধ্যে তাপসী শবরীর আশ্রমে উপনীত, সৎকৃত ও বহুবিধ আশ্চর্য্য বিষয় সমূহ বিদিত হইলেন; বৃদ্ধা তাপসীও পূর্ব্বগত মহর্ষিদিগের বরপ্রভাবে, রাম ও লক্ষ্মণ সন্নিধানে দেহত্যাগ করতঃ তপঃ সিদ্ধা হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। জানকী-বিরহ-কাতর রামচন্দ্র চিরসহায় অনুজ সমভিব্যাহারে, সুগ্রাবাদি বানরগণ সহ মিলন বাসনায়, শীঘ্র তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

(১) কোন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন—কিষ্কিন্ধ্যার প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে ঋষ্যমূক, এবং ঋষ্যমূকের পাদদেশে পম্পানামক সরোবর এবং নদী প্রবাহিতা। সরোবরের জল ক্ষুদ্র নদীযোগে পার্শ্বস্থ তুঙ্গভদ্রাতে পতিত হইতেছে। মতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশ মাত্র। পম্পার পশ্চিমে শবরীর আশ্রম। অদূরে হ্রদ সম্মুখস্থ গুহায় সুগ্রীবাদি বানরগণ বাস করিত।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

রাম লক্ষ্মণ দর্শনে সুগ্রীবের ভীতি প্রযুক্ত তৎসমীপে হনুমানকে প্রেরণ।

দানব-নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করতঃ পম্পানদীর তীরে উপনীত হইয়া, তত্রত্য রমণীয় শোভা দর্শনে, প্রিয়া-বিরহ-জনিত শোকে অধীর রামচন্দ্র, ধীমান্ অনুজের মুখে বিবিধ প্রকার আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতোদ্দেশে গমন তৎপর হইলেন। ক্রমে ভ্রাতৃদ্বয় উদ্দিষ্ট স্থান সমীপে উপস্থিত হইলে, অগ্রজ বালীর অত্যাচারে পীড়িত, ঋষ্যমূকবাসী সুগ্রীব দূর হইতে তাঁহাদিগের আকারেঙ্গিত দর্শনে, বালি-প্রেরিত অদম্য শত্রু বিবেচনায়, ভীতচিত্তে সচিব বায়ুপুত্র হনুমান্‌কে, তথ্য নিরাকরণার্থ, শীঘ্র তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হনুমান্ কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকটে আনয়ন।

স্থিরবুদ্ধি সন্ন্যাসিবেশধারী হনুমান্, ধনুর্ধারী রাম লক্ষ্মণের নিকট সমাগত, এবং প্রসঙ্গচ্ছলে তাঁহাদিগের পরিচয় ও তথায় আগমন-কারণ বিশ্বস্তরূপে জ্ঞাত হইয়া, আনন্দিত মনে আত্মপরিচয় দান, এবং তাঁহাদিগের শুভাগমনে সুগ্রীবের মহা-

সৌভাগ্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক, নিজরূপে ভ্রাতৃদ্বয়কে স্বীয় বিশাল-স্কন্ধে স্থাপন করতঃ, ত্বরায় মলয় নামক শৃঙ্গে আসীন সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইল।

রামচন্দ্র ও সুগ্রীবের প্রতিজ্ঞা ও মিত্রতা।

অনন্তর উভয়ে পরস্পরের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলে, মহাবাহু রামচন্দ্র, অকারণ-বিরোধী পাপাচারী বালীকে নিহত করিয়া, নিরপরাধ সুগ্রীবকে বালি কর্ত্তৃক অপহৃতা তদীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা রুমার সহিত কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিতে, এবং মহাবল সুগ্রীব, দুর্ধর্ষ রাক্ষসহৃতা জানকীর উদ্দেশ ও দুর্ম্মতি রাবণের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক, তাঁহার উদ্ধার সাধনে প্রাণপণে সাহায্য করিতে, প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং অগ্নি সমক্ষে উভয়ে মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইলেন।

সীতা প্রক্ষিপ্ত অলঙ্কারাদি দর্শন ও সপ্ত-শাল বেধ।

অতঃপর মহাভাগ সুগ্রীব, অনতিপূর্ব্ব-দৃষ্টা, আকাশপথ-হৃতা ললনাকে জনকনন্দিনী বোধে, তৎপ্রক্ষিপ্ত উত্তরীয় বসন ও অলঙ্কারাদি প্রদর্শন করিলে, শোকার্ত্ত রামচন্দ্র, অনুদ্দিষ্টা সীতার অঙ্গভূষণরূপে তৎসমুদায়ই, এবং লক্ষ্মণ, নূপুরদ্বয় মাত্র, নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন। সীতা-পরিত্যক্ত অলঙ্কারাদি দর্শনে, মহানুভাব রামচন্দ্রের শোক-প্রবাহ দ্বিগুণিত হইলে, সুহৃদ্বর সুগ্রীব শাস্ত্রসঙ্গত প্রবোধ বাক্য প্রয়োগে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া, নানাবিধ প্রসঙ্গে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিতে সমুদ্যত হইলেন। ক্রমে বালিরাজের অপরিমিত ভুজবল বিবৃত হইলে, মিত্রের প্রীতি ও প্রত্যয়ার্থ, মহাবল রামচন্দ্র পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, বালিনিক্ষিপ্ত নিকটস্থ শুষ্ক

মহিষরূপী অসুরের মস্তক দশযোজন অন্তরে প্রেরিত, এবং এক বাণাঘাতে সপ্তসংখ্যক বৃহৎ শালবৃক্ষ (১) বিদারিত করিলেন।

বালীর সহিত সুগ্রীবের প্রথম যুদ্ধ ও পরাজয়।

রামচন্দ্রের অসীম ক্ষমতার পরিচয়ে চমৎকৃত সুগ্রীব, আশ্বস্ত হৃদয়ে পরদিবস তৎসমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যাপুরে গমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে অদূরে বনান্তরালে ধনুর্ব্বাণ হস্তে স্থাপন করিয়া, ভীষণ শব্দে অগ্রজ বালিরাজকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন। কনিষ্ঠ সুগ্রীবের সংগ্রাম মানসে উপস্থিতি জ্ঞাত হইয়া, ক্রুদ্ধ বালিরাজ দ্রুতগতিতে সমাগত ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, উভয়ের অবয়বসাদৃশ্য হেতু, ভ্রমক্রমে মিত্রবধ ভয়ে, পূর্ব্ব-পরামর্শানুযায়ী অন্তরাল-স্থিত রামচন্দ্র অমোঘ শর-সন্ধানে পরাঙ্মুখ হইলেন। ক্ষণকাল যুদ্ধে মহাবল বালি কর্ত্তৃক পীড়িত ও পরাজিত হইয়া, সুগ্রীবও সভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

সুগ্রীবের সহিত পুনরায় যুদ্ধে বালি-পত্নীর নিষেধ।

লজ্জিত মিত্র কর্ত্তৃক প্রবোধিত, নিদর্শন স্বরূপ গজপুষ্পী-লতিকা মালায় বিভূষিত, এবং পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া, রামচন্দ্র প্রভৃতির সহিত সুগ্রীব ঘোর গর্জ্জনে পরদিবস কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইলে, মৃগয়াসক্ত পুত্র অঙ্গদের মুখে রামচন্দ্রের পরিচয়, বনবাস, ভার্য্যাবিয়োগ, সুগ্রীবমিলন ও বালিবধ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি সংবাদ শ্রবণে বালিপত্নী পতিব্রতা (২) তারা, তৎসমুদায় স্বীয় স্বামীকে নিবেদন করতঃ, অমঙ্গল

(১) মতান্তরে,—তালবৃক্ষ।

(২) বালিপত্নী তারা—প্রবাদ আছে যে, বিবাহের পর রাবণের সস্ত্রীক

ভয়ে সেই দিবস সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন।

পত্নি-বাক্যে বালিরাজ, সহাস্যে, সুগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বে ধীমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ রামচন্দ্রের বিপক্ষতাচরণ অযৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়া, ভীতা তারাকে আশ্বাস দান করতঃ, সত্বর বৈরনির্য্যাতন মানসে বহির্গত হইলেন। কুপিত বালিরাজ কর্ত্তৃক প্রচণ্ডবেগে আক্রান্ত মাল্যশোভিত সুগ্রীব, অসম সাহসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, নিদারুণ প্রহারে কাতরতার লক্ষণ প্রকাশ করিলে, অন্তরালস্থিত রামচন্দ্র অব্যর্থ অশনি-সদৃশ বাণে বালিরাজকে বিদ্ধ করিলেন।

বালিবধার্থে রামের শর-ক্ষেপ।

সহসা বিষম আঘাতে কপিরাজকে মর্ম্মবেদনায় অধীর হইয়া ভূপতিত দর্শনে, রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলে ত্বরায় তন্নিকটে উপস্থিত হইলে, মুমূর্ষু বালী, অকারণে প্রচ্ছন্নভাবে প্রহার-কারী রামচন্দ্রকে বিশেষরূপে অনুযুক্ত করিলেন। সহসা রাম কর্ত্তৃক বালিবধ রূপ বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া, কুমার অঙ্গদ ও বানরীগণ সমভিব্যাহারে পতিব্রতা তারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে রণস্থলে আগমন পূর্ব্বক, স্বামীকে

রণস্থলে পতিব্রতা তারার আগমন।

লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে, পথিমধ্যে কপিরাজ বালী সুরূপা মন্দোদরীকে হরণ-মানসে আক্রমণ করিলে, মহাবল বীরদ্বয়ের হস্ত-নিপীড়িতা নব-বিবাহিতা বধূ দ্বিখণ্ডে বিভক্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। এই সংবাদে ভক্তপ্রবর ময় দানব, সত্বর তথায় আগমনপূর্ব্বক শঙ্করের প্রসাদে, স্বীয় কন্যার উভয় খণ্ডকেই সঞ্জীবিত করিয়া, একখণ্ড (মন্দোদরী) রাবণকে, এবং অপর অংশ (তারা) বালিরাজকে প্রদান করতঃ উভয় বীরের বিবাদভঞ্জন করিয়াছিলেন।

মৃতপ্রায় ভূপতিত দর্শনে, তদীয় পার্শ্বে ধরাবলুণ্ঠিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বালীর প্রেত-ক্রিয়া ও সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক।

অন্তিমদশাগ্রস্ত বানররাজ এবং শোকার্ত্তা তারা কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিন্দিত সুপণ্ডিত রামচন্দ্র, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা, কদাচারী (১) বন্য শাখামৃগ বধ অপাপ-হেতু নির্দেশ করতঃ, তাঁহাদিগের ভ্রম (২) নিরাকরণ পূর্ব্বক, বিষণ্ন সুগ্রীবকে আশ্বস্ত,

বালিবধ সম্বন্ধে মতামত।

রাম চরিত্রে কলঙ্কারোপ।

(১) Certain distinguished author wonders –"How বাল্মীকি could put such an excuse as this (বন্য শাখামৃগ) into রাম's mouth. রাম, with all solemn ceremony, has made a league of alliance with বালী's younger brother, whom he regards as a dear friend and almost an equal."

(২) সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ প্রায় একবাক্যে * "ধীরোদাত্ত" রামচন্দ্রের গুপ্ত বাণে বালি-বধ ব্যাপার তদীয় মহা চরিত্রের অননুরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

কোন মহাকবিও যজ্ঞাশ্বহারী লবের মুখ দিয়া রামচন্দ্রের বালিবধাদি ব্যাপারে বিদ্রূপেঙ্গিত করিয়াছেন :—

"বৃদ্ধাস্তে ন বিচারণীয় চরিতাস্তিষ্ঠন্তু, কিং বর্ণ্যতে,
সুন্দস্ত্রীদমনেঽপ্যখণ্ড যশসো লোকে মহান্তোহি তে।
যানি ত্রীণ্যকুতোভয়ান্যপি পদান্যাসন্ খরাযোধনে,
যদ্বা কৌশলমিন্দ্রসূনু নিধনে তত্রাপ্যভিজ্ঞো জনঃ॥"

বলা বাহুল্য, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, তাড়কা নিধনে (See page 42) রামচন্দ্রের চরিত্র অক্ষুণ্ণই আছে, কারণ :—

"আততায়ীণমায়ন্তং হন্যাদেবাবিচারয়ণ্।"

* কাব্যের নায়ক সমূহ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা :—

১। 'ধীরোদাত্ত'—যাঁহাতে সর্ব্বগুণের উৎকর্ষ লক্ষিত হয় ; যথা, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠিরাদি।

২। 'ধীরোদ্ধত'—যাঁহার ঔদ্ধত্য এবং উগ্রতাতে সর্ব্বদা আসুরক্তি লক্ষিত হয় ; যথা, দশানন, দুর্য্যোধন, ভীমসেনাদি।

৩। 'ধীর-প্রশান্ত'—সকল গুণের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য যাঁহাতে লক্ষিত হয় ; যথা, 'মালতী-মাধবের' 'মাধব'।

৪। 'ধীর ললিত'—যিনি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত হইয়া নৃত্য গীতাদির অনুশীলন করেন ; যথা, 'রত্নাবলীর' 'বৎসরাজ'।

এবং বালিরাজ-সমক্ষে তারা ও (১) অঙ্গদের প্রতি সদ্‌ব্যবহারে প্রতিশ্রুত হইয়া, কপিরাজকে গতজীবন দর্শনে, সত্বর ভ্রাতা লক্ষ্মণকে যথারীতি শবদাহনাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিতে আদেশ করিলেন। বিষণ্ণ সুগ্রীব, শোক-বিহ্বল অঙ্গদ, এবং বিলাপকারিণী তারা প্রভৃতির সমভিব্যাহারে সৌমিত্রি, উপযুক্ত শিবিকাবাহনে মৃতদেহ নদী-তীরস্থ করিয়া, বালিরাজের প্রেতক্রিয়াদি সমাধান্তে প্রত্যাগত হইলে, স্থিরবুদ্ধি রামচন্দ্রের আদেশে, অবিলম্বে হনুমান্ প্রভৃতি বিচক্ষণ বানরগণ কর্ত্তৃক, শুভ মুহূর্ত্তে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে এবং অঙ্গদ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।
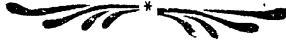
এবং খর-যুদ্ধ সময়ে, তিনি তাহার মাংস-শোণিত দুর্গন্ধে অভিভূত হইয়া একটু পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন, ইহাতে বিরূপতা কোথায়? (See page 79).

(গ্রন্থারম্ভেই এই বিষয় কিঞ্চিৎ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।)

(১) প্রবাদ আছে যে, গুপ্তাঘাতে বালী নিহত হইলে, রামচন্দ্র, ভবিষ্যৎ কৃষ্ণাবতারে অতর্কিতভাবে ব্যাধরূপী কুমার অঙ্গদের শরে লীলা-সংবরণ করিবেন, এইরূপ বরপ্রদান করিয়া শোকার্ত্ত বালিপুত্রের মনস্তুষ্টি সাধন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাম-চন্দ্রের বর্ষা কালাতিপাত মানসে মাল্যবান্ পর্ব্বতে অবস্থিতি।

মিত্রপ্রসাদে প্রণয়িণী ভার্য্যা রুমার সহিত কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞ সুগ্রীব, উপস্থিত প্রাবৃট্‌কালে জানকীর উদ্দেশ যুক্তি-বিরুদ্ধ বিবেচনায়, রামচন্দ্রকে তৎসময় পুরী-মধ্যে অবস্থিতির জন্য আমন্ত্রিত করিলে, চতুর্দশ বৎসর অরণ্যবাস অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া, রামচন্দ্র তাহাতে অস্বীকার পূর্ব্বক, লক্ষ্মণের সহিত পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থান সঙ্কল্প করিলেন। অগত্যা সুগ্রীব-রাজ তাহাতে সম্মত হইয়া, স্বয়ং স্বজন সহিত পুর প্রবেশ করিলে, পত্নীবিরহ-কাতর রামচন্দ্র, রমণীয় (১) মাল্যবান্ পর্ব্বতের এক গুহামধ্যে লক্ষ্মণের সহিত (২) বর্ষাকাল অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

(১) "কিষ্কিন্ধ্যার অপর দিকে মাল্যবান্ পর্ব্বতে রামচন্দ্র বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঈশাণ দিকে সমুন্নত গুহায় তাঁহার আবাসস্থান ছিল। নিম্নে স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে। এখনও পরিশ্রান্ত পথিকের মুখে রাম রাম শব্দ কর্ণগোচর হয়।"

(২) মতান্তরে কিষ্কিন্ধ্যার নিকটস্থ প্রস্রবণ নামক পর্ব্বতে রামচন্দ্র এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :—

"অহং সমীপে শিখরে পর্ব্বতস্য সহানুজঃ।
বৎস্যামি বর্ষদিবসান্ ততস্ত্বং যত্নবান্ ভব।
কিঞ্চিৎকালং পুরে স্থিত্বা সীতায়া পরিমার্গণে॥
* * * * *
ততো রামো জগামাশু লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
প্রস্রবেণ গিরের্ম্মূর্দ্ধ্নি শিখরং ভূরিবিস্তরম্॥"

গোদাবরী নদীর তীরে প্রস্রবণ পর্ব্বত। ইহারই উচ্চতম শৃঙ্গে জটায়ুর আবাসস্থান ছিল।

ক্রমে বর্ষাকাল অতীত হইলেও বানরাজ সুগ্রীবকে রাম-কার্য্য-বিস্মৃত দর্শনে শঙ্কিতচিত্ত সচিব হনুমান্, সত্বর তৎ-সন্নিধানে গমন ও মিত্রকার্য্য-সাধনে পরামর্শ প্রদান করতঃ, তদাদেশক্রমে পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে, স্বদেশস্থ ও বিদেশস্থ সমগ্র বানর সৈন্যকে কিষ্কিন্ধ্যায় সমবেত হইবার জন্য রাজাজ্ঞা ঘোষণা করিল। হনুমানের প্রতি সৈন্য সমবেত করণের ভার অর্পণ করিয়া বানররাজকে পুনরায় সুখভোগে উন্মত্ত অবলোকনে, অন্যান্য সচিববর্গ তাঁহাকে সীতা অন্বেষণ বিষয়ে সত্বর মনোনিবেশ করিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। পরিশেষে, কর্ত্তব্যকর্ম্মে অমনোযোগ সন্দেহে রামচন্দ্র প্রেরিত কুপিত লক্ষ্মণের তিরস্কার বাক্যে জ্ঞানলাভ করিয়া পবননন্দন-প্রমুখ বানরসমূহ বেষ্টিত সুগ্রীব, অবিলম্বে লক্ষ্মণ সমভি-ব্যাহারে রামচন্দ্র-সদনে গমনপূর্ব্বক আজ্ঞাকারিরূপে কৃতাঞ্জলি-পুটে তৎসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

সুগ্রীবের বানর সেনা সমবেত করণার্থে আজ্ঞা।

লক্ষ্মণ-কোপ ভীত সুগ্রীবের রাম-সমীপে আগমন।

অনন্তর রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অভিনন্দিত কপিরাজ, আজ্ঞামত অগণিত (১) বানর-সৈন্য সমাগমে, প্রফুল্লচিত্তে তৎসমুদায়

(১) কেহ কেহ বলেন :—"These hosts of combatants were in fact inhabitants of the mountainous and southern regions of India, who were wild-looking and not altogether unlike monkeys. They were perhaps the remote ancestors of the Malay races. The Jaitwas of Rajputana trace their descent from হনুমান্, and confirm it by alleging that their princes still bear its evidence in a tail-like prolongation of the spine."

মিত্রকে প্রদর্শন ও তাহাদিগের অতুল পরাক্রম বর্ণনান্তর, পূর্ব্বকালে বালিভয়ে চতুর্দিগ্-ভ্রমণে দেশ দেশান্তরের অবস্থা অবগত থাকায়, তৎসমূহ যথাযথ বিবৃত করিয়া, বিনত নামে সেনাপতিকে শত সহস্র সৈন্য সহিত পূর্ব্বদিকে, মহাবীর হনুমান্, জাম্ববান্, নীল, অঙ্গদ প্রভৃতিকে বহু সৈন্য সহ দক্ষিণ দিকে, দুই শত সহস্র বানর পরিবৃত সেনাপতি শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিম দিকে, এবং শত সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে সেনাপতি শতবলিকে উত্তর দিকে সীতা অন্বেষণার্থ গমন ও একমাস কাল মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ করিলেন।

সীতার উদ্দেশার্থে সুগ্রীব কর্ত্তৃক চতুর্দিকে সৈন্য প্রেরণ।

বানরগণ স্ব স্ব নির্দিষ্ট পথে গমনারম্ভ করিলে, মহাবীর হনুমান্‌কে কপিরাজ সুগ্রীবের মুখে বিশেষ প্রশংসিত এবং কার্য্যসাধনক্ষম রূপে অভিহিত শ্রবণে, রামচন্দ্র আনন্দিত মনে সীতাদেবীর অভিজ্ঞান স্বরূপ, স্বনামাঙ্কিত (১) অঙ্গুরীয় তদীয় হস্তে সমর্পণ করিলেন। অঙ্গুরীয় সাবধানে মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, হৃষ্টচেতাঃ বায়ুনন্দন পরম ভক্তি সহকারে রামচন্দ্রকে বন্দনা করিয়া, অঙ্গদ প্রভৃতির সমভিব্যাহারে সত্বর প্রস্থিত হইল।

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক হনুমান্‌কে অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রদান।

ক্রমে সুগ্রীব নির্দিষ্ট স্থান সমূহ অন্বেষণ করতঃ, বিফলমনোরথ পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদিক্‌চারী বানরগণ, নিয়মিত

(১) Some are of opinion that the ring which the sun রাম sends to the dawn সীতা is a symbal of the sun's disc.

কাল মধ্যে লজ্জিতভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, দক্ষিণাভিমুখ-গামী বানর সমূহের অদর্শনে সকলে চিন্তান্বিত হইলেন। অবশেষে, সীতাহরণ পূর্ব্বক রাবণের দক্ষিণ দিকে গমন স্মরণ করতঃ, হনুমান্ প্রভৃতির জানকী উদ্দেশ সম্বন্ধে কার্য্যসিদ্ধি বশতঃ বিলম্ব বিবেচনায় রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত মনে তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম দিগ্‌গামী বানর গণের প্রত্যাবর্ত্তন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিফলমনোরথ হনুমান্ প্রভৃতির প্রায়োপবেশন।

এদিকে দক্ষিণ-দিগ্‌গামী বানরগণ, বহুবন, নদী, পর্ব্বত ও গুহা প্রভৃতি অন্বেষণ এবং বিবিধ আশ্চর্য্য বিষয় সমূহ দর্শন পূর্ব্বক, নির্দ্দিষ্ট মাস গত হইলে, সমুদ্রতীর নিকটস্থ বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইয়া, অনর্থক সময় অতিবাহন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ড-ভয়ে অভিভূত হইল। অবশেষে বহু বাদানুবাদে ঘৃণিত রাজদণ্ডাপেক্ষা সেই স্থানে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বিবেচনায়, তথায় প্রায়োপবেশন সঙ্কল্পে অবস্থিত হইয়া, প্রসঙ্গক্রমে বানরগণ, রামচন্দ্রের বনবাস, সীতাহরণ, জটায়ুর মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল।

অঙ্গদ কর্ত্তৃক জটায়ুর মৃত্যু-বৃত্তান্ত কথন।

বানরগণের আগমন শব্দে জাগরিত, গিরিশৃঙ্গবাসী, পক্ষহীন, এক মহাকায় বিহঙ্গম, আবাসস্থান হইতে তাহাদিগকে প্রায়োপবিষ্ট দর্শনে, ভক্ষ্যসামগ্রী সম্মুখাগত বিবেচনায়, হৃষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে অবতরণোপক্রম সময়ে, সহসা জটায়ুর নাম শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া, তদ্‌বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ পক্ষীর কৌতূহল নিবারণার্থ মহাবীর অঙ্গদ তাঁহাকে শিখরদেশ হইতে অবতারিত করিয়া, রাজা দশরথ-পুত্র বনবাসি রামচন্দ্রের সীতা নাম্নী ভার্য্যা হরণ

করিবার সময়ে, দুর্ব্বৃত্ত রাবণ কর্ত্তৃক রক্ষক জটায়ুর নিধন-বার্ত্তা, এবং সীতা অন্বেষণে হতাশ হইয়া আপনাদিগের মৃত্যু-সঙ্কল্পে প্রায়োপবেশন, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করিলেন।

রামচরিত শ্রবণে সম্পাতির নূতন পক্ষোদ্ভেদ।

রামচন্দ্রের বৃত্তান্ত সমুদায় শ্রবণান্তে দগ্ধ-পক্ষ বিহঙ্গমের নূতন পক্ষোদ্ভেদ দর্শনে, বিস্ময়াবিষ্ট, কারণজিজ্ঞাসু, বানর-গণের নিকটে প্রথমতঃ ভ্রাতৃশোকে বিষাদিত পক্ষিবর, আপ-নাকে (১) সম্পাতি নামে জটায়ুর অগ্রজরূপে পরিচিত করি-লেন; এবং পূর্ব্বকালে জটায়ুর সহিত সূর্য্যমণ্ডলে গমন জন্য আতপ-তাপে কনিষ্ঠকে ক্লিষ্ট দর্শনে, পক্ষদ্বারা তাহাকে আবৃত করিলে, দগ্ধপক্ষ হইয়া উহার বিন্ধ্যগিরিতে পতন, নিকটবর্ত্তী আশ্রমনিবাসী পূর্ব্বপরিচিত নিশাকর নামে তেজস্বী ঋষির নিকটে, জানকী-উদ্দেশী কপিগণ প্রমুখাৎ রামচন্দ্রের বিবরণ শ্রবণে নূতন পক্ষোৎপত্তি রূপ বর-প্রাপ্তি, ইত্যাদি সমগ্র বর্ণন করতঃ বানরগণকে চমৎকৃত করিলেন। অতঃপর সম্পাতি কনিষ্ঠের মৃত্যুসংবাদে শোকপ্রকাশ করিয়া, শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রের অপর পারে লঙ্কাপুরী মধ্যে রাবণ কর্ত্তৃক সীতাদেবী সংরক্ষিতা নিশ্চয়ে, বানরগণকে সত্বর সমুদ্রপার হইতে অনুরোধপূর্ব্বক, নূতন পক্ষ পরীক্ষা মানসে শূন্যে উড্ডীয়মান হইলেন।

সম্পাতি কর্ত্তৃক অঙ্গদ প্রভৃতিকে সমুদ্র পার গমনের পরামর্শ দান।

---

(১) গরুড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। মতান্তরে, অরুণের (গরুড় ভ্রাতা) ঔরসে ও শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি এবং জটায়ুঃ জন্মগ্রহণ করেন।

বিহঙ্গমরাজ সম্পাতির নিকট সীতাদেবীর সংবাদ-প্রাপ্ত বানরগণ প্রায়োপবেশন মানস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উল্লসিত, এবং অনতিবিলম্বে দক্ষিণ-সমুদ্রতীরে উপনীত হইয়া, পরপারে গমন করিবার পরামর্শে প্রবৃত্ত হইল। উল্লম্ফন ভিন্ন অন্য উপায় অবধারণে অসমর্থতা নিবন্ধন, কেহ দশ, কেহ বিংশতি, কেহ পঞ্চাশৎ, অবশেষে বৃদ্ধ জাম্ববান্ জীর্ণ শরীরেও নবতি-যোজন গমনে সামর্থ্যপ্রকাশ করিলে, কুমার অঙ্গদ শতযোজন গমনশক্তি জ্ঞাপন করিয়াও, প্রত্যাগমন পক্ষে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন।

সমুদ্র পারার্থে বানরগণের স্ব স্ব উল্লম্ফন ক্ষমতা প্রকাশ।

অনন্তর সর্ব্ববিষয়াভিজ্ঞ বৃদ্ধ জাম্ববান্, একান্তে আসীন আত্মবল-বিস্মৃত হনুমান্‌কে নির্দেশ করিয়া, তাহার জন্ম ও প্রতাপ বিষয়ক বিবরণ অঙ্গদ প্রভৃতিকে জ্ঞাপন করতঃ তাহার বায়ুবেগে বহু সহস্র যোজন গমন ক্ষমতা বর্ণন পূর্ব্বক, রামকার্য্যসাধনে সুগ্রীবের প্রীতি উৎপাদন নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিল। বহুদর্শী বিচক্ষণ জাম্ববান্ কর্ত্তৃক প্রশংসিত পবননন্দন, শতযোজন সমুদ্রপারে অবস্থিত লঙ্কাপুরে জানকী উদ্দেশার্থ গমনে সম্মত হইলে, বানরসমূহ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর কামরূপী মহাবল হনুমান্, সমুদ্রতীরবর্ত্তী মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক, সমস্ত বানর কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া, স্বীয় শরীর শতযোজন উল্লম্ফনের উপযুক্ত বর্দ্ধিতায়ন করিল।

জাম্ববান্ বাক্যে হনুমানের সমুদ্র পারে গমনে সম্মতি।
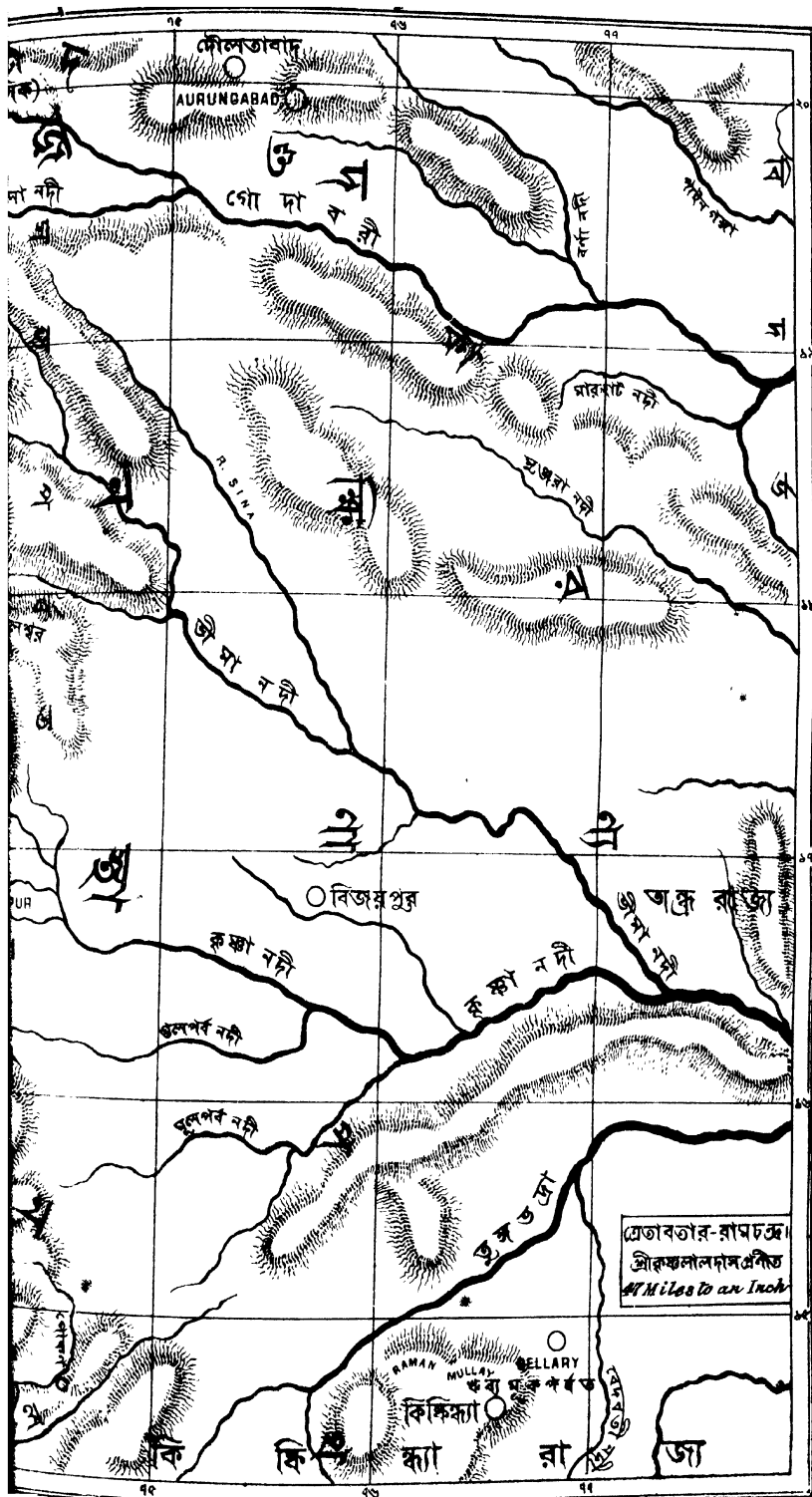
(১) সুন্দরকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

পিতা পবনদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক, মহাকায় হনুমান্ সমুদ্র-লঙ্ঘন উদ্দেশে মহেন্দ্র পর্ব্বত আলোড়িত করিয়া, শূন্যে উৎপতিত এবং প্রচণ্ডবেগে গমনশীল হইলে, পর্ব্বত ও সমুদ্র-বাসী জীবসমূহ ভয়-ব্যাকুল মনে ইতস্ততঃ পলায়ন পরায়ণ হইল। রাম-কার্য্যে সাহায্য প্রদানাভিলাষী সমুদ্র, বায়ু-পুত্রের অসম-সাহসিক উদ্যম ও অবিশ্রান্ত গমন দর্শনে প্রীতচিত্তে স্বীয় জলরাশি মধ্যস্থিত, ইন্দ্র-ভয়ে শরণাগত, সুবর্ণ-পক্ষ, মৈনাক পর্ব্বতকে, ক্ষণমাত্র হনুমানের অবস্থান ও শ্রান্তি নিবারণের জন্য প্লবমান হইতে আদেশ করিলেন।

শূন্যগামী হনুমানের বিশ্রামার্থে সমুদ্র কর্ত্তৃক মৈনাককে প্রেরণ।

আদিষ্ট মৈনাক সহসা বেগগামী হনুমানের সমক্ষে প্লব-মান হইয়া, স্বীয় পরিচয়চ্ছলে, পূর্ব্বকালে পর্ব্বত সমূহের

(১) ঘটনার ও বর্ণনার বৈচিত্র জন্য এই আখ্যা।
"This Book is called সুন্দর or the Beautiful."
Some are of opinion that it takes its name সুন্দর from সমুন্দর or more properly সমুদ্র the sea, various particulars of which are delineated in this chapter.

পক্ষ সাহায্যে যথেচ্ছ উড্ডয়ন, উৎপতন ও বহুবিধ অনর্থোৎপাদন, ইন্দ্র কর্ত্তৃক পক্ষচ্ছেদন, এবং পক্ষচ্ছেদ সময়ে পবনদেবের সাহায্যে তাঁহার পলায়ন ও অবশেষে সমুদ্র মধ্যে আশ্রয় প্রাপ্তি ইত্যাদি বর্ণন পূর্ব্বক, কৃতজ্ঞভাবে পবননন্দনকে ক্ষণকালের নিমিত্ত তদুপরি বিশ্রাম ও শ্রান্তি নিবারণ জন্য অনুরোধ করিলেন। মৈনাকানুরোধে সাতিশয় প্রীতমনে মহাবল হনুমান্, অবিলম্বে সমুদ্র পার হইবার প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক, পর্ব্বতরাজকে কেবল স্পর্শমাত্র করিয়া, বেগে গমন প্রবৃত্ত হইল।

মৈনাকের পরিচয় প্রাপ্তে হনুমান্ কর্ত্তৃক স্পর্শ।

সমুদ্র লঙ্ঘনে উদ্যত হনুমানের সামর্থ্য ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্টা কামরূপী নাগমাতা (১) সুরসা, অকস্মাৎ বানর বীরের সম্মুখে আসিয়া, তাহাকে ভক্ষ্য জ্ঞানে স্বীয় আয়ত মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করণানন্তর, ক্রমশঃ বানরের শরীর বর্দ্ধিতায়তন দৃষ্টে, স্বয়ং তৎপরিমাণে মুখবিবর বর্দ্ধিত করিলে, বিচক্ষণ মারুতি সহসা অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত আকুঞ্চিত শরীরে, বৃহৎ নাগমুখে প্রবিষ্ট ও তৎক্ষণাৎ নির্গত হইয়া, তাঁহার সন্তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক নিজ গন্তব্য পথে প্রস্থান করিল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক সুরসা নাম্নী নাগমাতার প্রবঞ্চনা।

(১) কোন গ্রন্থমতে, সমুদ্র-লঙ্ঘন আরম্ভ মাত্রেই দেবগণ কর্ত্তৃক সুরসা প্রেরিতা হয়েন। পরে মৈনাক-স্পর্শ ব্যাপার।

অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহাকায় হনুমান্, সমুদ্র-মধ্যবাসিনী ভয়ঙ্করাকৃতি এক রাক্ষসী কর্ত্তৃক আপনাকে আকৃষ্ট বোধে, তাহাকে সুগ্রীবরাজ-কথিত ছায়াকর্ষণ সমর্থা (১) সিংহিকা নাম্নী মায়াবিনী রাক্ষসী স্থির করিয়া, অতি সাবধানে তাহার নিকটস্থ হইল; এবং সহসা ভক্ষণোদ্দেশে প্রসারিত তদীয় মুখবিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক, প্রখর নখাঘাতে উদর ও বক্ষঃ প্রভৃতি ছিন্ন ভিন্ন করতঃ, তাহার বিনাশ সাধন করিয়া দেবতা ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির হর্ষোৎপাদন করিল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক সিংহিকা রাক্ষসী বধ।

এইরূপে বিঘ্নাদি অতিক্রম করতঃ কার্য্যসাধন তৎপর হনুমান্, শতযোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্রের অপর পার অবলোকনে, দ্বিগুণিত উদ্যমে গমন পূর্ব্বক, পর্ব্বত শৃঙ্গস্থা রমনীয়া পুরীকে রাবণাবাস লঙ্কা নির্দ্ধারণ করিয়া মহা আনন্দিত হইল। অতঃপর তদ্দেশবাসিগণের তদীয় আগমন জনিত সন্দেহ নিবারণার্থে, ক্ষুদ্র দেহধারণ পূর্ব্বক, বিচক্ষণ বায়ুতনয়, সত্বর সমুদ্রতীরস্থ লম্বনামক পর্ব্বত শিখরে অবতীর্ণ হইল।

হনুমানের সমুদ্র পারে উপস্থিতি।

---

(১) রাহুগ্রহের মাতা। কশ্যপ-পত্নী দিতির গর্ভজাতা। হিরণ্যকশিপুর ভগিনী।

কোন গ্রন্থমতে হনুমান্ সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া, পদাঘাতে সিংহিকাকে বিনাশ করে :—

"তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোররূপিণীম্।
পপাত সলিলে তূর্ণং পদ্ভ্যামেবাহনদ্রুষা॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হনুমান্ কর্ত্তৃক পরাজিতা লঙ্কাধিষ্ঠাত্রীর পুরীত্যাগ।

পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে লঙ্কা নগরীকে বহু সমৃদ্ধিশালিনী ও ভীমকায় অস্ত্রধারী রাক্ষসবীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা দর্শনে, বিস্ময়াবিষ্ট হনুমান্, গোপনে সীতাদেবীর অন্বেষণ মানসে, রাক্ষসগণের অবজ্ঞা উদ্দীপক সামান্য মার্জ্জার সদৃশ ক্ষুদ্র দেহধারণ পূর্ব্বক, সন্ধ্যাসময়ে পুরী প্রবেশে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু ভয়ঙ্করী রাক্ষসীবেশে সহসা লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া হনুমান্, তাঁহাকে নিবারণ করিতে স্বীয় অনুনয় বিনয় বিফল দর্শনে, অবশেষে সামান্য আঘাতে তাঁহাকে ভূপাতিতা করিতে বাধ্য হইল। বানর কর্ত্তৃক পরাভূতা হইলে লঙ্কা পরিত্যাগরূপ (১) ব্রহ্মার আদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী, হনুমানের প্রতি বহু আশীর্ব্বচন প্রয়োগান্তে, স্বীয় পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, তদ্দণ্ডে লঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন।

(১) মতান্তরে,—শঙ্করাদিষ্টা লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডাদেবী, বানর-সমাগম দর্শন মাত্র, নির্বিরোধে লঙ্কা পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর মহাবীর পবননন্দন, নির্ব্বিঘ্নে শুভ মুহূর্ত্তে লঙ্কাপুরে প্রবেশ ও বিবিধ রত্নরাজীখচিত প্রাসাদ-শ্রেণী প্রভৃতির রাত্রিকালীন বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য, এবং ঘোরদর্শন রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সমগ্র নগরী সুনিয়মে পরিরক্ষিতা দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট মনে লঙ্কাধিপতির অতুল ঐশ্বর্য্য ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিষয়িনী চিন্তা করিতে করিতে সীতাদেবীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। সমুদ্র-লঙ্ঘন জনিত পরিশ্রম সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই, হনুমান্, স্থির চিত্তে সমস্ত রাত্রি সতর্কভাবে ভ্রমণ পূর্ব্বক, বিবিধাকৃতি রাক্ষসীপূর্ণ গৃহসমূহ, অপূর্ব্ব কৌশল নির্ম্মিত পুষ্পকরথ, বিচিত্রবেশি মদোন্মত্ত সুন্দরীগণ সমাকীর্ণা নাট্যশালা, এবং উজ্জ্বলরত্ননির্ম্মিত দীপাবলী-শোভিত সুসজ্জিত শয়নাগার মধ্যে, অষ্টালঙ্কার-ভূষিত অসাধারণ-রূপসম্পন্ন নিদ্রিত রমণীগণ পরিবৃত, মণিময় পর্য্যঙ্কোপরি প্রসুপ্ত, মহাতেজাঃ দশাননকে দর্শন করিল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক লঙ্কা পরিভ্রমণ ও নিদ্রিত রাবণকে দর্শন।

অলৌকিক রূপবতী মহিষী মন্দোদরীকে, বিস্মিত হনুমান্ প্রথমতঃ সীতাদেবী বোধে, বানর-স্বভাব-সুলভ আনন্দপ্রকাশোদ্যত হইয়া, পরিশেষে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে হর্ষান্বিতা ভাবে রাবণের অঙ্কশায়িনী দর্শনে, বহুবিধ চিন্তার পর স্বীয় ভ্রম দূরীকরণে সমর্থ হইল। সমস্ত পুরী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বারম্বার অন্বেষণ করতঃ, সীতাদেবীর সন্ধানে অসমর্থতা প্রযুক্ত, পবননন্দন হতাশ মনে সজল নয়নে সমুদ্র লঙ্ঘনাদি অকারণ পরিশ্রম

সীতার সন্ধানে অসমর্থ হনুমানের বিষাদ।

বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একান্তে উপবিষ্ট হইল।

হনুমানের অশোক বন মধ্যে সীতাকে দর্শন।

রাত্রি অবসান সময়ে, পুরীর অনতিদূরে অশোক তরু শোভিত এক মনোহর উপবন দর্শনে, সহসা মনোমধ্যে অদ্ভুত আনন্দোদ্গম অনুভব করিয়া, বিচক্ষণ হনুমান্ তৎপ্রদেশানুসন্ধান মানসে শীঘ্র গমন পূর্ব্বক, এক উচ্চ শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপকারী ব্যাকুল-হৃদয় মারুতি, উপবন মধ্যে অদূরে বিচিত্র স্তম্ভশ্রেণী শোভিত মনোহর অট্টালিকার সোপানাবলির নিকটে, বিকটাকৃতি রাক্ষসীগণ পরিবৃতা, মেঘাচ্ছন্ন শশধর-প্রায় মলিনা, বিষণ্ণ মানসে উপবিষ্টা, একবস্ত্রা এক কন্যাকে দেখিতে পাইল।

হনুমান্ সমক্ষে রাবণ কর্ত্তৃক সীতার প্রতি অসদ্ব্যবহার।

দৃষ্টিমাত্রে হনুমান্ সেই ক্ষীণাঙ্গীকে সীতা নিশ্চয় করিয়া, সমুদায় পরিশ্রম সফল বিবেচনায় নিরতিশয় আনন্দিত, কিন্তু পরক্ষণেই জানকীর তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে সাতিশয় বিষাদিত হইল। সেই সময়ে নিদ্রালস্য-ত্যাগী পত্নীগণ পরিবৃত দুর্ম্মতি রাবণ, সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, সীতাদেবীকে বশীভূতা করিবার মানসে, বিবিধপ্রকার লোভ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইল। বহু অনুনয় ও স্তুতি বিনতিতে স্বীয় অভীষ্ট সাধনে বিফল মনোরথ দুর্বৃত্ত দশানন, কুপিতা রোদন পরায়ণা জানকীর পরুষবাক্যে ক্রোধান্ধ হইয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উপক্রম করিলে, নিকটস্থা মহিষী মন্দোদরী কর্ত্তৃক নিবারিত ও তিরস্কৃত হইয়া, সীতার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত আরও

দুই মাস অপেক্ষা সঙ্কল্প করতঃ, রমণীগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

চেটীগণের পীড়ন ও ত্রিজটার স্বপ্ন।

প্রত্যাখ্যাত কুপিত রাবণ প্রস্থিত হইলে, বিকটাকৃতি চেটীগণ ক্রন্দন-শীলা সীতাদেবীর চতুর্দিকে উপবেশানন্তর, কেহ কেহ বিবিধপ্রকার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার সন্তুষ্টি-সাধনে প্রবৃত্তা, কেহ বা রামসহ পুনর্মিলন অসম্ভব বলিয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে রাক্ষসরাজের বশীভূতা করিতে যত্নবতী হইল। এমন সময়ে নিদ্রোত্থিতা ত্রিজটানাম্নী পরিচারিকা, তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক, নিশাশেষে দৃষ্ট, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাক্ষসাধিপের মহানর্থ-পূর্ণ ও লঙ্কাবাসী সমগ্র নিশাচরগণের সমূহ বিপত্তিসূচক, দুঃস্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তচ্ছ্রবণে ভয়ার্ত্ত রাক্ষসীগণ ত্রিজটার পরামর্শে পীড়ন ত্যাগকরতঃ সীতাদেবীর শরণাগত হইয়া অভয় প্রার্থনা করিলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে তাহাদিগকে আশ্বাস দান করিলেন।
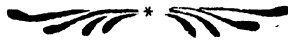
তৃতীয় অধ্যায়।
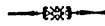
অনন্তর সীতাদেবী পরিচারিকাগণ-সেবিত প্রাসাদদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একাকিনী যদৃচ্ছাক্রমে কপিপুঙ্গবাধিরূঢ় শিংশপা বৃক্ষতলে আগমন করতঃ, তদীয় মূলদেশে উপবিষ্টা হইয়া স্বামি-বিরহে অধীরভাবে বিলাপ প্রবৃত্তা হইলেন। অভিপ্রায়ানুরূপ জনকনন্দিনীকে একাকিনী সমীপাগতা দর্শনে, হর্ষান্বিত হনুমান্ স্বীয় শুভাদৃষ্ট বিবেচনায়, প্রফুল্লিতান্তঃকরণে অতঃপর তাঁহাকে রামবার্ত্তা প্রদানেচ্ছা করিয়া, তদুপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইল। নানাবিধ কৌশল ও কার্য্যপ্রণালী মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া, ধীমান্ পবননন্দন পরিশেষে নিম্নস্থ বৃক্ষশাখায় আগমন পূর্ব্বক, জানকীর শ্রবণযোগ্য স্বরে, ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের জন্ম, বিবাহ, বনবাস, ভার্য্যাহরণ, সুগ্রীব-মিলন ইত্যাদি আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করতঃ, সীতান্বেষণার্থ তাহার লঙ্কাপুরে আগমন বার্ত্তা কীর্ত্তন করিল।

সীতা সম্ভাষণার্থে হনুমানের উপায়াবলম্বন।

বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা বৈদেহী, তাদৃশ স্থানে প্রিয় স্বামীর নামোল্লেখ ও তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিবা মাত্র, লোচনানন্দ মূর্ত্তি এক শাখামৃগ, তাঁহার নয়নগোচর হইয়া প্রণিপাত করিল। তাহাকে বানররূপী

মায়াবী রাক্ষস বোধ করিয়া, সীতাদেবী ভয়চকিতা ও কম্পিতা হইলে, মারুতি আপনাকে রামচন্দ্রের দূতরূপে পরিচিত, এবং অবশেষে নিদর্শনাঙ্গুরীয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্তা করিল। শোকসন্তপ্তা জানকী, স্বামীর অঙ্গুরীয় পুনঃ পুনঃ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক, অপার আনন্দবশতঃ প্রফুল্লিত মনে দূত-প্রবর হনুমান্‌কে পুত্ররূপে সম্ভাষণ ও তৎপ্রতি বহুবিধ আশী-র্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন।

হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতা সম্ভাষণ।

অতঃপর মহাবীর হনুমান্ তদ্দণ্ডে মাতৃস্বরূপা সীতা-দেবীকে পৃষ্ঠে বহন পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইয়া রাম সমীপে গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, স্ত্রীস্বভাব সুলভ ভীতা জানকী সঙ্কুচিতা হইয়া, তাদৃশ আচরণে অসম্মতা হইলেন। অবশেষে অভিজ্ঞান স্বরূপ অপরের অজ্ঞাত কতিপয় সম্বাদ মারুতিকে বিদিত ও পিতৃদত্ত মণিময় শিরোভূষণ তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া, স্বামী ও দেবর সন্নিধানে তদীয় অবস্থা জ্ঞাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্‌ও, সীতার মুখে, দুর্ম্মতি রাবণ এক বৎসরকাল তাঁহার সচ্ছন্দ-প্রীতিলাভের অপেক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত, এবং সেই কালের আর দুই মাস অবশিষ্ট ইহা জ্ঞাত হইয়া, মাসদ্বয় মধ্যেই তাঁহার উদ্ধার সাধনে প্রতিজ্ঞা করতঃ, সাশ্রুলোচনে বিদায় গ্রহণ করিল।

নিদর্শন স্বরূপ হনুমান্ হস্তে সীতার শিরোমণি প্রদান।

সীতাদেবীর অন্বেষণে কৃতকার্য্য হৃষ্টচিত্ত হনুমান্, অতঃ-পর রাক্ষসরাজের বল কথঞ্চিৎ অবগতির মানসে, স্বীয় দেহ বর্দ্ধিতায়তন করিয়া, অশোকবনস্থ সুশোভিত বৃক্ষসমূহ উৎ-

হৃষ্টচিত্ত হনুমান্ কর্ত্তৃক অশোক বন ধ্বংস ও কিঙ্করগণ বধ।

পাটন ও ভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্ষণকাল মধ্যে সুরম্য অশোকবন ভয়ঙ্করাকৃতি বানর কর্ত্তৃক বিনষ্ট দর্শনে, ভীত রাক্ষসীগণ রাবণ সন্নিধানে তৎসংবাদ প্রদান করিলে, ক্রুদ্ধ রাক্ষসরাজের আদেশে, বানর বধার্থ অশীতি সহস্র সংখ্যক অস্ত্রধারী কিঙ্কর প্রেরিত হইল। ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রাচ্ছন্ন কপিবর, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রহরণ সমূহ ব্যর্থ করতঃ, নিকটস্থ এক লৌহময় বিশাল মুদ্গরের আঘাতে অনায়াসে ও অল্প সময়ে তাহাদিগের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক রাক্ষসকুল-দেবতার মনোহর প্রাসাদ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, বিজয় নিনাদ সহকারে নিজ পরিচয় প্রদানানন্তর, উপবন সম্মুখস্থ তোরণে উপবিষ্ট হইল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক জম্বুমালীর ও মন্ত্রি-পুত্রগণের সংহার সাধন।

ভৃত্যগণ নিহত ও দেবমন্দির ভগ্ন সংবাদে কুপিত দশানন সেনাপতি প্রহস্ত-পুত্র মহাবল জম্বুমালীকে অসংখ্য সৈন্য সহিত, হনুমানের বিনাশার্থ প্রেরণ করিল। মহাবীর জম্বুমালী, অস্ত্রাঘাতে পবননন্দন-নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও পর্ব্বত সমূহ নিবারণ পূর্ব্বক, ক্ষণকাল মাত্র যুদ্ধে অবস্থিত হইয়া, অবশেষে বানর কর্ত্তৃক বিষম গদাঘাতে গত-জীবন হইলে, নিহতাবশিষ্ট সৈন্যগণ পলায়ন তৎপর হইল। পুনরপি রাবণ-প্রেরিত সসৈন্য মন্ত্রি-পুত্রগণকে ভীষণ যুদ্ধে নিপাতিত করতঃ, হনুমান্ সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুদ্ধাভিলাষে তোরণোপরি উপবিষ্ট হইল।

হনুমানের সহিত যুদ্ধে অমাত্য-পুত্রগণ নিহত শ্রবণে, বিষণ্ণ রাবণ, বিরূপাক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ সেনানীকে সৈন্যগণ

সমভিব্যাহারে সংগ্রামে প্রেরণ করিলে, তাহারাও অল্পকাল মাত্র বানরবীরকে প্রপীড়িত করিয়া, তৎকর্ত্তৃক ভীষণ মুষলাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। তচ্ছ্রবণে ভীত ও ব্যাকুলচিত্ত দশানন, স্বীয় তেজস্বী পুত্র কুমার অক্ষকে, সাবধানে যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক, সৈন্যক্ষয়কারী বানরবেশী বৈরীকে ধৃত করিতে আদেশ করিলে, পিত্রাজ্ঞায় কুমার সসৈন্যে বিচিত্র রথারোহণে, মারুতির সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

অক্ষর কুমারের হনুমানের সহিত সংগ্রামে গমন।

বালক অক্ষকে অপরিমিত বলশালী ও সমরকুশল দর্শনে, বিস্মিত মহাবীর হনুমান্, স্বীয় দেহ বৃদ্ধি করতঃ প্রচণ্ডবেগে সারথি ও ঘোটকসহ রথ চূর্ণীকৃত করিলে, কুমার অক্ষ অস্ত্রহস্তে শূন্যে উৎপতিত হইয়া মারুতিকে শরবিদ্ধ করিল। বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ বায়ুনন্দন, ত্বরায় শূন্যপথে গমন পূর্ব্বক, কুমারকে পদযুগলে ধৃত, বেগে বিঘূর্ণিত ও ভূতলে নিপাতিত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিল; এবং অবশেষে কালপ্রেরিতের ন্যায় পুনরায় তোরণে অবস্থান পূর্ব্বক সমযোদ্ধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক অক্ষকুমার বধ।

অক্ষকুমারের মৃত্যু সংবাদে অধিকতর ভীত ও অবসাদগ্রস্ত রাবণ, সত্বর প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আহ্বান ও বহুবিধ প্রীতিকর প্রশংসা-জনক বাক্যে উৎসাহ দান করতঃ, প্রবল বানর শত্রুকে নির্জিত করিতে অনুজ্ঞা করিল। জনকাদিষ্ট বীরাগ্রগণ্য মেঘনাদ, ত্বরায় মহাকায় কপিসমীপে উপস্থিত হইয়া, নিশিত দিব্য শায়কসমূহ সন্ধানে তাহাকে আঘাত

ইন্দ্র-জিতের হনুমান্ সহিত যুদ্ধ।

করিতে উদ্যত হইলে, রণনিপুণ হনুমান্ উল্লম্ফনে তৎসমুদায় ব্যর্থ করিল। তদ্দর্শনে কুমার ইন্দ্রজিৎ সমাধি দ্বারা, বানর অস্ত্রে অবধ্য জ্ঞাত হইয়া, তাহাকে বন্ধন পূর্ব্বক পিতৃ সমীপে লইবার বাসনায়, তৎপ্রতি ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিল।
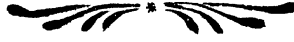
চতুর্থ অধ্যায়।

পিতামহ বরে অস্ত্রে অবধ্য হনুমান্, ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধনে অক্লিষ্ট হইয়াও, অস্ত্রের মাহাত্ম্য সংরক্ষণার্থে ও রাবণ সন্দর্শন মানসে বন্ধন (১) স্বীকার পূর্ব্বক, জড়বৎ নিশ্চেষ্টভাবে ভূতলে পতিত রহিল। তদ্দর্শনে, পুলকিত রাক্ষসগণ কর্তৃক রাজসন্নিধানে নীত, নির্ভীক চিত্ত হনুমান্, দিনকর সদৃশ তেজস্বী, পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত, পরিচয় জিজ্ঞাসু রাবণের সমক্ষে, বানররাজ সুগ্রীবের আদেশে রামচন্দ্রের দূত স্বরূপ, সীতান্বেষণার্থ সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় আগমন প্রভৃতি স্বীয় সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া, বিবিধরূপে ভৎসনার পর, দশাননকে কালস্বরূপিনী সীতা প্রত্যর্পণের নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিল।

হনুমানের ব্রহ্মাস্ত্রে বন্ধন ও রাবণ সন্দর্শন।

ঈদৃশ প্রগল্ভতাচরণে কোপজ্বলিত রাবণ তাহার বধদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলে, সভাস্থ তদনুজ ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ, শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণানুসারে, দূত সকল অবস্থাতেই অবধ্য বিবেচনায়, রাক্ষসরাজকে তাদৃশ অশ্রুত-পূর্ব্ব দণ্ডবিধানে নিষেধ করিলেন। সুবুদ্ধি বিভীষণের পরামর্শ-বাক্যে প্রাণ-

হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান।

(১) This legend bears resemblance to that of Samson.

দণ্ডে বিরত হইয়া, দূত-বিগর্হিত কর্ম্ম জন্য দণ্ডস্বরূপ, লাঙ্গূলে অগ্নিপ্রদান পূর্ব্বক, পরিচারকবর্গকে বানরের সহিত নগর পরিভ্রমণার্থে আদেশ করিল। রাজাদেশে অনুচরগণ সত্বর মহাকায় হনুমানের সুদীর্ঘ লাঙ্গূল তৈলসিক্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল।

হনুমান্ কর্তৃক লাঙ্গূলাগ্নি দ্বারা লঙ্কা দহন।

দুর্মতি রাবণের দণ্ডবিধানে উপেক্ষা করিয়া পবননন্দন, স্বীয় পর্ব্বত সদৃশ দেহ হঠাৎ সঙ্কোচন পূর্ব্বক, বন্ধনমুক্ত হইয়া, লাঙ্গূলস্থ (১) অগ্নি দ্বারা, লঙ্কাপুরী দহন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, সত্বর উল্লম্ফনে উচ্চ প্রাসাদশিখরে উৎপতিত হইল। অগ্নিদেবের বরে এবং জানকীর প্রসাদে অদগ্ধ পবননন্দন, ইতস্ততঃ গমন ও লাঙ্গূল সঞ্চালন পূর্ব্বক, লঙ্কাস্থ প্রায় তাবদ্-গৃহ ভস্মীভূত করিতে আরম্ভ করিলে, ভয়বিত্রস্ত রাক্ষসীগণের এবং বিপদ্‌গ্রস্ত নিশাচরবর্গের আর্ত্তনাদে গগন-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

এবম্প্রকারে যথাভিলাষ লঙ্কাপুরী প্রায় ভস্মাবশিষ্ট

---

(১) কোনও পণ্ডিতের মতে :—"The tail of হনুমান্, which sets fire to the city of the monsters, is probably a personification of the rays of the morning or spring sun, which sets fire to the eastern heavens and destroys the abode of the nocturnal or winter monsters."

করিয়া, (১) পুলকিত মারুতি সমুদ্রজলে লাঙ্গুলাগ্নি নির্ব্বাপন পূর্ব্বক, পুনরায় ব্যাকুলা সীতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎকার মানসে তৎসমীপে উপস্থিত হইল। সমুদ্রলঙ্ঘন, রাক্ষস-বধ এবং লঙ্কাদাহ জনিত শ্রম নিবারণার্থে, জানকী কর্ত্তৃক এক-দিনমাত্র বিশ্রামার্থে অবস্থিত হইতে আদিষ্ট হইলেও, বিলম্বে কার্য্যহানি বিবেচনায় শ্রমসহিষ্ণু হনুমান্ তদ্দণ্ডেই সাগর পার গমনাভিপ্রায়ে, শীঘ্র রাম ও লক্ষ্মণ প্রভৃতির সহ প্রত্যাগমনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, বাষ্পাকুল-লোচনে বিদায় গ্রহণ করিল। (২) অনন্তর সমুদ্রতীরস্থ অরিষ্ট নামক উচ্চ

জানকীর নিকট বিদায় গ্রহণান্তে হনুমানের প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যোগ।

(১) কথিত আছে, লঙ্কাপুরী ইচ্ছানুরূপ ভস্মাবশেষ করতঃ, লাঙ্গুলাগ্নি নির্ব্বাপন ও হস্ত পদাদির জ্বালা নিবারণের উপায় জিজ্ঞাসু হনুমান্ তত্তৎ-স্থানে মুখামৃত প্রদান করিতে সীতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, ভ্রান্তি প্রযুক্ত মুখ-মধ্যে জ্বলন্ত লাঙ্গুল প্রবিষ্ট করে; এবং তজ্জন্যই তাহার মুখ ও হস্ত পদাদি অঙ্গার-বর্ণ বিশিষ্ট হয়।

(২) হনুমান্ বিদায় গ্রহণের সময়, রাম ও লক্ষ্মণের জন্য দুইটী এবং স্বীয় ব্যবহারের নিমিত্ত একটী, লঙ্কাজাত দেবদুর্লভ আম্রফল সীতাদেবীর নিকট প্রাপ্ত হয়। স্বীয় অংশ ভক্ষণ করতঃ তাহার অমৃতোপম আস্বাদে লোভ প্রযুক্ত অপর দুইটী আম্রই ভক্ষণে ক্লিষ্ট ও অনুতপ্ত হনুমান্, সীতাদেবীর নিকট আশ্বস্ত ও সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, লঙ্কাপুরীস্থ আম্রকাননে গমন পূর্ব্বক, সুস্বাদু ফল উদরপূর্ণ করিয়া ভক্ষণ এবং ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করে। সেই হনুমান্-প্রক্ষিপ্ত ও মুখচ্যুত ফল হইতেই ভারতে আম্রের (উচ্ছিষ্ট ফল) উৎপত্তি বলিয়া প্রবাদ আছে।

পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ, সুবৃহৎ শরীরধারণ এবং পিতৃদেবকে স্মরণ পূর্ব্বক, অপর পারস্থ সঙ্গিগণের নিকটে গমনোদ্দেশে, দেহভারে পর্ব্বতকে দমিত ও সমতল করিয়া, পবননন্দন বেগে শূন্যে উৎপতিত হইল।

বায়ুবেগে আগমন-জনিত মহাশব্দে অঙ্গদ প্রভৃতি বানর-গণকে প্রবুদ্ধ করতঃ, মহাবীর হনুমান্ যথাসময়ে সমুদ্রের উত্তরতীরস্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে নিপতিত হইয়া, সংক্ষেপতঃ সীতা-সন্দর্শনলাভ সংবাদে কোলাহলকারী কপিসমূহকে আনন্দিত করিল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর অঙ্গদ প্রভৃতি কৌতুহলাবিষ্ট-বানরগণ-পরিবৃত বায়ুতনয়, মহামতি জাম্ববান্ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া জানকী-অন্বেষণ-উদ্দেশে সমুদ্রলঙ্ঘন-প্রবৃত্তিকাল হইতে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলে, আনন্দাধিক্যে পরস্পর আলিঙ্গন-পরায়ণ সমবেত কপিকুল, কার্য্যোদ্ধারক্ষম হনুমান্‌কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, তাহাদিগের মান, সম্ভ্রম এবং প্রাণদাতা জ্ঞানে বিবিধ প্রকারে সম্মানিত করিল।

হনুমানের প্রত্যাগমন ও সীতা উদ্দেশ বার্ত্তা প্রদান।

মহাবীর বালিনন্দন, নিকটস্থ সেনাপতিগণের অপরিসীম বিক্রম বর্ণন পূর্ব্বক, তাহাদিগের সাহায্যে অনতিবিলম্বে সসৈন্যে রাক্ষসরাজকে হনন করতঃ, জানকীদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া, রাম সমীপে গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, মহামতি জাম্ববান্, কপিগণের অপরিমিত বল, এবং মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদকে ব্রহ্মার বরে সর্ব্বজীবের অবধ্য জানিয়াও,

শুভ-সংবাদ প্রদান জন্য বানর-গণের কিষ্কিন্ধ্যায় গমন প্রবৃত্তি।

তদনুরূপ কার্য্য-প্রণালীতে মহানুভাব রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবরাজের গৌরব লাঘব সম্ভাবনায়, তাঁহাদিগের বিনা অনুমতিতে এবম্প্রকার কার্য্যে প্রবৃত্তি যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনায়, তদধ্যবসায় হইতে কুমার অঙ্গদকে নিরস্ত করিল। পরিশেষে বৃদ্ধ সচিবের পরামর্শে, ত্বরায় শুভসংবাদ প্রদানে সকলকে আনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে, অঙ্গদ-প্রমুখ বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে অবিলম্বে প্রস্থিত হইল।

পথিমধ্যে সুগ্রীব-মাতুল মহাবল দধিমুখ-পরিরক্ষিত মনোহর মধুবনের নিকটস্থ হইয়া, মধুপানেচ্ছুক বানরগণ কুমার অঙ্গদের অনুমতি লাভান্তে বলপূর্ব্বক উপবন প্রবেশ করতঃ মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। হর্ষাতিশয্যবশতঃ অপরিমিত মধুপানে উন্মত্ত বানরগণ বহুযত্ন রক্ষিত বন ভগ্ন ও কিঙ্করগণকে পীড়িত করিয়া বিবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিলে, সংবাদপ্রাপ্ত উপবন রক্ষক ক্রুদ্ধ দধিমুখের সহিত তাহাদিগের বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে প্রচণ্ড বানরগণ দ্বারা বিশেষরূপে প্রপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়া, দধিমুখ পলায়ন ও সত্বর কিষ্কিন্ধ্যায় গমন পূর্ব্বক, সুগ্রীবরাজের নিকটে অঙ্গদাদেশে বানরগণ কর্ত্তৃক মধুবন ভঙ্গ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

বানরগণ কর্ত্তৃক মধুবন ভঙ্গ।

নির্দ্দিষ্ট কালাতিপাতী, দক্ষিণাভিমুখগামী, কার্য্যাসাধনকুশল হনুমৎ প্রমুখ বানরগণের উপদ্রবে পুরুষানুক্রমে সযত্নরক্ষিত মধুবন ভগ্ন হইয়াছে, এই বার্ত্তা শ্রবণে বিচক্ষণ বানরপতি কার্য্যসিদ্ধি প্রতীতি করিয়া, প্রফুল্লিতান্তঃকরণে বানর-

অঙ্গদাদির স্বদেশ গমন।

গণের তাদৃশ আচরণের কারণ নির্দ্দেশে, মাতুল দধিমুখকে সন্তুষ্ট করতঃ, তাঁহাকে শীঘ্র মধুবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, অঙ্গদ, হনুমান্ প্রভৃতিকে তন্নিকটে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিষ্কিন্ধ্যা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হৃষ্টচিত্ত দধিমুখ প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া, মধুপানোন্মত্ত অঙ্গদ হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সত্বর স্বদেশ গমনে প্রবৃত্ত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

হনুমানের রাম-চন্দ্রকে সীতা সম্বাদ ও শিরোমণি প্রদান।

কুমার অঙ্গদ ও হনুমান্ প্রভৃতি কপিযূথ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবরাজকে সীতা উদ্দেশ বার্ত্তা জ্ঞাপনাভিপ্রায়ে আনন্দ কোলাহলে গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া শীঘ্রগতিতে কিষ্কিন্ধ্যাপ্রদেশে উপস্থিত হইল। সেবকোচিত যথাবিহিত অভিবাদনের পর বাক্য-কুশল হনুমান্, প্রথমে সঙ্ক্ষেপতঃ জানকীর উদ্দেশপ্রাপ্তি বার্ত্তায় শোকাতুর ভ্রাতৃদ্বয়ের হর্ষবিধান পূর্ব্বক, নিদর্শনস্বরূপ দেবীর শিরোভূষণ রামহস্তে প্রদান করিল। সেই শিরোভূষণে জনকরাজ প্রদত্ত মণির প্রত্যভিজ্ঞান লাভে, রামচন্দ্র সাদরে উহা বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক, প্রফুল্লিতান্তঃকরণে মারুতিকে সীতা বিষয়ক সংবাদ সমূহ বিশদরূপে বর্ণন করিতে আদেশ করিলেন।

হনুমান্ কর্তৃক সীতার সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণন।

আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র প্রভু পরায়ণ হনুমান্, অনুদ্দিষ্টা সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ কিষ্কিন্ধ্যা পরিত্যাগ সময় হইতে উপস্থিত প্রত্যাগমন কালব্যাপিনী ঘটনাবলী সবিস্তারে কীর্ত্তন, এবং অপরের অজ্ঞাত সীতা-মুখশ্রুত বিষয় সমূহ বিশিষ্ট অভিজ্ঞান স্বরূপ শোকার্ত্ত রামচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিয়া সকলকে প্রহৃষ্ট করিল। অবশেষে সর্ব্বজন প্রশংসিত পবন তনয়, অবিলম্বে রাক্ষসী পীড়িতা মলিনা জানকীর উদ্ধার সাধনে তৎপর হইতে

সকলকে উত্তেজিত করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে, বানররাজ সুগ্রীব, সমগ্র কপিকুলকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে আদেশ করতঃ, সমুদ্র তীরে গমনোদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

সসৈন্যে রামচন্দ্রের সমুদ্রোদ্দেশে গমন।

বিচক্ষণ সংগ্রাম-কুশল হনুমানের প্রমুখাৎ সমগ্র রাবণ-সেনার (১) বলাবল অবগত হইয়া, এবং বানররাজের সমুদ্র পার জন্য সেতুবন্ধন প্রস্তাবে অনুমোদন পূর্ব্বক, সেই দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে, শুভক্ষণ বোধে, শত সহস্র বানর সহিত সেনাপতি নীলকে পথ প্রদর্শন কার্য্যে, মহাবীর গবয় ও গবাক্ষকে সৈন্য সমূহের অগ্রভাগে, বানর শ্রেষ্ঠ ঋষভকে দক্ষিণভাগে, বেগগামী গন্ধমাদনকে বামভাগে, এবং তেজস্বী সুগ্রীবকে পশ্চাদ্‌ভাগে, বহুতর সৈন্যসহ স্থাপিত করতঃ, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ, বানর প্রবর হনুমান্‌ ও অঙ্গদের পৃষ্ঠারোহণে, সমুদ্রোদ্দেশে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অসংখ্য বানরসৈন্য পরিবৃত ধীমান্‌ রামচন্দ্র সযত্নে সৈন্য সংরক্ষণ, এবং উৎপীড়নভয়ে জনপদ সমূহ পরিত্যাগ করতঃ, অগণিত নদী, পর্ব্বত, কানন, প্রান্তরাদি অতিক্রম করিয়া,

---

(১) কোন গ্রন্থমতে সীতা উদ্দেশকালে হনুমান্‌ কর্ত্তৃক লঙ্কার চতুর্থাংশ সৈন্য-বল-বিনাশ নির্দিষ্ট হয়;—

"দশানন বলৌঘস্য চতুর্থাংশো ময়াহতঃ।
দগ্ধালঙ্কাং পুরীং স্বর্ণ প্রাসাদো ধর্ম্মতো ময়া।"

প্রবাদ আছে, রামচন্দ্র, হনুমান্‌ প্রমুখাৎ লঙ্কাপুরীতে বহুল বিল্ববৃক্ষের অস্তিত্ব শ্রবণে, বিল্বপত্রের মহিমানভিজ্ঞ, সুতরাং তাহা পদ দলনকারী দুরাচার রাক্ষসগণ সহিত রাবণের নিধন, অনায়াস-সাধ্য বিবেচনা করেন।

লবণ সমুদ্র উদ্দেশে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বানরগণ ভয়ঙ্কর রাক্ষস-যুদ্ধে রামচন্দ্রের সাহায্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তৎকার্য্যে নিযুক্তি বশতঃ গৌরব-প্রফুল্লিত মনে, উন্মত্ত প্রায় উল্লম্ফন, নর্ত্তন ও যৌবনকাল সুলভ ব্যায়ামানুশীলন করিতে করিতে মেদিনী কম্পিতা করতঃ চলিতে লাগিল। মহাতেজাঃ রামচন্দ্র ও সুগ্রীবরাজের কঠোর শাসনে, বলশালি বানর-সৈন্য অত্যাচার-নিবৃত্ত হইয়া, বহুযোজন সমাচ্ছন্ন করতঃ, বেগগমনে অনতিবিলম্বে সমুদ্র নিকটস্থ মহেন্দ্র পর্ব্বতে উপস্থিত হইল।

বানর সেনার মহেন্দ্র পর্ব্বতে উপস্থিতি।

পর্ব্বত শিখর হইতে বহু জলজন্তু সমাকীর্ণ বরুণালয় নয়নগোচর হইলে, রামচন্দ্র ক্রমে বেলাভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া, দ্বিতীয় সাগর সদৃশ স্বীয় সৈন্য, বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুল, এই তিন ভাগে বিভক্ত ও সেনাপতি নীল কর্ত্তৃক পুলিন ভূমিতে সন্নিবিষ্ট করতঃ, গুপ্ত শত্রু হইতে রক্ষণাভিপ্রায়ে, মহাবীর মৈন্দ ও দ্বিবিদকে অনুচরবর্গসহ চতুর্দিক ভ্রমণ করিতে প্রহরিভাবে নিযুক্ত করিলেন। পরে দুস্তর সরিৎপতি পার হইবার উপায় নির্ণয়ভার বানররাজোপরি ন্যস্ত করিয়া, সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্র, দিবাবসানকালে সায়ংকালীন সন্ধ্যা বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সমুদ্র পুলিনে রামচন্দ্রের সৈন্য সমাবেশ।
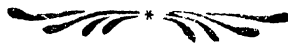
লঙ্কাকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

হনুমানের প্রস্থানে রাক্ষস সেনাপতি গণের আস্ফালন।

বীর-সেবিতা লঙ্কাপুরী প্রায় ভস্মাবশেষ করিয়া মহাবল মারুতি প্রস্থিত হইলে, বিষণ্ণ রাবণ সভাস্থ অমাত্য এবং সেনাপতিগণকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে আদেশ করিলে, সকলে একবাক্যে রাক্ষসরাজের অজেয় বিক্রম উল্লেখ পূর্ব্বক, একমাত্র বানরের সামান্য কার্য্যে চিত্তচাঞ্চল্য যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনা করিল; পরন্তু প্রত্যেক সেনাপতি, তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে গমন করিয়া, অবিলম্বে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল। রামচন্দ্রকে সামান্য নর, এবং সুগ্রীব প্রভৃতিকে সামান্য শাখামৃগ বোধে উপেক্ষা করতঃ, সকলেই আপনাদিগের নিশ্চিন্ত ও নিরস্ত্র ভাবই হনুমানের তাদৃশ উপদ্রব-সমর্থতার কারণ স্থিরীকৃত করিয়া মহা আস্ফালনে প্রবৃত্ত হইল।

রাবণানুজ ধার্ম্মিক-প্রবর বিভীষণ, অগ্রজের চরণবন্দনা পূর্ব্বক, বিনীতভাবে শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণাদি দ্বারা, নিরপরাধ রামচন্দ্রের ভার্য্যাহরণ যুক্তিবিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়া, একমাত্র
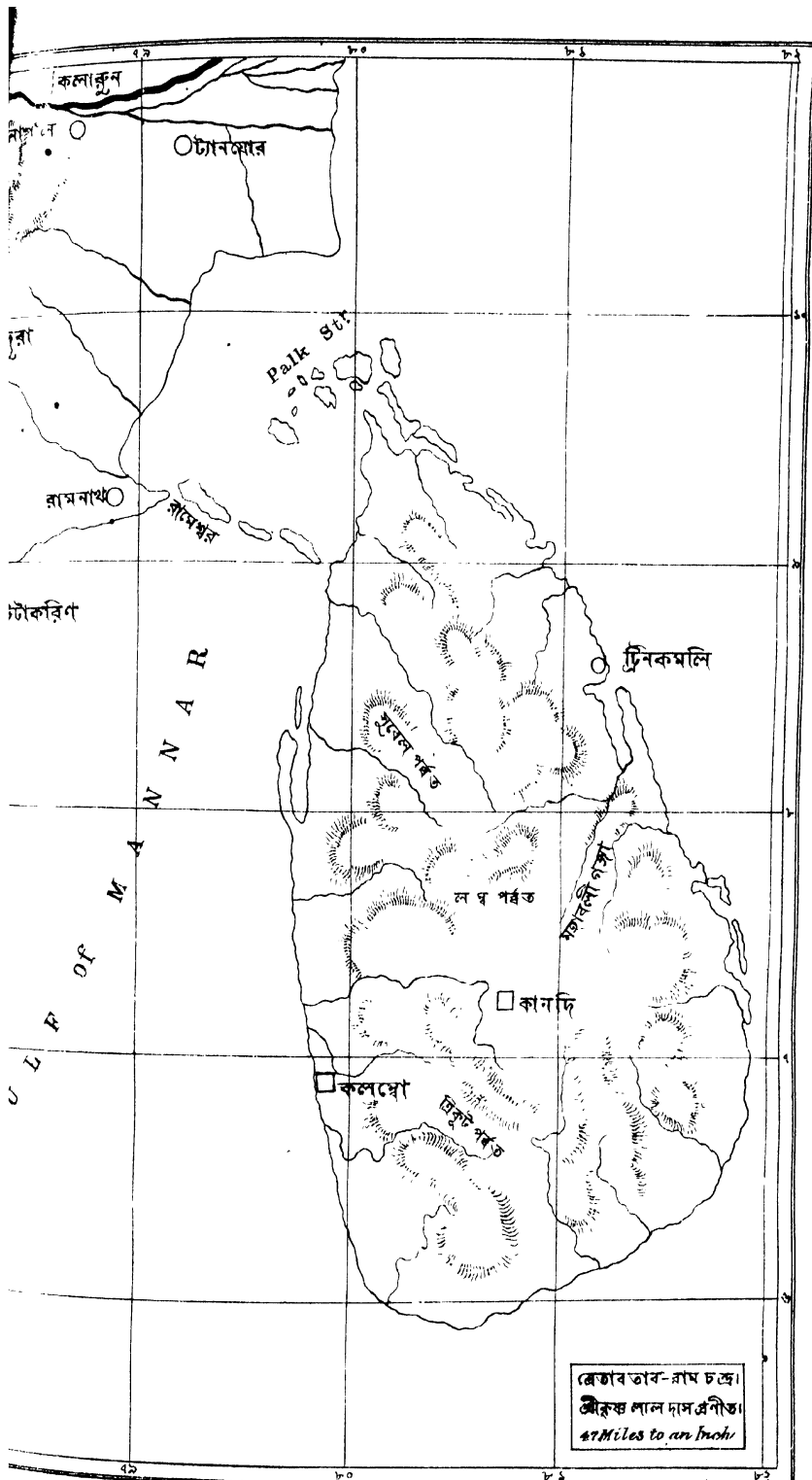
কলোরুন
ট্যানযোর
Palk Str.
রামনাথ
রামেশ্বর
টাকরিণ
GULF OF MANAR
ট্রিনকমলি
লগ্ন পর্ব্বত
কানদি
কলম্বো
ত্রিকূট পর্ব্বত
ত্রেতাবতার-রাম চন্দ্র।
শ্রীকৃষ্ণ লাল দাস প্রণীত।
47 Miles to an Inch

নিঃসহায় দূত-কর্ত্তৃক সমুদ্র লঙ্ঘন, বহুতর সেনানী ও অক্ষ-কুমার বধ, এবং অবশেষে সুরক্ষিত লঙ্কাপুরী দহন প্রভৃতি কার্য্য পরম্পরায়, রামচন্দ্রকে সামান্য শত্রু জ্ঞান মূঢ়তার চিহ্ন বোধে, অগ্রজের নিকট অমঙ্গল হেতু স্বরূপা সীতাকে অবিলম্বে পরিত্যাগের জন্য বারম্বার প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম-পরায়ণ অনুজের বাঙ্মর্ম গ্রহণে পরাঙ্মুখ কুমতি রাবণ, ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, সভা ভঙ্গান্তে নৃত্য-গীতামোদে চিত্তের প্রসাদন সাধনে যত্নবান্ হইল।

সীতা প্রত্যর্পণার্থ বিভীষণের অনুরোধ।

পর দিবস পুনরায় সভাস্থ সকলে সমবেত হইলে, সুদীর্ঘ-নিদ্রোত্থিত রাবণানুজ কুম্ভকর্ণ, অপহৃতা জানকীর বৃত্তান্ত ও রামদূত হনুমানের অসাধ্য-সাধন সংবাদ সবিশেষ অবগত হইয়া, প্রথমতঃ পরদার-হরণ-জন্য অগ্রজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতঃ, অবশেষে স্বীয় অপরিসীম বাহুবল-জনিত মত্ততাপ্রযুক্ত, রামের সহিত যুদ্ধে প্রাণপণে অগ্রজের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। সীতাহরণ-জন্য কুম্ভকর্ণের অসন্তোষ ও প্রতিবাদ বাক্যে রক্ষোরাজকে কথঞ্চিৎ কুপিত দর্শনে, নিকটস্থ অপরাপর সেনানীবর্গ, রাম কর্ত্তৃক নিরপরাধ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত, খর নিশাচরের বধ ব্যাপার উল্লেখ করিয়া, শত্রু-বণিতা হরণ উপযুক্ত রাজদণ্ড প্রতিপাদন পূর্ব্বক, রাক্ষসরাজের ন্যায়-সঙ্গত কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিল।

সীতা হরণ সংবাদে কুম্ভকর্ণের বিরক্তি ও পরে সহানুভূতি।

সীতা হরণে অমাত্যগণের পোষকতা।

সভাস্থ সুবুদ্ধি স্পষ্টভাষী বিভীষণ, কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা-হরণ-জন্য লঙ্কাপুরীর অমঙ্গল ঘটনা সমূহ বিবৃত করিয়া, ভাবী

অনর্থের আশঙ্কায় জ্যেষ্ঠকে বারম্বার সীতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের শরানল হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপদেশ প্রদান করিলেন। অপিচ, জনস্থানবাসী খর-রাক্ষসের, রামচন্দ্রের প্রতি অকারণ অত্যাচার প্রতিপন্ন করিয়া, তন্নিধনে দাশরথির সম্পূর্ণ নির্দোষতা স্বীকার করিলেন। পরিশেষে রামচন্দ্রের অমানুষিক বীরত্বের বহুতর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক, সামান্য মানব জ্ঞানে তৎপ্রতি অবজ্ঞা নিতান্ত অপরিণাম দর্শিতা নির্দেশ করিয়া, তাঁহার অসন্তোষকর বিরুদ্ধাচরণে নিবৃত্ত হইতে পুনঃ পুনঃ অগ্রজকে অনুরোধ করিলেন।

সীতা প্রত্যর্পণার্থ বিভীষণের পুনরানুরোধ।

খুল্লতাতের বাক্য পরম্পরা শ্রবণে ক্রুদ্ধ কুমার ইন্দ্রজিৎ, স্বীয় অসীম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে ভীরু ও কাপুরুষ ইত্যাদি তিরস্কার বচনে নিবৃত্ত করিয়া, পিতাব কার্য্য যুক্তিযুক্ত বোধে তদনুমোদনে প্রবৃত্ত হইলে, সদ্বিবেচক বিভীষণ তাদৃশ অপরিণামদর্শী মন্ত্রণাকারীকে রাজদণ্ড যোগ্যরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন। প্রিয় পুত্রের প্রতি এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাক্ষসপতি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, ন্যায়-পরায়ণ বিভীষণকে জ্ঞাতিবিরোধী, ক্রূরস্বভাব, অহিতাকাঙ্ক্ষী ও লঙ্কার সিংহাসন-লোভী প্রভৃতি শব্দে আখ্যাত করিয়া, তাঁহার যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিল এবং তাদৃশ ব্যক্তি বধ-দণ্ডার্হ নির্দেশ করতঃ, কেবল সহোদর জ্ঞানে তদনুরূপ দণ্ডবিধানে ক্ষান্ত রহিল।

বিভীষণের প্রতি রাবণের তিরস্কার।

নীতি-বিশারদ বিভীষণ এবম্প্রকার তিরস্কারে (১) অবমানিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সহচর চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে সত্বর সমুদ্র পারে গমন ও স্বীয় পরিচয় প্রদান করতঃ, রামচন্দ্রের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, হনুমান্ ব্যতিরেকে সকলেই তাঁহাদিগকে রাবণ প্রেরিত চর বিবেচনায়, তদুপরি সম্যক্ বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিল; কিন্তু সদ্বিবেচক রাঘব, ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে শরণাগতকে আশ্রয় দান অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে, সরল, সত্যভাষী, বিভীষণকে নিঃসঙ্কোচে আশ্বস্ত করিলেন। এতাদৃশ অচিন্তনীয় সদ্ব্যবহারে মোহিত, রাম-চরণে নিপতিত রাবণানুজ, অগ্রজের কুব্যবহারে পুত্র পরিবারাদি পরিত্যাগ করতঃ, তথায় স্বীয় আগমন কারণ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া, রাক্ষস-যুদ্ধে চির সহায় হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

বিভীষণের লঙ্কা পরিত্যাগ ও রাম-চন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ।

বিভীষণের ব্যবহারে প্রীত রামচন্দ্র, তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক, তাঁহাকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, অবিলম্বে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সাগর-বারি দ্বারা রাবণানুজকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর সমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়া,

বিভীষণ পরামর্শে রাম-চন্দ্রের সাগরোপাসনায় প্রবৃত্তি।

(১) কথিত আছে, রাবণ কর্ত্তৃক পদাঘাতে অপমানিত সৎপরামর্শদাতা বিভীষণ, লঙ্কা পরিত্যাগ করতঃ শরণাগতরূপে রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত, স্বীয় বাক্যের অলীকত্ব প্রমাণ হইলে, কলিযুগের ব্রাহ্মণ ও শতপুত্রের পিতা হইবেন, এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন।

বিচক্ষণ বিভীষণ, প্রথমেই রামচন্দ্রকে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ সগররাজের ষষ্টিসহস্র পুত্রগণ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত (২) সাগরের আরাধনা করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। গুণ-গৃহ্য দাশরথিও তদ্বাক্যে যথাবিহিত ব্রতানুষ্ঠানন্তর সমুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।
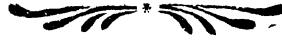
(২) সাগর—সগর পুত্রগণ পিতার অপহৃত যজ্ঞীয় অশ্বান্বেষণ কালে, পৃথিবী খনন করিয়া "সাগর" পরিবর্দ্ধন করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই সময়ে শার্দ্দূল নামে জনৈক নিশাচরের মুখে রামচন্দ্রের অগণিত বানরসৈন্য সহিত সমুদ্রের উত্তর পারে আগমন সংবাদ শ্রবণে, রাক্ষসরাজ সবিশেষ তথ্য নিরাকরণার্থে ও ভ্রাতৃজ্ঞানে বানররাজকে মানব রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিতে নিবারণ করিবার নিমিত্ত, (৩) শুক নামক এক কার্য্যদক্ষ রাক্ষসকে গোপনে রাম-শিবিরে গমন করিবার অনুমতি করিল। রাজাজ্ঞায় পক্ষিরূপধারী শুক, অনতিবিলম্বে সমুদ্র পারে রাম শিবিরে গমন ও শূন্য হইতে রাবণের উপদেশ মতে সুগ্রীবরাজকে সম্বোধন করিলে, শীঘ্র বানরগণ কর্ত্তৃক ধৃত ও রাম-সমক্ষে নীত হইল। দূত জ্ঞানে দয়ালু রামচন্দ্রের ভীত শুককে নিষ্কৃতি প্রদানেচ্ছা দর্শনে, স্বপক্ষের বলাবলদর্শী গুপ্ত রাক্ষস-চরকে সম্প্রতি পরিত্যাগ অনুচিত বিবেচনায়, কুমার অঙ্গদ তাহাকে অবরুদ্ধ করিল।

রাবণ কর্ত্তৃক শুককে চররূপে প্রেরণ।

(৩) কোনও গ্রন্থমতে শুক পূর্ব্বজন্মে পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। একদা ক্ষুধিত অগস্ত্য ঋষি, শুকের আশ্রমে ভোজন সময়ে, বজ্রদংষ্ট্র নামক শুক-বিপক্ষ রাক্ষসের ছলনায়, ভোজন-পাত্রে মনুষ্য-মাংস দর্শনে, শুককে রাক্ষস-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ, এবং পরে নিরপরাধ জ্ঞানে, লঙ্কাপুরী আক্রমণকারী রামচন্দ্রের দর্শনে মুক্তিলাভ বর প্রদান করেন। রাক্ষসরাজের দৌত্য ক্রিয়ার পর, ধর্ম্ম-পরায়ণ শুক শাপমুক্ত হয়েন।

শুকের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

সাগরের উপস্থিতি ও নল কর্তৃক সেতুবন্ধনের পরামর্শ।

সাগরের আরাধনায় ত্রিরাত্রি অতিবাহিত হইলেও, তাঁহার অনাগমনে রামচন্দ্র ক্রোধে দিব্যাস্ত্র সন্ধান করিলে, জলজন্তু সমূহ বিক্ষোভিত এবং জলরাশি ধূমাচ্ছন্নবৎ প্রতীয়মান হইল। পরে রাঘবকে জলরাশি শোষণ মানসে ভয়াবহ ব্রহ্মদণ্ড নামক শর নিক্ষেপে উদ্যত দর্শনে, ভীত সমুদ্র সত্বর সম্মুখাগত হইয়া, সর্ব্ব বস্তু নির্ম্মাণ-সমর্থ বিশ্বকর্ম-পুত্র, মহাবীর (১) নলকে বৃক্ষপ্রস্তরাদি দ্বারা সেতু-বন্ধন উপদেশ করতঃ, সাগর সেই সেতু বক্ষে ধারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, রামচন্দ্রকে শর সংযমন করিতে অনুরোধ করিলেন। বরুণের প্রার্থনায় রামচন্দ্র অব্যর্থ শর নিক্ষেপে দ্রুমকুল্য স্থানবাসী দস্যুবর্গকে (২) অভীর নামক দলপতি সহ নিহত করিলে, তৎপ্রদেশ অতঃপর মরুকান্তার নামে আখ্যাত হয়।

নল বানরের বর প্রাপ্তি।

(১) কথিত আছে, বানর বীর নল বাল্যকালে সুহোত্র পুত্র, রাজর্ষি জহ্নুর * আশ্রমে প্রতিপালিত হয়। বাল্য-সুলভ চপলতা বশতঃ নল প্রত্যহ মুনিবরের দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি নদী-জলে নিপাতিত করিত বলিয়া, তৎস্পৃষ্ট দ্রব্য সমূহ জলে প্লবমান হইবে, এইরূপ বর মুনির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

(২) "Cowherds, sprung from a Brahman and a woman of the medical tribe, the modern আহীর জাতি"

---

* Near modern Sultanganj, west of Bhagulpur.

রঘুনন্দনাদেশে ক্ষিপ্রহস্ত নলবীর, (১) অপরাপর মহাবল বানরগণ আনীত পর্ব্বত ও বৃক্ষাদির দ্বারা, প্রথম দিবসে চতুর্দশ, দ্বিতীয় দিবসে বিংশতি, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি এবং পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন জলরাশি আবদ্ধ করিয়া, অদ্ভুত সেতু (২) সমাপ্ত করিল।

সেতুবন্ধন।

---

(১) "Underneath this grand imagery, the reader will see the plain fact that রাম found the sea stormy and boistrous after his arrival there and despaired how to cross it, and when it calmed down, a mighty bridge was constructed. * * *"

(২) কথিত আছে, নলবীর প্রত্যহ তিন যোজন সেতু নির্ম্মাণ করতঃ, একমাসে নবতি যোজন সেতু নির্ম্মাণ করে। অবশিষ্ট দশযোজন, হনুমান্ কর্ত্তৃক আনীত পর্ব্বত দ্বারা এক দিবস মধ্যেই সমাহিত হইয়াছিল।

কোন গ্রন্থমতে, সেতুবন্ধন সময়ে রাঘব কর্ত্তৃক সর্ব্বলোক হিত কামনায় সমুদ্র তীরে "রামেশ্বর" শিব সংস্থাপিত হইয়াছিলেন ;—

সেতু বন্ধ রামেশ্বর।

"সেতুমারভ্যমানস্তু তত্র রামেশ্বরম্ শিবম্।
সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামোলোক হিতায় চ॥"

মতান্তরে,—রাবণকে মহাশৈব জ্ঞানে, সেতুবন্ধন সময়ে তৎকর্ত্তৃক উপদ্রব নিবারণার্থ রামচন্দ্র এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। পুনশ্চ মতান্তরে,—রাবণ-বধের বহু পরে, ভরত ও সুগ্রীবের সহিত মিত্র বিভীষণকে দর্শন মানসে, রাম-চন্দ্র লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। লঙ্কা পরিদর্শনান্তে প্রত্যাগমন সময়ে, তাঁহার কর্ত্তৃক সমুদ্রের বেলাভূমিতে "রামেশ্বর" শিব প্রতিষ্ঠিত হয়েন।

রাম-চন্দ্রের সমুদ্রপার ও সৈন্য সমাবেশ।

সেতুবন্ধন (১) সম্পন্ন দর্শনে, অনুজ, মিত্রদ্বয় এবং সমস্ত বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে শুভক্ষণে হৃষ্টচিত্তে রাম সমুদ্র পার হইয়া, লঙ্কাপুরীর নিকটবর্ত্তী সুবেল পর্ব্বতদেশে সৈন্যসমাবেশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং অবস্থিত হইয়া, সমরকুশল রাঘব, কুমার অঙ্গদকে সেনাপতি নীলের সহিত আপন পৃষ্ঠদেশে, তৎপশ্চাৎ মহাবীর জাম্ব-বান্ ও সুষেণকে এবং সর্ব্ব পশ্চাতে কপিরাজ সুগ্রীবকে স্থাপিত করতঃ, সেনাপতি ঋষভ ও গন্ধমাদনকে সৈন্যসমূহের দক্ষিণ ও বামভাগ রক্ষা করিতে নিয়োজিত করিলেন। এই-রূপে ব্যূহরচন সমাপ্ত হইলে, রামচন্দ্রের আদেশে রাক্ষসরাজ-দূত শুক মুক্তিলাভ করিয়া প্রস্থান করিল।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর। (বর্ত্তমান)

(১) "Madura (মদুরা) হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে সুবিখ্যাত সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ভারত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সাগর এখন ৬০ মাইল বিস্তীর্ণ। এই ৬০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া ভাঙ্গা সেতু * * * জল এত কম যে মানুষ গরু পার হইয়া যায়। সেতুর অংশ রামেশ্বর দ্বীপ নিম্নে বালুকাময় ও বাবলা বৃক্ষে আকীর্ণ। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড ও খোদকারীতে পূর্ণ।"

"The islands of রামেশ্বর and মান্নার and the chain of islets and the sand-banks between them, called Adam's Bridge, appear to be remnants of the natural land-connection between the mainland of India and Ceylon which existed in some recent geological epoch. There is no doubt of the fact that Ceylon once formed a part of the Deccan."

শুক সত্বর দশানন সন্নিধানে প্রত্যাগত হইয়া, বানরগণের হস্তে ছিন্ন আপন পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, অলৌকিক ক্ষমতা-শালী রামচন্দ্রকে সীতা প্রত্যর্পণ করতঃ, সন্ধিস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলে, নিশাচর-পতি তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া, শুক ও সারণ নামে অপর অমাত্যদ্বয়কে বানর সৈন্যের পরাক্রম অবগতির নিমিত্ত প্রেরণ করিল। রাজাদিষ্ট অমাত্যযুগলকে বানরাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক, কপিসৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে দেখিয়া, বিচক্ষণ বিভীষণ তাহাদিগকে ধৃত এবং রামের নিকটে উপস্থিত করিলেন। মিষ্টভাষী রাম-চন্দ্র তাহাদিগের আগমন-কারণ অবগত হইয়া, আপনার সমস্ত বলাবল প্রদর্শন এবং পর দিবস ভার্য্যাপহারীর সহিত সসৈন্য সাক্ষাৎকারের অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে নিরাপদে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

রাবণা দেশে শুক ও সার-ণের দৌত্য।

মন্ত্রিদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ রামচন্দ্রের অপরিসীম পরাক্রম জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাক্ষসাধিপকে তাঁহার বিরুদ্ধচারী হইতে

"I further think that the islets between রামেশ্বর and মান্নার were much more numerous then, than they are at present, and they were separated from each other by shoals, which রাম probably filled up with timber, rocks, and loose earth to form a causeway for the passage of his army. The remains of such a temporary and perishable structure could not have lasted long after Rama's expedition to Cylon."

রাবণের বানর সৈন্য দর্শন ও শার্দ্দূলাদির দৌত্য।

নিষেধ করিলে তজ্জন্য কেবল অবজ্ঞা-ভাজন হইয়া, পরিশেষে উচ্চ প্রাসাদ-শিখর হইতে অনতিদূরবর্ত্তী বানর সেনা সমূহ প্রদর্শিত এবং একে একে পরিচিত করিল। অনন্তর রামচন্দ্রের কার্য্যপ্রণালী অবগতির জন্য পুনরপি প্রেরিত শার্দ্দূল-প্রমুখ রাক্ষসগণ, বিভীষণ কর্ত্তৃক ধৃত, রাম নিকটে নীত, এবং পরিশেষে মুক্ত ও প্রত্যাগত হইয়া, ভীত মনে রাক্ষসনাথকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে প্রার্থনা করিলে, দুর্মতি রাবণ কোপান্বিত হইয়া সংগ্রাম-সঙ্কল্পে অধিকতর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাকে রাম-চন্দ্রের মায়ামুণ্ড প্রদর্শন ও সরমার সান্ত্বনা।
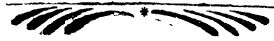
অতঃপর দুর্ব্বৃত্ত দশানন মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করতঃ, বিদ্যুজ্জিহ্ব (১) নামক মায়াবী নিশাচরের দ্বারা মায়ানির্ম্মিত রামচন্দ্রের ছিন্ন মস্তক ও রক্তাক্ত শরাসন হস্তে অশোকবন-বাসিনী দুঃখিনী সীতাদেবীর নিকট গমন করিল, এবং তৎ-সমুদায় প্রদর্শন পূর্ব্বক, স্বামীর মৃত্যু-নিশ্চয়ে বিলাপকারিণী জানকীকে, বশীভূতা হইবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু অবিলম্বেই সেনাপতি প্রহস্ত ও সচিববর্গ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, ত্বরায় যুদ্ধ-বিষয়ক মন্ত্রণার জন্য সভাগৃহ গমনে বাধ্য হইলে, মায়ামুণ্ড প্রভৃতিও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তদ্দর্শনে বিভীষণ-ভার্য্যা পুণ্যবতী সরমা, শোকার্ত্তা সীতার সমীপে আগমনান্তে রামচন্দ্রের কুশল-বার্ত্তা ও রাবণের যুদ্ধ-বিষয়ক সংকল্প সম্যক্ জ্ঞাপন করতঃ, জানকীর চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্তা হইলে, সেই মুহূর্ত্তে সসৈন্য রামচন্দ্রের পুরোবর্ত্তন জনিত ভয়াবহ সিংহনাদ ও ভেরী শব্দ শ্রুতিগোচর হইল।

(১) এই বিদ্যুজ্জিহ্ব একজন প্রসিদ্ধ মায়াবী রাক্ষস। শূর্পণখার মৃত স্বামী, কালকেয় দানবও বিদ্যুজ্জিহ্ব বলিয়া পরিচিত।

মাল্যবানের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া রাবণের সৈন্য সমাবেশ।

সভাসীন রাবণের উত্তেজনায় রাক্ষসগণকে শত্রু পক্ষীয় রণবাদ্যে জীবনাশা বিসর্জনার্থে যথাশক্তি উত্তেজিত দর্শনে, মাতামহ বিচক্ষণ মাল্যবান্ দৌহিত্রকে যুদ্ধে নিবৃত্ত করিবার আশায় বহুবিধ সৎপরামর্শ প্রদান করিলেন; কিন্তু তাঁহার নীতিগর্ভ বাক্য সমূহ রাক্ষসপতির অগ্রাহ্য বোধে, অগত্যা ক্ষান্ত হইয়া, স্বীয় আবাসে প্রস্থান তৎপর হইলেন। লঙ্কাপুরী রক্ষণে যত্নশীল রাবণ, সেনাপতি প্রহস্তকে পূর্ব্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণদ্বারে, এবং কুমার ইন্দ্রজিৎকে পশ্চিমদ্বারে অবস্থাপন করিয়া, স্বয়ং উত্তরদ্বার রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল।

লঙ্কা পুরী অবরোধার্থে রাম চন্দ্রের উদ্যোগ।

গুপ্তচরবেশি বিভীষণ-প্রেরিত তদীয় সহচর-চতুষ্টয়ের মুখে রাবণের পুরীরক্ষার্থ সেনা নিবেশ প্রণালী অবগতি মাত্রে, রামচন্দ্র সতর্কতা সহকারে, মহাবীর নীলকে পূর্ব্বদ্বার, কুমার অঙ্গদকে দক্ষিণদ্বার এবং পবননন্দনকে পশ্চিমদ্বার আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়া, অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দশানন-রক্ষিত উত্তরদ্বারযোগে লঙ্কায় প্রবেশ সঙ্কল্প করতঃ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও বিভীষণকে সৈন্য সমূহের মধ্যস্থলে অবস্থানাদেশ করিলেন। অনন্তর দাশরথিদ্বয়, সুগ্রীব বিভীষণ প্রভৃতির সহিত সুবৃহৎ লঙ্কাপুরী দর্শন মানসে, সুবেল পর্ব্বতারোহণ পূর্ব্বক, রাবণাবাসের শোভা ও সমৃদ্ধি দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।

এইরূপে লঙ্কা দর্শন সময়ে, নীলাচল সদৃশ, রক্তবস্ত্র পরিহিত, রাক্ষসপতিকে কিঙ্করগণ বেষ্টিত হইয়া, সৌধ শিখরে

অবস্থিত দর্শনে, ক্রুদ্ধ কপিরাজ সহসা মহাবেগে গমন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইলেন। কুপিত দশানন, সমাগত সুগ্রীবকে তিরস্কার করতঃ, ধৃত করিতে উদ্যত হইলে, উভয়ে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাবণ, সমবল বানররাজকে পরাভূত করিতে অসমর্থ হইয়া, মায়াযুদ্ধ অবলম্বন করিল; কিন্তু তথাপি আকাশমার্গচারী সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইল। অবশেষে শ্রমক্লিষ্ট রাবণকে ভূতলে নিপাতিত এবং ধর্ষিত (১) করিয়া, মহাবল সুগ্রীব বায়ুবেগে রামসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

সুগ্রীব কর্ত্তৃক রাবণের নিগ্রহ।

বিজয়ী সুগ্রীবের হস্তে রাবণের নিগ্রহ বার্ত্তা শ্রবণে, বিচক্ষণ রামচন্দ্র, মিত্র কপিরাজের অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করতঃ, এতাদৃশ অসম সাহসিক ব্যবহার অযৌক্তিক বিবেচনায়, অতঃপর তাঁহাকে একাকী অসহায় ভাবে শত্রুর নিকটগামী হইতে নিষেধ করিয়া, শুভক্ষণ বোধে তদ্দণ্ডেই লঙ্কাবরোধার্থ সসৈন্যে প্রস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশক্রমে সেনাপতিগণকে আপন আপন স্থানে অবস্থিত দর্শনে, মহানুভাব রামচন্দ্র রাজনীতি স্মরণ পূর্ব্বক, দুরাচার রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ করতঃ বশীভূত হইতে, অথবা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে বার্ত্তা প্রদান জন্য, কুমার অঙ্গদের প্রতি আদেশ করিলেন।

রাবণের নিকট অঙ্গদকে প্রেরণ।

(১) মতান্তরে,—প্রাসাদ-শিখরস্থ অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত রাবণ, সুবেল পর্ব্বত-শৃঙ্গারূঢ় লঙ্কাপুরী-দর্শনকারী রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমুকুট হইয়া পলায়ন করতঃ পরিশেষে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়।

রাবণা-বাসে অঙ্গদের উপদ্রব।

রামাদেশে হর্ষান্বিত মহাবল অঙ্গদ, বায়ুবেগে শূন্যমার্গে গমন পূর্ব্বক, সভাগৃহে রাবণ সন্নিধানে উপনীত হইয়া, নিজ পরিচয় প্রদানানন্তর, তথায় আগমন কারণ বিদিত করিলে, দুর্ম্মতি দশানন কোপারক্ত লোচনে, বালিপুত্রকে ধৃত ও বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত নিকটস্থ মহাবল রাক্ষস-চতুষ্টয়কে অনুজ্ঞা করিল। আদিষ্ট রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, অঙ্গদ সহসা উল্লম্ফনে তাহাদিগের বধ সাধন করতঃ, পদাঘাতে প্রাসাদ ভগ্ন, রাবণকে নানাবিধ কটূক্তিতে তিরস্কৃত করিয়া, রাক্ষস সমূহের ভীতি উৎপাদনান্তে, আনন্দিত মনে ত্বরায় রাম-সদনে প্রত্যাবৃত্ত এবং অভিনন্দিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বারম্বার তিরস্কার ও অপমান অসহ্য বোধ করিয়া, রাবণ অবিলম্বে আপনার সৈনিকবর্গকে লঙ্কাবরোধকারি রামসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিল। রাজাজ্ঞায় সমস্ত সেনাপতি স্ব স্ব অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে মহাশব্দে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধাভিলাষে পুরী হইতে নির্গত হইলে, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিও রাক্ষস বধের নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। বানর ও রাক্ষস সৈন্য পরস্পর সম্মুখীন হইয়া, অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত, হনুমান্ (১) জম্বুমালীর সহিত, লক্ষ্মণ বিরূপাক্ষের সহিত এবং রাম মহাবল রাক্ষস চতুষ্টয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামে, বানরেরা বৃক্ষ ও পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বারা রাক্ষসগণকে মর্দিত ও নিহত করিতে এবং রাক্ষসেরা তীক্ষ্ণ বাণ ও অসি প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা বানর সৈন্যকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল।

বানর ও রাক্ষস সৈন্যের প্রথম সংঘর্ষণ।

রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ প্রভৃতি সমরে আপন আপন প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিনাশ করিলে, রাক্ষস সৈন্য বিচলিত হইল।

(১) সীতা উদ্দেশ সময়ে সেনাপতি প্রহস্ত-পুত্র জম্বুমালী হনুমানের হস্তে নিহত হয়। এ স্থানের কথিত রাক্ষস অপর সেনানী মধ্যে পরিগণিত।

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন।

তদ্দর্শনে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ বর্দ্ধিত সাহসে বালিনন্দন অঙ্গ-দের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ক্রমে দিবা অব-সান ও রাত্রি সমাগমে রণস্থলী অন্ধকারময়ী হইলে, মহাবীর অঙ্গদের প্রকাণ্ড পর্ব্বতাঘাতে সারথি ও ঘোটক সহ চূর্ণরথ হইয়া, ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষে উত্থানানন্তর মায়াপাশ বিস্তার পূর্ব্বক, অলক্ষিতে সুতীক্ষ্ণ শরজালে সমস্ত (১) বানরসৈন্য ব্যথিত করিতে লাগিল; এবং অবশেষে নাগময় পাশাস্ত্র সন্ধানে শত শত সর্প উৎপাদন করতঃ তদ্দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে দৃঢ় গ্রন্থিতে বন্ধন করিয়া ভূতলে পাতিত করিল (২)।

---

(১) কোনও কোনও মতে,—মেঘনাদ শরে নিহত বানরগণকে, রামচন্দ্র পবন-পুত্রানীত দ্রোণ পর্ব্বতস্থ ওষধি সমূহ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করেন;—

"পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোঽতি দুঃখিতঃ।
উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীর মহোদধিম্॥
তত্র দ্রোণ গিরির্নাম দিব্যৌষধি সমুদ্ভবঃ।
তমানয় দ্রুতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে॥" ইত্যাদি।

কালনেমি সম্বাদ।

(২) মতান্তরে,—এই যুদ্ধে পুত্র অতিকায়ের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ রাবণ, প্রিয়াত্মজ ইন্দ্রজিৎকে লঙ্কা রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং সমরে প্রবেশ পূর্ব্বক, সুগ্রীব প্রভৃতিকে আহত এবং বিভীষণ-বধার্থ ময়দানব প্রদত্ত মহাশেল সন্ধান করে। ব্যাকুল ভাবে বিভীষণের রামসমীপে পলায়ন জন্য, রাবণ-ত্যক্ত শক্তি সম্মুখাগত লক্ষ্মণকে বিদ্ধ ও পাতিত করিলে, আহত বীরকে উত্তোলনে অসমর্থ দশানন, মহাবল হনুমানের মুষ্ট্যাঘাতে ব্যথিত এবং রামাস্ত্রে ছিন্ন মুকুট হইয়া

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশে বন্ধন শ্রবণে, রাবণ যৎপরোনাস্তি প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া, ত্রিজটা নাম্নী বৃদ্ধ পরিচারিকাকে সীতা সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথারোহণে, রণস্থল এবং রাম ও লক্ষ্মণের বন্ধনাবস্থা প্রদর্শন করিতে অনুমতি করিল। তদনুসারে স্বামী এবং দেবরের অচেতনাবস্থা দর্শনে, সীতা অতিশয় শোকাকুলিতা হইলে, পূর্ব্ব-দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও উল্লেখ করিয়া, ত্রিজটা তাঁহাকে, অবিলম্বেই ভ্রাতৃদ্বয় নিরাপদ্ হইবেন, এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্তা করিল।

সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধনাবস্থা প্রদর্শন।

পলায়ন করতঃ, রামাদেশে শেলাঘাত-পীড়িত লক্ষ্মণের নিমিত্ত ঔষধানয়নার্থে গন্ধমাদন পর্ব্বতগামী হনুমানের প্রতিবন্ধকতাচরণের জন্য বহুবিধ প্রলোভন এবং ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক, মাতুল কালনেমি নামক রাক্ষসকে প্রেরণ করে। গমন-শীল হনুমান্, পর্ব্বত-প্রদেশে তাপসবেশী কালনেমি কর্ত্তৃক, অতিথিরূপে সৎকৃত হইয়া, তৃষ্ণা নিবারণ জন্য তন্নির্দিষ্ট জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক, মকর-রূপিণী ধান্যমালী নাম্নী অপ্সরার উদ্ধার সাধন এবং তৎপ্রমুখাৎ কালনেমির পরিচয় ও অভিপ্রায় পরিজ্ঞানান্তে, দুরাচার রাক্ষসকে বিনাশ করতঃ, পরিশেষে নিরাপদে ঔষধ আনয়নে লক্ষ্মণকে ব্যাধি শূন্য করে।

"ততোঽন্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাঙ্গনা।
ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনুমন্ত যথাব্রবীৎ॥
তৎপ্রসাদাদহং শাপাদ্বিমুক্তাস্মি কপীশ্বর।
শপ্তাহং মুনিনা পূর্ব্বমপ্সরা কারণান্তরে॥
আশ্রমে যস্তুতে দৃষ্টঃ কালনেমির্মহাসুরঃ।
রাবণ প্রহিতোমার্গে বিঘ্নং কর্ত্তুং তবানঘ॥
মুনিবেশধরোনাসৌ মুনির্বিপ্রবিহিংসকঃ।
জহি দুষ্টং গচ্ছ শীঘ্রং দ্রোণাচলমনুত্তমম্॥" ইত্যাদি।

গরুড়ের আগমনে নাগপাশ মুক্তি।

রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং বহুবিধ প্রতিকার ও প্রয়াস বিফল দর্শনে, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি সকলে ব্যাকুল হৃদয়ে চিন্তা নিমগ্ন হইলেন। এই নাগপাশ-বন্ধন সংবাদ, রঘুকুল-মিত্র গরুড়ের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অবিলম্বে মহাবেগে তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, বন্ধন-কারী নাগগণ ভয়ে পলায়ন করিল। পরিশেষে স্পর্শ মাত্রে ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্পূর্ণ যন্ত্রণামুক্ত এবং পিতৃবন্ধুরূপে নিজ পরিচয় প্রদান করতঃ তাঁহাদিগকে রাক্ষস-সংগ্রামে বিজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া পক্ষিনাথ প্রস্থান করিলে, রাম ও লক্ষ্মণকে সুস্থ এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সবলকায় দর্শনে, আনন্দোন্মত্ত বানরগণের কোলাহল শব্দে, অশোকবনস্থা সীতাদেবী হর্ষিতা এবং সভাগৃহস্থ রাবণ বিষাদিত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

নাগপাশ বন্ধন বিফল সংবাদে চিন্তাকুল রাবণ, পরাক্রান্ত বীর ধূম্রাক্ষকে (১) সংগ্রামে প্রেরণ করিল। চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে সেনাপতি ধূম্রাক্ষ লঙ্কাপুরী হইতে বহির্গত হইয়া সদর্পে বানর সৈন্যের উপর পতিত হইল। তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই অনেক সৈন্যক্ষয়ে এবং বানরগণের প্রতাপ রাক্ষসেরা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে অপারক দশনে, ধূম্রাক্ষ শাণিত অস্ত্র দ্বারা সমস্ত বানর সৈন্যকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। দূর হইতে হনুমান্ বানরগণের দুর্দশা দর্শনে, ক্রোধে প্রকাণ্ডপর্ব্বত-খণ্ড হস্তে ধূম্রাক্ষের প্রতি ধাবিত হইয়া, নিমেষ মধ্যে প্রস্তরাঘাতে তাহার সারথি-ঘোটকাদি-সহিত রথ চূর্ণীকৃত করিল। বিরথ ধূম্রাক্ষ পদব্রজে যুদ্ধারম্ভ করিলে, হনুমান্ পুনরায় এক শিলাখণ্ডাঘাতে রাক্ষসকে ভগ্ন-মস্তক করতঃ যমালয়ে প্রেরণ করিল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক ধূম্রাক্ষ বধ।

ধূম্রাক্ষের পতন সংবাদে রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া, বজ্রদংষ্ট্র নামক রণ-কুশল রাক্ষসকে সেনাপতিত্বে বরণ করতঃ, বহুসৈন্য

(১) রাবণ প্রেরিত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষি বীরগণের সবিশেষ পরিচয়, রামচন্দ্রের নিকটে যথাক্রমে বিভীষণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

অঙ্গদ কর্ত্তৃক বজ্রদংষ্ট্র বধ।

সমভিব্যাবহারে যুদ্ধে প্রেরণ করিল। তুমুল সংগ্রামে বজ্রদংষ্ট্র কর্ত্তৃক বহু সংখ্যক বানর সৈন্য নিহত দর্শনে, কুমার অঙ্গদ রোষাবেশে তৎপ্রতি ধাবমান হইল; এবং রাক্ষস বীরের তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও, এক বৃহৎ বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ বলপূর্ব্বক তদুদ্দেশে ক্ষেপণ করিল। প্রচণ্ড আঘাতে বজ্রদংষ্ট্র গত জীব হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

হনুমান্ কর্ত্তৃক অকম্পন বধ।

অতঃপর রাবণ মহাক্রোধে (১) অকম্পন নামক তেজস্বী রাক্ষসকে সেনানায়ক স্বরূপ যুদ্ধে নিযুক্ত করিলে, দুর্ধর্ষ-বীরকে বহুবিধ সৈন্যে পরিবৃত হইয়া, অব্যর্থ সন্ধানে বানর-কুলের বিনাশ সাধনে উদ্যত দর্শনে এবং সেনাপতির প্রচণ্ড প্রতাপ বানরগণের অসহ্য বোধে, বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ হস্তে মহাবল হনুমান্ তাহার সম্মুখীন হইল। নিক্ষিপ্ত শিলা বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া, অকম্পন আনন্দিত মনে তীক্ষ্ণ শর সমূহ বর্ষণে শত্রুকে বিদ্ধ করিলে, ব্যথিত হনুমান্ ঘোরতর গর্জ্জনের সহিত নিকটস্থ এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া, তদ্দ্বারা ভীষণ প্রহারে রাক্ষসের প্রাণ বধ করিল।

অকম্পনের মৃত্যু সংবাদে দশানন বিমর্ষ-চিত্তে সেনাপতি প্রহস্তকে যুদ্ধে গমন করিতে অনুরোধ করিল। পূর্ব্বে সীতা-

(১) রাম কর্ত্তৃক জনস্থানস্থ খর দূষণাদি নিধনের বার্ত্তাবহ এক অকম্পনের উল্লেখ আছে। উপস্থিত যুদ্ধে তদাখ্যাধারী সেনাপতিকে অন্য বলবান্ রাক্ষস বলিয়া বোধ হয়।

প্রত্যর্পণ-পরামর্শ-দাতা প্রহস্ত, এক্ষণে তদুল্লেখে রাবণকে অনুযোগ করিয়াও, লঙ্কাপুরীস্থ সমস্ত সৈন্যের তৃতীয়াংশ এবং নরান্তক প্রভৃতি মহাবল সেনানায়ক চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে যুদ্ধোদ্দেশে বহির্গত হইল। বানর সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া নরান্তক প্রভৃতি রাক্ষস চতুষ্টয়, অঙ্গদ ও অন্যান্য বানর-বীরগণের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, উভয় পক্ষে বিপুল সৈন্যক্ষয় সূচনা হইল। বহুক্ষণ যুদ্ধে সেনানীগণকে ক্রমে ক্রমে অঙ্গদ প্রভৃতির হস্তে নিহত দর্শনে, প্রহস্ত দ্বিগুণ উৎসাহে বানরগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ অগ্নিপুত্র মহাবীর নীল, বৃহৎ শাল বৃক্ষাঘাতে প্রহস্তের শরাসন ভগ্ন করিলে, রাক্ষস গদাহস্তে নীলের প্রতি ধাবমান হইয়া, তাহার ললাটদেশে বিষম আঘাত করিল। নীলবীর শোণিতসিক্ত কলেবরে মহাক্রোধে এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রহস্তের মস্তক চূর্ণ করিয়া রণক্ষেত্রে বিজয় সিংহনাদ পরিত্যাগ করিল।

অঙ্গদাদির হস্তে নরান্তক প্রভৃতির এবং নীল বীর হস্তে প্রহস্তের নিধন।

প্রহস্তের পতনে শোকার্ত্ত ও ক্রুদ্ধ রাবণ, বহুসংখ্যক সেনানীর সহিত হুতাশনবৎ স্বয়ং সমরে প্রবিষ্ট হইল। ঘোরযুদ্ধে অনেক বানর সৈন্য বিনাশ করিয়া রাবণ অগ্রসর হইলে, কপিরাজ সুগ্রীব গিরিশৃঙ্গ হস্তে তাহার পথাবরোধ করিলেন। রাবণ ক্রমে ক্রমে সুগ্রীব-নিক্ষিপ্ত পর্ব্বত ও বৃক্ষসমূহ স্বীয় শাণিত বাণ দ্বারা ছেদন করতঃ, পুনশ্চ অস্ত্রা-

রাবণের যুদ্ধে গমন।

ঘাতে তাহাকে বিচেতন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ সুমিত্রানন্দন ধনুর্বাণ হস্তে তৎপ্রতি ধাবিত হইলে, পবন-তনয় হনুমান্ তাঁহাকে নিবারণ করতঃ, সহসা রাবণের রথে উপস্থিত হইয়া তল-প্রহারে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে রাক্ষসরাজ সংজ্ঞালাভ পূর্ব্বক, বজ্রমুষ্টিতে হনুমান্‌কে বিচলিত করিলে, মহাবীর নীল প্রচণ্ড-বেগে তাহার রথে পতিত হইয়া, অতি ক্ষুদ্রকায় ধারণ পূর্ব্বক, ক্বচিৎ রথধ্বজে, ক্বচিৎ কিরীটে, ক্বচিৎ কার্ম্মুক-কোটিতে, দ্রুতবেগে ভ্রমণ করতঃ তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিল। বহু-যত্নেও রাবণ সেনাপতি নীলকে ধৃত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে অগ্নিবাণে তাহাকে ভূমিশায়ী করিল।

সুগ্রীবের মোহ।

হনুমান্ বিচলিত।

নীল বীর পরাহত।

নীলবীরকে অচেতন দর্শনে মহাবীর লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হস্তে সম্মুখে উপস্থিত হইলে, লঙ্কানাথ তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। লক্ষ্মণ লঘুহস্তে সেই সমস্ত শর নিবারণ করিয়া বিষম অস্ত্রাঘাতে তাহাকে জর্জ্জরিত করিলে, সমর-কুশল রাবণ, বিক্রমশালী লক্ষ্মণকে বিমুখ করিতে অসমর্থ হইয়া, তৎপ্রতি অমোঘ ব্রহ্মশক্তি নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্মণ বহুবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা তন্নিবারণে চেষ্টা করিলেও, ব্রহ্মশক্তি সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঘোর গর্জ্জনের সহিত তদীয় শরীর বিদ্ধ করিল। স্বীয় ব্রহ্মতেজে লক্ষ্মণ, শক্তির আঘাতে, অক্ষুণ্ণ-প্রাণ হইয়াও কিয়ৎক্ষণ মূর্চ্ছিত-প্রায় পতিত রহিলেন।

ব্রহ্মশক্তির আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত।

এই অবসরে মহাবল রাবণ, ভূপতিত লক্ষ্মণকে নিজ রথে স্থাপনাভিপ্রায়ে, ক্রোড়ে উত্তোলনার্থে বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও, ব্রহ্মতেজাঃ বালকবীরকে ভূমি হইতে আকর্ষণ পূর্ব্বক অঙ্কস্থ করিতে সম্পূর্ণরূপে অশক্ত হইল। দূর হইতে হনুমান, লক্ষ্মণের তাদৃশী অবস্থা দর্শন করতঃ, রাবণের অভিসন্ধি বুঝিয়া, সত্বর আগমনে রাবণের পৃষ্ঠে এক বিষম চপেটাঘাত করিলে, ব্যথিত রাবণ রুধির বমন করিতে করিতে নিজ রথে উত্থিত হইল। রামগতচিত্ত হনুমান্ তখন ভক্তিসুলভ লক্ষ্মণকে অনায়াসে ক্রোড়ে উত্থাপিত করিয়া, রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইল।

লক্ষ্মণকে ক্রোড়ে উত্তোলনে রাবণের বৃথা চেষ্টা।

অচেতনাবস্থায় আনীত লক্ষ্মণকে স্বীয় ব্রহ্মতেজে প্রকৃতিস্থ করিয়া, রাম ক্রোধে ধনুর্বাণ হস্তে, রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সেই রণকৌশলি বীরদ্বয়ের অন্যোন্যাঘাত চেষ্টায় রণভূমি শরজালে আচ্ছন্না হইল। রাক্ষস ও বানর-সৈন্য অভূতপূর্ব্ব সংগ্রাম দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ছিদ্রান্বেষি রাবণ-প্রহরণ-সমূহ রামাস্ত্রে অর্দ্ধ-পথে নিবারিত হইতে লাগিল। অবশেষে রাম রাবণের মুকুট ছেদন করিলে, দশানন ভীত হইয়া পুরীমধ্যে পলায়ন করিল। বিজয় সিংহনাদের সহিত বানরগণ, রাক্ষসসেনা নিধনে প্রবৃত্ত হইল।

রামের সহি-সহিত অদ্ভুত যুদ্ধে রাবণের মুকুট-ছেদন ও পলায়ন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

পলায়িত রাক্ষসরাজ অতিশয় বিষণ্ণ মনে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, অনুজ মহাকায় কুম্ভকর্ণকে সমরে প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত বোধে, অগত্যা তাহাকে জাগরিত করিতে অনুমতি করিল। ব্রহ্মার বরে একাদিক্রমে ছয়মাস নিদ্রান্তে একদিন মাত্র জাগরণ-শীল সেই মহাবীর, উপস্থিত সময়ে নয় দিবস মাত্র নিদ্রিত; এ জন্য অকালে তাহার নিদ্রাভঙ্গ অতীব কঠিন ব্যাপার বিবেচনায়, রাক্ষসগণ ভীত-মনে রাজাজ্ঞায় ভূরি প্রমাণ ভক্ষ্য ও পেয় সংগ্রহ করিয়া, নিদ্রিত রাবণানুজের মন্দিরে গমন পূর্ব্বক, বিবিধ উচ্চ-নিনাদি বাদ্য যন্ত্রের সহিত ভৈরব চীৎকারে মহান্ কোলাহল উত্থিত করিল এবং কেহ কেহ গদা মুদ্গরাদি দ্বারা তাহার প্রকাণ্ড শরীরে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বহুক্ষণ এইরূপে প্রহার ও কোলাহলের পর, সুষুপ্ত মহাবল রাক্ষস জাগরিত হইয়া রোষ-কষায়িত লোচনে, অসময়ে নিদ্রাভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, সকলে সভয়ে তাহাকে লঙ্কাপতির আদেশ নিবেদন করিল।

নিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণকে আহারাদি সমাপনান্তে সভাগৃহে উপস্থিত দর্শনে, দশানন তাহাকে তাৎকালিক সমাচার বিদিত করিয়া, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি বধের নিমিত্ত যুদ্ধে গমনার্থে অনুরোধ করিল। সীতাহরণ অনুমোদন না করিলেও কুম্ভকর্ণ অগ্রজের আজ্ঞায় (১) অগত্যা বহুসৈন্য সহ সংগ্রামে গমন করিয়া, বানরগণকে পীড়ন ও ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কপিগণকে পলায়ন-তৎপর দর্শনে কুমার অঙ্গদ, সেনাপতি নীল ও বায়ুপুত্র হনুমান্ তৎপ্রতি ধাবমান্ হইল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বানর বীর-ত্রয়কে বিশালদেহ রাক্ষসের ভীষণ-গদা প্রহার সহ্য করিতে অসমর্থ দর্শনে, কপিরাজ সুগ্রীব যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি প্রহারে রাবণানুজকে স্তম্ভিত করতঃ, অবশেষে তদীয় গদাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কুম্ভকর্ণ তখন অচেতন সুগ্রীবকে অঙ্কস্থ করতঃ, লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হওয়াতে, অল্প সময় মধ্যেই সুগ্রীব চৈতন্যলাভে, রাক্ষসের ক্রোড়-বিচ্যুত হইয়া, দন্ত ও নখ দ্বারা তাহার নাসাকর্ণ ছেদন এবং সর্ব্ব-শরীর বিদারণ পূর্ব্বক, অতি বেগে রাম-সদনে উপস্থিত হইলেন। বিকৃত-দেহ কুম্ভকর্ণও রক্তাক্ত-

বানর বীরগণসহ কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ।

(১) মতান্তরে,—কুম্ভকর্ণ, পূর্ব্বে নারদ মুখে রাবণ-নিধন জন্য স্বয়ং নারায়ণের রামচন্দ্ররূপে জন্ম বৃত্তান্ত যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছিল, তাহা অগ্রজের বিদিত করিয়া সীতা প্রত্যর্পণার্থে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও, শেষে দুর্ম্মতি রাবণের অসন্তোষ নিরাকরণার্থে অগত্যা যুদ্ধে গমন করে।

কলেবরে ক্রোধভরে রণস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বানরসেনাকে পূর্ব্ববৎ মথিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

অতঃপর ঘোর-দর্শন রাবণানুজ, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় সম্মুখীন মহাবাহু লক্ষ্মণকে উপেক্ষা করিয়া, রামচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। তুমুল যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ প্রহরণ সমূহ কুম্ভকর্ণের গাত্র অথবা মুষল সংস্পর্শে প্রতিক্ষিপ্ত দর্শনে, রামচন্দ্র দিব্যাস্ত্র দ্বারা তাহার মুষল খণ্ড খণ্ড করিলে, রাক্ষস রিক্তহস্তে তাঁহাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইল। পুনরায় দিব্যাস্ত্র দ্বারা রামচন্দ্র তাহার বাহুযুগল ছেদন করিলে, দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসের পদাঘাতে বানরসৈন্য বিনষ্ট দৃষ্টে, ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র পুনশ্চ অমোঘ শর সন্ধানে তাহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন। তখন দুরন্ত নিশাচর হস্ত-পদ-হীন বৃহৎ শরীর দ্বারা কপি সমূহকে নিষ্পেষণ ও ভক্ষণারম্ভ করিল। তদ্দৃষ্টে অনন্যোপায়-রাঘবের প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রে কুম্ভকর্ণের মস্তক বিভিন্ন হইলে, তদীয় প্রকাণ্ড দেহ সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া, সমস্ত বরুণালয় আলোড়িত করিল।

কুম্ভকর্ণের পতন।

মহাবীর কুম্ভকর্ণের নিধন সংবাদে শোক-বিহ্বল রাবণকে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় দর্শনে, কুমার অতিকায়, (১) ত্রিশিরাঃ,

(১) জনস্থানের মহাযুদ্ধে, খর ও দূষণের অনুচর ত্রিশিরাঃ নামে এক সেনাপতির নিধন উল্লেখ আছে।

দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর এবং মহাপার্শ্ব প্রভৃতি মহাবল সেনানিগণ দম্ভ সহকারে সংগ্রামে গমন করিল। বিজয়োন্মত্ত বানরগণকে অসমসাহসে বহুক্ষণ নবাগত রাক্ষসদিগের প্রতিরোধে অসমর্থ-দর্শনে, অঙ্গদ, হনুমান্ ও নীলবীর মহাক্রোধে তাহাদিগের প্রতি ধাবিত হইয়া, বৃক্ষ প্রস্তরাদি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলে, রণকুশল রাক্ষসেরাও বাণাঘাতে প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষাদি খণ্ডিত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ এইরূপ যুদ্ধে অতিকায় ভিন্ন অপর সকলেই অঙ্গদ প্রভৃতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

ত্রিশিরাঃ, দেবান্তক প্রভৃতির পতন।

রণ-নিপুণ রাবণ-পুত্র অতিকায়, ভ্রাতা ত্রিশিরাঃ ও পিতৃব্য মহোদর প্রভৃতি সঙ্গিগণকে সমরশায়ী দর্শনে, রোষে শাণিত সুদীর্ঘ-খড়্গ হস্তে বানরগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিলে, রামানুজ লক্ষ্মণ অবিলম্বে তাহার সম্মুখীন হইলেন। বালক লক্ষ্মণের লঘুহস্ততা ও অস্ত্রশিক্ষা দর্শনে বিস্মিত অতিকায়, তাহার ভূয়সী প্রশংসা করতঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, ঘোরতর সংগ্রামে বানরসেনা ছিন্ন ভিন্ন ও লক্ষ্মণের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিতে লাগিল। বহুক্ষণ যুদ্ধে অতিকায়কে অশ্রান্ত দর্শনে, অবশেষে বিভীষণের পরামর্শে, লক্ষ্মণ মহাবল রাক্ষসের নিধন নিমিত্ত ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলে, অতিকায় বিস্তর চেষ্টায় বাণ খণ্ডিত করিতে অসমর্থ হইল। অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অতিকায়ের মুণ্ড কর্ত্তিত দর্শনে, ভগ্নোৎসাহ হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ পলায়ন-পরায়ণ হইল।

অতিকায় বধ।

প্রিয় পুত্রের ও ভ্রাতৃগণের নিধন বার্ত্তায়, হতাশ্বাস, বিষাদমগ্ন, একান্তে সমাসীন রাক্ষসাধিপতিকে মন্ত্রিবর্গ ও আত্মীয়গণ যত্নসহকারে প্রবোধ দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুমার ইন্দ্রজিৎ এই শোকবার্ত্তা শ্রবণে, সত্বর পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তদ্দণ্ডে শত্রু হনন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক, সংগ্রামে গমনাদেশ প্রার্থনা করিলে, রাবণ কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া, সস্নেহে প্রাণোপম পুত্রকে অরিবিনাশে নিযুক্ত করিল। পিতৃ আজ্ঞায় মেঘনাদ সন্তুষ্ট চিত্তে (১) যজ্ঞাগারে গমন পূর্ব্বক, বিধিমত হোমাদি সমাপনান্তে বর-লব্ধ অস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া সসৈন্যে রণস্থলে প্রবেশ করিল।

ইন্দ্র-জিতের পুনরায় যুদ্ধে গমন।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই ইন্দ্রজিৎ মায়াযোগে অন্ত-রীক্ষে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক, শরবর্ষণ আরম্ভ করিলে, বিষম আঘাতে সংক্ষুব্ধ, ইতস্ততঃ প্রধাবিত বানরগণ প্রবল রাক্ষস সৈন্যের প্রচণ্ড বিক্রমে অভিভূত হইল। অনন্যগতি কপিকুল প্রাণান্তপণে যুদ্ধে জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হইল। সেনাপতি নীল ও মন্ত্রিবর জাম্ববান্ প্রভৃতি মহাবল বানরগণকে সমরশায়ী করিয়া, ইন্দ্রজিৎ রাঘব যুগলকে আক্র-মণ করিল, এবং মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্র প্রভাবে অন্তরীক্ষ হইতেই

ইন্দ্র জিতের অস্ত্রে রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অচেতনাবস্থা।

(১) মতান্তরে,—এই দ্বিতীয়বার সংগ্রামে নিয়োজিত ইন্দ্রজিতের আরব্ধ যজ্ঞ, বিভীষণের পরামর্শে বানরগণ ভঙ্গ করিলে, যজ্ঞাগারেই লক্ষ্মণ হস্তে মেঘনাদ নিহত হয়।

তাঁহাদিগকে পীড়িত ও বিমোহিত করিতে সমর্থ হইল। অনন্তর অবিশ্রান্ত শর বর্ষণে সমস্ত বানরসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করতঃ, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তৎসংবাদে লঙ্কেশ্বরকে আশ্বস্ত করিল।

রাম-সৈন্যমধ্যে ইন্দ্রজিদ্-যুদ্ধে কেবল হনুমান্ ও বিভীষণ সবল ও সচেতন ছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব হইতে ক্ষুদ্র বানর পর্য্যন্তকে বিমোহিত দর্শনে, তাঁহারা সত্বর বাণবিদ্ধ জাম্ববানের নিকটে উপস্থিত হইয়া, কর্ত্তব্য নিরাকরণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ মন্ত্রী শীঘ্রগামী হনুমান্‌কে, হিমালয় পর্ব্বতের নিকট ঋষভ ও কৈলাস পর্ব্বত মধ্য-জাত (১) প্রদীপ্ত, তেজোময়, ওষধি সকল আনয়ন করিতে অনুরোধ করিল। জাম্ববানের প্রমুখাৎ ওষধি বিবরণ বিশেষ-রূপে জ্ঞাত হইয়া, হনুমান্ তৎক্ষণাৎ গমনাভিপ্রায়ে গগন-মণ্ডলে উৎপতিত এবং অল্প সময় মধ্যে অভীষ্ট প্রদেশে উপ-নীত হইল।

হিমালয় পর্ব্বত-নিকট হইতে হনুমানের ওষধি আনয়ন।

অনন্তর ওষধি অন্বেষণে প্রবৃত্ত কপিবর, ছলনার্থে ওষধি-গণকে হীনপ্রভ ও লুক্কায়িত দর্শনে, ক্রোধে সমগ্র পর্ব্বত সমূলে উৎপাটন ও মস্তকে বহন পূর্ব্বক, দ্রুতগতিতে রাম-

(১) "This mention of lambent flames emitted by herbs at night may be compared with Lucan's description of a similar phenomenon in the Druidical forest near Marseilles"

ওষধি প্রভাবে রাম লক্ষ্মণের জীবন প্রাপ্তি।

সন্নিধানে প্রত্যাগত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় ওষধি সমূহ দ্বারা, রাম লক্ষ্মণ ও অপর বানরগণকে সঞ্জীবিত করতঃ, জাম্ববানের বাক্যে পুনরায় ওষধি পর্ব্বত যথাস্থানে স্থাপিত করিল। বানরগণ হনুমানের প্রসাদে জীবন লাভ করিয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোর সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

বানররাজ সুগ্রীব আপন সমস্ত সৈন্য পুনর্জীবিত দর্শনে, আনন্দিতান্তঃকরণে তাহাদিগকে লঙ্কাপুরী দহন করিতে আদেশ করিলে, রাজাজ্ঞায় বানরগণ উল্কা হস্তে দ্রুতগতিতে পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহসমূহে অগ্নি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। অল্প সময় মধ্যেই প্রায় সমুদায় লঙ্কাপুরী জ্বলিয়া উঠিলে, বানরকুল মহাহর্ষে রাক্ষসসমূহকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল; রাক্ষসীগণ তদ্দর্শনে ভয়ে চীৎকার করিতে করিতে সমুদ্র মধ্যে নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে পুরীমধ্যে মহান্ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইলে, ক্রোধান্বিত রাবণ, কুম্ভকর্ণ-পুত্র মহাবীর কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করিল।

বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কা দহন।

কতিপয় সেনানায়ক ও অসংখ্য রাক্ষসসৈন্য সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট মহাবল কুম্ভের ও নিকুম্ভের বিবিধ অস্ত্রপাতে বানরগণকে পীড়িত দর্শনে, অঙ্গদ ও হনুমান্ কপিকুলকে আশ্বস্ত করিয়া, ভয়াবহ সংগ্রামে প্রথমতঃ সেনানায়কগণকে একে একে নিহত করিল। কপিরাজ সুগ্রীব মহাবিক্রমে কুম্ভের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিয়া, অল্পকাল মধ্যেই তাহার রথ চূর্ণ ও শরাসন ভগ্ন করিলে, রাক্ষস ক্রোধে বানরা-

কুম্ভ ও নিকুম্ভের যুদ্ধে পতন।

ধিপের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ মল্লযুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত রাক্ষস, সুগ্রীব হস্তে নিহত হইলে, পিতৃসম বলশালী নিকুম্ভ বৈরনির্যাতন মানসে, কপিরাজকে ভীমপ্রহারে নিরস্ত করিল। অনন্তর বায়ুপুত্র হনুমান্, নিকুম্ভের সম্মুখীন হইয়া, বৃহৎ বৃক্ষ ও গিরিশৃঙ্গাদি দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করতঃ, নিশাচরের শাণিত অস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বৃক্ষাদি খণ্ডিত দৃষ্টে, ক্রোধভরে রিক্তহস্তে তৎপ্রতি ধাবমান্ হইল; এবং বেগে তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া, অসীম ভুজবলে তাহার মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিল।

রামচন্দ্র কর্তৃক মকরাক্ষ বধ।

অতঃপর রাবণ-প্রেরিত খর-রাক্ষস-পুত্র বলবান্ (১) মকরাক্ষ অস্ত্রনৈপুণ্যে সমস্ত বানরগণকে মর্দিত করিয়া, অবিলম্বে রাম-সদনে উপস্থিত হইলে, উভয়ে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অবশেষে রামচন্দ্র বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাহার অশ্ব ও সারথি নিহত, এবং রথ চূর্ণীকৃত করিয়া, ক্ষণমাত্রে তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইলেন। (২)

(১) কথিত আছে, মকরাক্ষ, রথে বৃষভ যোজিত ও রথ গোবৎসে পরিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক, ভীম পরাক্রমে কপি-সেনানিগণকে পরাজিত করতঃ, রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, রাম নিক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্রে গোবৎস প্রভৃতি অপসৃত, অর্দ্ধচন্দ্রাস্ত্রে তাহার হস্তদ্বয় কর্ত্তিত, এবং পরিশেষে সে স্বয়ং অগ্নিবাণে নিহত হয়।

তরণীসেনের পতন।

(২) মকরাক্ষ নিহত সংবাদে, বিভীষণ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ তরণীসেন যুদ্ধে প্রেরিত হইয়া, অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শনান্তে লক্ষ্মণকে আহত করিলে, বিভীষণমুখে তাহার রাবণ-ভ্রাতুষ্পুত্র মাত্র পরিচয়ে, রামচন্দ্র তৎপরামর্শ ক্রমে, ব্রহ্মাস্ত্র

মকরাক্ষ পতন সংবাদে অনন্যোপায় পিতার আজ্ঞায়, মহাবীর মেঘনাদ রথারোহণে রণক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিয়া, পূর্ব্বমত অন্তরীক্ষ হইতে অনবরত শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। লুক্কায়িত রাবণির অস্ত্রে বানরগণকে পীড়িত দর্শনে, রামচন্দ্রাদেশে বিভীষণ প্রভৃতি সকলে, দুরন্ত রাক্ষসের মায়া নিবারণার্থ যত্নবান্ হওয়াতে, ভীত ইন্দ্রজিৎ সত্বর লঙ্কামধ্যে পলায়ন করিল। অল্পক্ষণ মধ্যেই ইন্দ্রজিৎ, (১) মায়াময়ী সীতা নির্ম্মাণ ও রথোপরি স্থাপন করতঃ, পুরী হইতে বহির্গত

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক মায়াসীতা হনন।

সন্ধানে তাহাকে নিহত করেন। পরে তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া, বিষণ্ণ রামচন্দ্র, শোকাকুল বিভীষণকে যৎপরোনাস্তি অনুযোগ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভস্মলোচন যুদ্ধে অগ্রসর হয়। ব্রহ্মার বরে তাহার দৃষ্টিপাত মাত্রে সম্মুখস্থ প্রাণী ভস্মীভূত হইত। বিভীষণের পরামর্শে, সতর্ক রামচন্দ্রের দর্পণ-বাণ সন্ধানে, চক্ষুরাবরণ অপসৃতি মাত্রেই, সম্মুখস্থ দর্পণে নিজমুখে প্রতিবিম্বিত দর্শনে, রাক্ষস স্বয়ং ভস্মীভূত হয়।

ভস্ম-লোচন বধ।

অনন্তর গন্ধর্ব্ব-কন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত রাবণ পুত্র বীরবাহু, ভীমকায় মাতঙ্গ পৃষ্ঠে যুদ্ধার্থ আগমন করিয়া, সমস্ত বানর সহিত ও লক্ষ্মণকে বিচেতিত করতঃ, রাম সমীপে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র প্রভাবে ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহাকেও বিমোহিত করিলে, বিভীষণ কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। পরে চৈতন্য প্রাপ্ত রাম পবনদেবের পরামর্শে, শরভঙ্গ ঋষির নিকট প্রাপ্ত অস্ত্রে, বীরবাহু নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র বিকলীকৃত ও ঐরাবতসম হস্তীকে ভূপাতিত করিয়া, অবশেষে বৈষ্ণব অস্ত্রে তাহার বধসাধন করেন।

বীরবাহুর পতন।

(১) "With regard to the magic image of সীতা made by ইন্দ্রজিৎ, we may observe that this thoroughly oriental idea is also found in Greece in Homer's Iliad, where apollo forms an image of Æneas to save that hero beloved by the Gods; it occurs too in the Æneid of Virgil where Juno forms a fictitious Æneas to save Turnus."

হইয়া, যুদ্ধার্থ উপস্থিত হনুমানের সমক্ষে, যেন বৈরনির্যাতন মানসে, মায়ানির্মিতা রোদন-পরায়ণা সীতামূর্ত্তিকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক, অসি প্রহারে দ্বিখণ্ডিতা করিল। তদ্দর্শনে ভয়ে এবং শোকে বিহ্বলচিত্ত হনুমান্, অবিলম্বে রাম সমীপে উপস্থিত হইয়া, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

বিভীষণ কর্ত্তৃক মায়াসীতা নির্ণয়, ও ইন্দ্রজিৎ বধের মন্ত্রণা।

দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক জানকী-নিধন সংবাদে রামচন্দ্রকে শোকাবেগে মূর্চ্ছিত দর্শনে, লক্ষ্মণ বহু কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া, বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিভীষণ তথায় আগমন এবং মায়াসীতা হনন সংবাদে সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। অপিচ, কূটবুদ্ধি ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূর্ণাহুতি প্রদান মানসে গমন, এবং যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে, ব্রহ্মার বরে সংগ্রামে মেঘনাদের বিজয়-প্রাপ্তি সম্ভাবনা, এই সকল সংবাদ বিভীষণ যথাক্রমে রামচন্দ্রের গোচর করিয়া, দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর যজ্ঞ-ব্যাঘাত ও বিনাশসাধন নিমিত্ত, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সমভিব্যাহারে, তদ্দণ্ডেই যজ্ঞাগারে গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। (২)

---

(২) মতান্তরে,—"বিভীষণোঽপি তং প্রাহ নাসাবন্যৈর্নিহন্যতে।
যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহার বিবর্জ্জিতঃ॥
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণস্তু অযোধ্যায়া নির্গম্যায়াৎ ত্বয়াসহ॥
তদাদি নিদ্রাহারাদীন্নজানাতি রঘূত্তম।
সেবার্থং তব রাজেন্দ্র জ্ঞাতং সর্ব্বমিদং ময়া॥"
(See also note 1 in page 22).

রামচন্দ্রের আদেশে হৃষ্টচিত্ত বিভীষণ, লক্ষ্মণ হনুমান্‌ ও অন্যান্য বীরগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, যুদ্ধাভিলাষে অনতিদূরবর্ত্তী বনমধ্যস্থ যজ্ঞাগারে সহসা উপস্থিত হইলে, ইন্দ্রজিৎ বিনীতভাবে পিতৃব্যকে যজ্ঞ সমাপন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু বিভীষণ তৎপ্রস্তাবে অসম্মত হওয়াতে, রাবণি ক্রোধবশতঃ তাহাকে বিস্তর কটূক্তি করিয়া, অগত্যা লক্ষ্মণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বিচিত্র শিক্ষায় লক্ষ্মণকে বাণাঘাতে প্রপীড়িত করিয়া, ইন্দ্রজিৎ বানরসৈন্য মর্দিত করিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ প্রবুদ্ধ হইয়া দ্বিগুণ উদ্যমে রাক্ষসের রথ চূর্ণ করতঃ অশ্ব ও সারথি নিহত করিলেন। বিরথ ইন্দ্রজিৎকে, মুহূর্ত্ত মধ্যে বিভীষণ প্রভৃতির অজ্ঞাতে লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিয়া, অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমাগত দর্শনে, সকলে তাহার অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালীতে চমৎকৃত হইলেন।

ইন্দ্র-জিতের যজ্ঞ ব্যাঘাত ও যুদ্ধ।

পুনশ্চ তুমুল সংগ্রামে পিতৃব্য কর্ত্তৃক বিরথ রাবণি, ভূতলে দণ্ডায়মান হইয়া, অবিরাম বাণ বর্ষণে লক্ষ্মণ-প্রমুখ বীরগণকে ব্যথিত করিতে লাগিল। অমোঘ দিব্যাস্ত্র সমূহ দুর্জয় মেঘনাদ কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে খণ্ডিত দর্শনে, মহাক্রুদ্ধ রামানুজ অবশেষে মন্ত্রপূত অব্যর্থ ঐন্দ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার সকুণ্ডল মস্তক ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন। ইন্দ্রজিতের পতনে রাক্ষসকুল প্রমাদ গণনা করিয়া, মহাভীতি সহকারে পলায়ন-

ইন্দ্রজিৎ বধ।

প্রবৃত্ত হইলে, বিভীষণ প্রফুল্লমনে রণজয়ী বিক্ষতদেহ লক্ষ্মণকে হনুমানের স্কন্ধে আরোপণ করিয়া রাম-সমীপে উপনীত হইলেন। মহাধনুর্দ্ধর ইন্দ্রজিতের নিধন বার্ত্তায় রামচন্দ্র পুলকিত চিত্তে বিভীষণ, লক্ষ্মণ ও হনুমান্ প্রভৃতিকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। হর্ষোৎফুল্ল নৃত্যশীল বানরগণ 'রাম জয়' সিংহনাদে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রাণসম প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধন সংবাদে, রাবণ দশ-দিক শূন্য দেখিয়া, সিংহাসন হইতে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ভূতলে পতিত হইল। বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করিয়া, দশানন ক্রোধে উন্মত্তবৎ তীক্ষ্ণ খড়গহস্তে, বিপত্তিমূল সীতাদেবীকে বধ করিবার জন্য অশোক-বনাভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার ভীমমূর্ত্তি দর্শনে দুর্ব্বলা জানকী, আপনাকে গতপ্রাণা বোধে, কদলী পত্রের ন্যায় কম্পিতা হইতে লাগিলেন। কাণ্ডজ্ঞান-রহিত দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধিপতি সীতা বধার্থে অসি উত্তোলন করিলে, পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ সচিব, স্ত্রীবধরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইতে তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিল। তথা হইতে বালক-প্রায় প্রত্যাগত রাবণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, জ্ঞান-রহিতের ন্যায় সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিল। বহুক্ষণ পরে নিজ উপ-স্থিত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া দশানন, অবশিষ্ট বীরাগ্রগণ্য-গণকে ত্বরায় যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক, সৈন্যসহ রাম ও লক্ষ্মণকে নিপাত করিবার আদেশ প্রদান করিল; এবং পরদিন স্বয়ং সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্পে, ব্রহ্ম-দত্ত কবচ শরাসন ও অস্ত্রাদি রথোপরি যত্নে স্থাপিত করিল।

শোকোন্মত্ত রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হননোদ্যোগ।

হতাবশিষ্ট সৈন্যের প্রতি যুদ্ধাদেশ ও রাবণের স্বয়ং যুদ্ধ সঙ্কল্প।

হতাবশিষ্ট সেনানিবর্গের যুদ্ধ-যাত্রা ও নিধন প্রাপ্তি

রাক্ষসরাজের আদেশানুযায়ী মহাবীর সেনাপতিগণ চতুরঙ্গ সৈন্য সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রচণ্ড-বিক্রমে বহুতর অস্ত্রাঘাতে বানরসেনা ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলে, স্বয়ং যুদ্ধ-প্রবৃত্ত মহাবাহু রামচন্দ্র, অনবরত বজ্রসম শরজাল বর্ষণ করতঃ, চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় করিলেন। তাঁহার প্রক্ষিপ্ত শর-সমূহ যুগপৎ বহু সংখ্যক রাক্ষসকে হতাহত করিতে লাগিল। অবশেষে গন্ধর্ব্বাস্ত্র পরিত্যক্ত হইলে, নিশাচরগণ চতুর্দিক রামময় অবলোকন করিয়া, রামভ্রমে পরস্পরকে হনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে প্রায় সমস্ত সৈন্য নিহত হইলে, অবশিষ্ট সামান্য মাত্র রাক্ষস-সৈন্য প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হইল। উপস্থিত যুদ্ধে লঙ্কাপুরী প্রায় বীরশূন্যা হইলে, সমস্ত গৃহ হইতে রাক্ষসী দিগের মহান্ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল।

উপস্থিত যুদ্ধের সংবাদ অবগত হইয়া, রাবণ ক্রোধে হুতাশনবৎ স্বয়ং সংগ্রামে গমনাভিলাষে মহাবীর বিরূপাক্ষ (১) মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামক সেনাপতিত্রয় এবং হতাবশিষ্ট সৈন্যসমভিব্যাহারে পুরী হইতে বহির্গত হইল। রণক্ষেত্রে উপস্থিত বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর হনন প্রবৃত্ত হইলে,

(১) কুমার ত্রিশিরাঃ প্রভৃতির সমভিব্যাহারী মহোদর ও মহাপার্শ্ব নামক রাবণ-ভ্রাতৃদ্বয়ের যুদ্ধে নিধন বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, বক্ষ্যমাণ তদাখ্যাধারি বীরদ্বয়, অপর সেনানী হইতে পারে।

রণস্থল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। কপিরাজ সুগ্রীব সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া, বিরূপাক্ষ এবং মহোদরকে সমরশায়ী করিলেন। কুমার অঙ্গদ, সেনানায়ক মহাপার্শ্বকে আক্রমণ করিয়া, বৃক্ষ ও পর্ব্বত-শৃঙ্গাঘাতে তাহাকে ব্যাকুলিত করতঃ, অবশেষে বজ্রমুষ্টি প্রহারে যমালয়ে প্রেরণ করিল।

সুগ্রীব হস্তে বিরূপাক্ষ ও মহো-দরের এবং অঙ্গদ হস্তে মহা-পার্শ্বের নিধন।

সেনাপতিত্রয়কে নিপতিত দৃষ্টে, রাবণ মহাদর্পে বানরগণের প্রতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সমূহ সন্ধান করিলে, কপিকুল তাহার প্রচণ্ড পরাক্রম বহুক্ষণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইল। এইরূপে দশানন বানর-বীরগণকে অপসৃত করিয়া, রঘুনন্দনযুগলের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দর্শনমাত্রে রাম ক্রোধে অধীরভাবে, ভীষণ অস্ত্রজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ এবং বিভীষণ, রামচন্দ্রের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া, অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, রাবণ, পুত্রঘাতী লক্ষ্মণের প্রতি বাণ-বর্ষণ আরম্ভ করিলে, মহামতি সৌমিত্রিও তাহাকে অস্ত্র-বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাবণের যুদ্ধারম্ভ।

সময়ে সময়ে পাপাত্মা রাবণ সক্রোধ মনে বিভীষণের প্রতি শর সন্ধান করিলে, বিভীষণ বিষম গদাঘাতে তাহার রথাশ্ব চতুষ্টয় নিপাতিত করিলেন। ইহাতে রাবণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণের বিনাশ বাসনায় এক ভয়ানক শেল

করতঃ, পাতালে মহামায়ার নিকট বলিপ্রদান জন্য, হরণ করে। অতঃপর সন্ধান প্রাপ্ত হনুমান্ গোপনে ভীত, রিক্তহস্ত, ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করতঃ, অলক্ষিতভাবে দেবীমূর্ত্তির পশ্চাতে অবস্থিত হয়; এবং পূজাকালে বলিদানাভিলাষী মহীরাবণকে, রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি প্রণাম-পদ্ধতি শিক্ষাদান সময়ে, দেবীর হস্তস্থিত খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে।

অহীরাবণ বধ।

অনন্তর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষিণী গর্ভবতী মহীরাবণ-পত্নী, হনুমানের পদাঘাতে অষ্ট-বাহুযুক্ত অহীরাবণকে প্রসব করিলে, সদ্যোজাত শিশু মহাবিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। গর্ভক্লেদ বিশিষ্ট শিশুকে দৃঢ়রূপে ধৃতকরণ অসম্ভব বোধে, পবনদেব ঝটিকা দ্বারা শিশুগাত্র ধূলিধূসরিত করিয়া স্বীয় পুত্রের সহায়তা করিলে, হনুমান্ হৃষ্টমনে শিশুকে ধৃত এবং নিহত করতঃ, রাম ও লক্ষ্মণের উদ্ধার সাধন করিয়া, বিভীষণ ও সুগ্রীবাদি বানরগণের আনন্দবর্দ্ধন করে।

নবম অধ্যায়।

রাম—চন্দ্রের জন্ম ইন্দ্রের রথ প্রেরণ।

বানরসৈন্যের আনন্দ-কোলাহল অসহ্য বোধে, রথারোহণে সত্বর রাবণ রণভূমিতে উপস্থিত হইয়া, অগ্নিময় বাণসমূহ দ্বারা বানরগণকে পীড়িত করিলে, রঘুনন্দন রাম সিংহ-বিক্রমে তাহার সম্মুখীন হইলেন। উভয়ে সতর্কতার সাহত পরস্পরের বধাভিলাষে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, রণকৌশলে উভয়ের সমতা নিবন্ধন, জয় পরাজয় সম্বন্ধে উভয় পক্ষই বহুক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্ত রহিল। কৌতূহলী দেবগণও অপূর্ব্ব সমর দর্শনার্থ আগমন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণকে রথোপরি উপবিষ্ট, এবং রামচন্দ্রকে ভূতলে দণ্ডায়মান দৃষ্টে, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় রথ, সারথি মাতলির সহিত (১) প্রেরণ করিলে, হর্ষান্বিত রামচন্দ্র তদারোহণে যুদ্ধ-প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে রাম ক্ষিপ্রহস্তে একেবারে অসংখ্য বাণবর্ষণ করিলে, রাবণকে মূর্চ্ছিত হইয়া

---

(১) "Analogous to this, is the passage in the Æneid, where Venus descending from heaven brings celestial arms to her son Æneas when he is about to enter the battle."

রথোপরি পতিত দর্শনে, সারথি রথ লইয়া পলায়ন-তৎপর হইল। (১)

---

(১) মতান্তরে,—রামচন্দ্রের বাণাঘাতে ব্যথিত ও পলায়িত রাবণ, দৈত্যগুরু শুক্রচার্য্যের পরামর্শে, সংগ্রামে বিজয়-বর প্রাপ্তি মানসে, গোপনে মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক হোম করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিভীষণ-মুখে সংবাদ জ্ঞাত রামচন্দ্রের আদেশে, অঙ্গদ, হনুমান্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বানরগণ, প্রাচীর লঙ্ঘন করতঃ, যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইয়া, হোম সামগ্রী সমূহ নষ্ট ও যজ্ঞকুণ্ড অশুদ্ধ দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ করে। কিন্তু বহু চেষ্টায় রাবণের মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে অসমর্থ হইয়া, পরিশেষে অঙ্গদ, অন্তঃপুর হইতে কেশাকর্ষণে বিবসনা-প্রায় রাণী মন্দোদরীকে আনয়ন করিয়া, নখ ও দন্তাঘাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলে, মহিষীর সকরুণ বিলাপে রাবণ ভগ্নব্রত হইয়া, রামহস্তে নিশ্চিত মৃত্যুজ্ঞানে মহাক্রোধে যুদ্ধে গমন করে।

রাবণের মৌনব্রত ভঙ্গ।

অন্য গ্রন্থমতে,—রামসহ যুদ্ধে রাবণ অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া, সভয়ে দেবী চণ্ডীকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, দেবী প্রসন্ন মনে স্বয়ং রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হয়েন, এবং রাক্ষসাধিপকে অঙ্কস্থ করিয়া রক্ষিত করেন। তদ্দর্শনে কিং-কর্ত্তব্য বিমূঢ় রামচন্দ্র, মিত্র বিভীষণ-পরামর্শে, সেই শরৎকালে যথাবিহিত আরাধনা আরম্ভ করিয়া, বহুদূরস্থ দেবীদহ হইতে পবনতনয়ানীত অষ্টোত্তর-শতনীলোৎপল দ্বারা, মহাদেবীর পূজায় নিবিষ্ট হইলে, ছলনা মানসে দেবী তাহার এক পদ্ম হরণ করেন। অনন্তর পূজাশেষ সময়ে, সংখ্যায় একমাত্র পদ্মের অভাব দর্শনে, বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও অনন্যোপায় রাঘব, আপনার কমল-লোচনাখ্যা স্মরণ করিয়া, অভাব পূরণ মানসে, অগত্যা স্বীয় এক নয়নকমল উৎপাটনে উদ্যত হইলে, দেবী রাবণকে পরিত্যাগ করতঃ, রামচন্দ্রকে অভি-লষিত বর প্রদান করেন। পরে রাবণালয়ে চণ্ডীপাঠকালে, মারুতি ভয়-ব্যাকুল পাঠক বৃহস্পতির অশুদ্ধ পাঠ জন্য, রাবণের অমঙ্গল সূচিত হয়।

রাম-চন্দ্রের দুর্গোৎসব।

এদিকে রঘুকুল-শুভাকাঙ্ক্ষী মহর্ষি অগস্ত্য যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করতঃ, রামচন্দ্রকে বৈরিবিনাশ সঙ্কল্পানন্তর শুদ্ধচিত্তে আচমন পূর্ব্বক, আদিত্যহৃদয় নামক মহাকবচ পাঠ অনুজ্ঞা করিলে, তৎপরামর্শক্রমে কবচ পাঠে আদিত্য সদৃশ মহাতেজে পরিপূর্ণ হইয়া, রাঘব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রফুল্লচিত্ত বানরসৈন্যের 'রাম জয়' সিংহনাদে গগনমণ্ডল প্রতিশব্দিত হইলে, সমস্ত লঙ্কাপুরী সেই শব্দে কম্পিতা হইয়া উঠিল; এবং ভয়ার্ত্ত রাক্ষসগণ চক্ষুঃ কর্ণ রুদ্ধ করিয়া অতি বেগে স্ব স্ব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। মূর্চ্ছিত রাবণও চৈতন্যলাভানন্তর, স্বীয় রথ প্রত্যাবর্ত্তিত দর্শনে সারথিকে কটূক্তি করিয়া, রণ-ক্ষেত্রাভিমুখে তাহা পুনরায় চালিত করিতে আদেশ করিল।

অগস্ত্যের অনুজ্ঞায় রামচন্দ্রের আদিত্যকবচ পাঠ।

দুর্ম্মতি রাবণের রথ রণক্ষেত্রে পুনরায় উপস্থিত দর্শনে, মাতলি স্বীয় রথ তাহার সম্মুখীন করিলে, রাম ও রাবণে পুনশ্চ

পুনশ্চ মতান্তরে,—বিভীষণ পরামর্শে, রাবণের তপস্যা-লব্ধ এবং মন্দোদরীর কক্ষে গোপনে রক্ষিত মৃত্যুবাণ আনয়ন মানসে, হনুমান্, বৃদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ব্রাহ্মণবেশে রাক্ষসান্তঃপুরে গমন করিয়া, মহিষীকে যুদ্ধগত রাবণের মঙ্গলোদ্দেশে বহুবিধ স্বস্ত্যয়নাদিতে নিয়োজিত করতঃ, কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার বিশ্বাস আকর্ষণ করে। পরে মারুতি গণনা ব্যপদেশে, রাবণের মৃত্যুবাণ উল্লেখ করিয়া, উহা অতি সাবধানে এবং সঙ্গোপনে রক্ষিত করিতে অনুরোধ করিলে, ছদ্মবেশী বীরকে প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশী এবং বিশ্বাস-ভাজন জ্ঞানে, সরলমতি মন্দোদরী, এক স্ফটিক-নির্ম্মিত স্তম্ভ প্রদর্শন পূর্ব্বক, তন্মধ্যে সেই অস্ত্রের সংরক্ষণ বৃত্তান্ত তৎসমক্ষে প্রকাশ করেন। তখন হনুমান্ নিজমূর্ত্তি ধারণ, পদাঘাতে নির্দ্দিষ্ট স্তম্ভ চূর্ণীকরণ ও তন্মধ্যস্থিত অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক, হৃষ্টচিত্তে সত্বর প্রত্যাগমনে রামহস্তে অস্ত্র সমর্পণ করে।

হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ আনয়ন।

মহারণ আরম্ভ হইল। স্ব স্ব বহুপ্রকার অস্ত্রে বীরদ্বয়ের পরস্পরকে বিদ্ধ ও বিমোহিত করিবার বিশেষ চেষ্টা নিবন্ধন অপূর্ব্ব রণকৌশল দর্শনে, রাক্ষস ও বানরগণ বিস্মিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শরসমূহ অর্দ্ধপথে রাম কর্ত্তৃক খণ্ডিত এবং রাম-ত্যক্ত প্রহরণ নিকরও কিয়দংশতঃ রাবণের অস্ত্রে নিবারিত ও কিয়দংশতঃ তাহার কবচ স্পর্শান্তে প্রত্যাহত হইতে লাগিল। ফলতঃ ক্রমে বাণাঘাতে রুধি-রাক্ত কলেবর হইয়াও, উভয়েই বহুক্ষণ রণক্ষেত্রে তুল্য বল প্রকাশ করিলেন।

রাবণের শেষ যুদ্ধ।

এক সময়ে অবকাশ-প্রাপ্ত রামচন্দ্র দিব্যাস্ত্র দ্বারা দশা-ননের মস্তক দেহচ্যুত করিলে, তৎক্ষণাৎ স্কন্ধ হইতে অন্য মুণ্ড উদ্ভূত হইল। দ্বিতীয়, তৃতীয়, ক্রমে শতবার তাহার শরীর হইতে মস্তক রাম কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্ন হইলে, শতবারই অপর মস্তক পূর্ব্ববৎ সমুত্থিত অথচ রাবণকে অক্ষুণ্ণ দর্শনে, সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এইরূপ বহুক্ষণ যুদ্ধের পর, সারথি মাতলির পরামর্শে, (১) আত্মবিস্মৃত রামচন্দ্র শরা-সনে (২) ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলেন। সেই ভয়াবহ অস্ত্র

মস্তকচ্ছেদনে রাবণের পুনর্মুণ্ডোদ্ভব।

(১) মহর্ষি সনৎকুমারের অভিশাপে রামচন্দ্র আত্মবিস্মৃত ছিলেন ;—
"তেনাপি শাপিতোবিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং তবাস্তি যৎ।
কিঞ্চিৎ কালং হি তৎত্যক্ত্বা ত্বমজ্ঞানী ভবিষ্যসি ॥"

(২) মহর্ষি অগস্ত্য প্রদত্ত অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।
রাবণ বধ সম্বন্ধে বিভীষণের পরামর্শ (মতান্তরে) ;—
"নাভিদেশেঽমৃতং তস্য কুণ্ডলাকার সংস্থিতম্।
তচ্ছোষয়ানলাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ ॥"

প্রভাবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিভাত দর্শনে, প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ অস্ত্র ব্যর্থ করিবার আশয়ে, ভীত রাবণ প্রবল দিব্যাস্ত্র সমূহ সন্ধান করিলে, সর্ব্বপ্রকার প্রহরণই তাহার দারুণতেজে ভস্মীভূত হইল। রাম শর মহাতেজে ও ঘোর গর্জনে রাবণের বক্ষস্থলে পতিত ও তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত করিয়া, পৃথিবী-মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

রাবণ বধ।

রাবণের পতনে মেদিনী মুহুর্মুহুঃ কম্পিতা ও সমুদ্র উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল। দেবগণ আনন্দভরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং পৃথিবীতে স্নিগ্ধ সুগন্ধ ও মৃদুমন্দ বায়ু বহিতে আরম্ভ হইল। লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব মহানন্দে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। বানরগণ প্রফুল্লমনে পরস্পর আলিঙ্গন ও উল্লম্ফনে হর্ষাতিশয্য প্রকাশ-প্রবৃত্ত হইল। রাক্ষসগণকে হাহাকার শব্দে ইতস্ততঃ পলায়ন পরায়ণ দর্শনে, বিজয়ী বানরগণ তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, বহুসংখ্যক রাক্ষসকে শমন সদনে প্রেরণ করিল। উপায়ান্তর বিহীন অনেক রাক্ষস সমুদ্র মধ্যে পতিত হইল, এবং অনেকে অবশেষে বানরগণের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে বাধ্য হইল। (১)

রামচন্দ্র প্রভৃতির আনন্দ।

---

(১) প্রবাদ আছে যে, মুমূর্ষু রাবণ. রাম কর্ত্তৃক রাজনীতি শিক্ষার্থে প্রেরিত লক্ষ্মণকে, সৎকর্ম্মে তৎপরতা এবং অসৎকর্ম্মে দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বনে পরামর্শ প্রদান করতঃ, উদাহরণ স্থলে, স্বর্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বলোকোপযোগি সোপানাবলী নির্ম্মাণরূপ চিরাভিপ্রেত সৎকার্য্যে চিরকর্ম বশতঃ সম্যক্ অনুষ্ঠানাভাব, এবং সীতাহরণরূপ পাপকার্য্যে আগ্রহাতিশয্য ফলে স্বয়ং সবংশে নিধন প্রাপ্তি উল্লেখে আক্ষেপ প্রকাশ করে।

মৃত্যুশয্যার রাবণের পরামর্শ।

রাবণের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া।

পাপাচরণের ফলস্বরূপ অগ্রজের সবংশে নিধন জন্য, বিভীষণ বিস্তর পরিতাপ করিলেন। মন্দোদরী প্রভৃতি মহিষীগণ, স্বামীর মৃত্যু সংবাদে অন্তঃপুর হইতে হাহাকার করিতে করিতে রণস্থলে আগমন পূর্ব্বক, রাবণের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্রন্দন-প্রবৃত্ত হইলে, বিভীষণের ও তাঁহাদিগের বিলাপবাক্যে সকলেই শোক-সন্তপ্ত হইল। কিয়ৎক্ষণের পর, রামচন্দ্রের প্রবোধ বচনে আশ্বস্ত শোক বিহ্বল বিভীষণ, তদাজ্ঞায় অন্তঃপুরিকাগণকে বিবিধ প্রকারে সান্ত্বনা করতঃ, পরিশেষে শিবিকাবাহনে রাজোচিত সমারোহে মৃতদেহ সমুদ্রতীরে নীত করিয়া, যথাবিহিত অগ্রজের (১) অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। (২)

রাবণের চিতা।

(১) কথিত আছে যে, রাবণ নিধনের পর, প্রণতা অবগুণ্ঠনবতী মন্দোদরীকে, ভ্রমক্রমে আজীবন সভর্ত্তৃকা হইবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, পরিশেষে ভ্রম অপনীত হইলে, রামচন্দ্র, স্বীয় অব্যর্থ বাক্যের ফলস্বরূপ, রাবণের চিতা চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিবে এইরূপ বর প্রদান করেন।

(২) কোনও গ্রন্থমতে, রাবণ বধের পর রামচন্দ্র বদরিকাশ্রমে কঠিন তপশ্চারণ করিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়।

অনন্তর রামচন্দ্রের আদেশে দ্রুতগামী বানরগণ চতুঃসমুদ্র হইতে পবিত্র জল আনয়ন করিলে, লক্ষ্মণ অনতিবিলম্বে সর্ব্ব-সমক্ষে বিভীষণকে লঙ্কার অধীশ্বররূপে অভিষেক করতঃ, সমস্ত বানর ও রাক্ষসগণকে নিরতিশয় আনন্দিত করিলেন। অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইলে রামচন্দ্র, সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধিকারী হনুমান্‌কে, অশোকবনে সীতাদেবীর নিকট, অপহরণকারী রাবণের বধরূপ সুসংবাদ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মারুতি হৃষ্টমনে অবিলম্বে মলিনা সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া, আনন্দকরী রাবণ-বধ-বার্ত্তা নিবেদন করিলে, জানকী হর্ষাতিশয্যে কিয়ৎক্ষণ বাক্‌শক্তি রহিতা হইয়া রহিলেন। পরে প্রফুল্লিতান্তঃকরণে পবননন্দনকে অশেষবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্বামি-সন্দর্শনে গমন নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুলা হইলে, বায়ুতনয় তাঁহাকে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা করিয়া, সত্বর রামসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সীতাকে শুভ সংবাদ প্রদান।

হনুমানের মুখে জানকীর স্বামি-দর্শনৌৎসুক্য শ্রবণে কিঞ্চিদ্বিষণ্ণ-ভাবাপন্ন রামের আদেশে বিভীষণ, অশোকবন

হইতে স্নাতা, মহামূল্য অলঙ্কার ও রক্তাম্বর পরিহিতা সীতাদেবীকে (১) সুন্দর পট্টবসনাবৃত শিবিকাবাহনে আনয়নকালে, নিকটস্থ সমস্ত বানর ও রাক্ষসদিগকে অপসৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পীড়ন, বিবাহ, ব্যসন, স্বয়ম্বর, যজ্ঞ ও যুদ্ধকালে জনতামধ্যে স্ত্রীলোকদিগের উপস্থিতি শাস্ত্রসঙ্গত বিবেচনায়, রামচন্দ্র সামান্য ক্রোধভরে বিভীষণকে নিবৃত্ত করিয়া, সর্ব্বসমক্ষেই সীতাকে বহিরাগমন করিতে আদেশ করিলে, জনকতনয়া অল্পসন্দিগ্ধা ও কুণ্ঠিতাভাবে পদব্রজে ভর্ত্তৃসমীপে গমন পূর্ব্বক, তদীয় চরণতলে পতিতা হইলেন।

স্বামি-সকাশে সীতার আগমন।

ক্ষণমাত্র মৌনাবলম্বনের পর বিচক্ষণ রামচন্দ্র লোকাপবাদ ভয়ে, রক্ষোগৃহবাস-দূষিতা সীতাকে পুনর্গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। ভার্য্যাপহারীর সমুচিত দণ্ডবিধান শাস্ত্রসঙ্গত এবং অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু অপহৃতা ভার্য্যাকে চরিত্রবিশুদ্ধতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধরূপে পরীক্ষা ব্যতিরেকে পুনর্গ্রহণ করা অনুচিত, ইত্যাদি মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া, রঘুনন্দন রাম বিস্মিতা জনকদুহিতাকে রাক্ষস ও বানরগণ সমক্ষে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

রামচন্দ্রের সীতা প্রত্যাখ্যান।

---

(১) কথিত আছে,—বৈধব্যদশাগ্রস্তা, রোদন-পরায়ণা মন্দোদরী, আনন্দিত মনে বিভীষণ সহিত স্বামিসকাশে প্রয়াণোন্মতা জানকীকে ভর্ত্তার বিষদৃষ্টিতে পতিতা হইবেন, বলিয়া অভিশপ্তা করিয়াছিলেন।

সীতার প্রতি মন্দোদরীর অভিশাপ।

স্বামীর এবম্বিধ ব্যবহারে মর্ম্মাহতা পতিব্রতা সীতাদেবী, অসঙ্কুচিত চিত্তে ভর্ত্তৃসমক্ষে অগ্নিমধ্যে আত্মবিসর্জন করিবার অভিপ্রায়ে, নিকটস্থ দেবর লক্ষ্মণকে তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। অনন্যোপায় লক্ষ্মণ ভীতচিত্তে চিতা সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, মুহূর্ত্তমধ্যে গগনস্পর্শী শিখাসমূহ চতুর্দিক আলোকিত করিল; সীতাদেবীও স্বীয় স্বামী এবং অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করতঃ, নির্ভীক হৃদয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান্ এবং উপস্থিত অন্যান্য বানর ও রাক্ষস সমূহ হাহাকার শব্দে রোদন-প্রবৃত্ত হইল।

সীতার অগ্নি প্রবেশ।

অন্তরীক্ষে দেব, ঋষি এবং পিতৃগণ সীতাদেবীর (১) অপূর্ব্ব সতীত্বের পরীক্ষা দর্শন করিতে আগমন করিলেন।

---

(১) মতান্তরে,—প্রকৃতা জানকী অরণ্যবাস কালে, রামকর্ত্তৃক হুতাশনের নিকট অর্পিতা, এবং মায়াসীতা দশানন-বধ জন্য হৃতা ও অবশেষে পরীক্ষিতা হইয়াছিলেন ;—

অগ্নিদেবার্পিতা মায়াসীতা।

"প্রোবাচ সাক্ষী জগতাং রঘূত্তমং প্রপন্ন সর্ব্বার্ত্তিহরং হুতাশনঃ।
গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ জানকীং পুরাত্বয়া মষ্যবরোপিতাং বনে॥
বিধায় মায়া জনকাত্মজাং হরে দশানন প্রাণ বিনাশনায় চ।
হতো দশাস্থঃ সহ পুত্র বান্ধবৈ নিরাকৃতোঽনেন ভরোভুবঃ প্রভো॥
তিরোহিতা সা প্রতিবিম্বরূপিণী কৃতা যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা।
ততোঽতিহৃষ্টাং পরিগৃহ্য জানকীং রামঃ প্রহৃষ্ট প্রতিপূজ্য পাবকম্॥"

অগ্নি পরীক্ষান্তে সীতার পুনগ্র্হণ।

অনন্তর সকলে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে জনকনন্দিনীকে অক্ষুণ্ণভাবে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে উপবিষ্টা অবলোকন করিয়া, রামচন্দ্রকে বারম্বার নিষ্কলঙ্কা ভার্য্যা পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলে, মূর্ত্তিমান্ অগ্নিদেব চিতামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া স্বাবিকৃতা সীতাকে রামহস্তে সমর্পণ করিলেন। জানকীর পরিধৃত বসন, কেশরাশি, এবং গলদেশস্থ পুষ্পমাল্য পর্য্যন্ত অদগ্ধ এবং অম্লান দর্শনে, বানর ও রাক্ষসগণ আনন্দ কোলাহলে গগন বিদীর্ণ করিল।

দেবতা ও মহর্ষিগণ দূরদর্শী রামচন্দ্রের এবং পতিব্রতা সীতাদেবীর আচরণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বহুবিধ আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঘুনাথের প্রার্থনায় সমাগত এবং আনন্দিত দেবরাজের বরপ্রভাবে, রাক্ষসযুদ্ধে নিহত বানরগণ পুনর্জীবিত হইল। স্বর্গপ্রাপ্ত নৃপতি দশরথ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া, পুত্রদ্বয় এবং পুত্রবধূ সন্দর্শনে নিরতিশয় হর্ষলাভ করতঃ, রামচন্দ্রের অনুরোধে দেবলোকগতা মহিষী কৈকেয়ীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন। অবশেষে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে সীতার নির্ম্মল চরিত্রের প্রশংসা কীর্ত্তন এবং বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত বোধে, রামকে সত্বর অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বিধিমতে রাজ্যশাসন করিতে আদিষ্ট করিয়া, মহানন্দে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থিত হইলেন।

ইন্দ্র বরে যুদ্ধে মৃত বানর-গণের জীবন লাভ।

অতঃপর উচ্ছৃঙ্খলা লঙ্কাপুরীর সংস্করণ ও বিধিমতে

রাজ্যশাসন করিতে অনুমতি-প্রাপ্ত বিভীষণ, হৃষ্টান্তঃকরণে পুরীমধ্যে গমনোদ্যোগ করিয়া, রামচন্দ্রকে সমভিব্যাহারী হইতে আমন্ত্রণ করিলেন; কিন্তু বনবাস-কাল মধ্যে পুর-প্রবেশে অসম্মত রাঘব, শীঘ্র অযোধ্যায় প্রতিগমন মানসে, বিভীষণকে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করিলেন। অগত্যা বিভীষণ সুসজ্জিত কামচারী পুষ্পকরথ আনয়ন পূর্ব্বক, মিত্র রামচন্দ্রের সহিত তদারোহণে অযোধ্যায় গমন করিতে স্থির-সঙ্কল্প হইলেন। রাক্ষসযুদ্ধে সহায় বানরদিগকে বিভীষণ কর্ত্তৃক বিধিমতে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়া, রামচন্দ্র হৃষ্টমনে লক্ষ্মণ, জানকী ও অযোধ্যাগমনাভিলাষী বিভীষণ সুগ্রীবাদির সহিত, স্বদেশ-গমনোদ্দেশে রথে (১) আরোহণ করিলেন।

রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রতিগমনোদ্যোগ।

---

(১) কথিত আছে, পুষ্পকারোহণে রামচন্দ্রের সপরিবারে লঙ্কা হইতে গমনকালে, সাগরের প্রার্থনাক্রমে অগ্রজাদিষ্ট লক্ষ্মণ, জন সাধারণের সেতু-যোগে সমুদ্র তরণ নিবারণার্থ, নল-নির্ম্মিত সেতুস্থ স্থানত্রয়ের প্রস্তর খণ্ডিত করেন।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেতু খণ্ডন।

একাদশ অধ্যায়।

রামচন্দ্রের ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিতি।

দেব-নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পুষ্পকরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এবং রাক্ষস বানরে পরিপূর্ণ হইয়া, বায়ুবেগে গমন-প্রবৃত্ত হইল। রামচন্দ্র হৃষ্টান্তঃকরণে রথ হইতে সীতাকে একে একে সমস্ত স্থান নির্দ্দেশ এবং ঘটনাসমূহ বিজ্ঞাপন আরম্ভ করিলে, সীতা-দেবী সমস্ত প্রদেশ দর্শন ও আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া, কখন আনন্দ এবং কখন বিষাদ পরায়ণা হইলেন। ক্রমে রামচন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া, জানকীর অনুরোধে সুগ্রীব-রাজমহিষীদ্বয় ও অন্যান্য বানরগণের পরিজন-বর্গকে অযোধ্যাগমন নিমিত্ত রথোপরি আরোপণ করিলেন। বিচিত্রগতি বিমান, পর্ব্বত, বন, নদী প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃ অযোধ্যার অদূরবর্ত্তী হইলে, রাক্ষস ও বানরগণ নগরী নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইল। একেবারে নগরী প্রবেশ যুক্তিবিরুদ্ধ বিবেচনায়, রামচন্দ্র প্রথমতঃ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গমন পূর্ব্বক, তথা হইতে স্বদেশের সংবাদ শ্রবণ ইচ্ছা করিলে, কামচারী রথ অবিলম্বে মুনিবরের আশ্রমে উপস্থিত হইল।

তপঃ-প্রভাবে ত্রিকালজ্ঞ ভরদ্বাজ ঋষি, চতুর্দশ বৎসরান্তে পঞ্চমী তিথিতে, বনবাসী রামকে ভ্রাতা, বণিতা ও সঙ্গিগণসহ আগত দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, যথাবিধি তাঁহাদিগের আতিথ্য সৎকার করিলেন। রামচন্দ্রকে বহুকাল পরে স্বদেশ ও স্বগণের কুশল সংবাদ শ্রবণে নিরতিশয় হর্ষান্বিত ও অযোধ্যাগমন নিমিত্ত উৎসুক বোধে, মুনিবর আনন্দ সহকারে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। পুরী প্রবেশকালে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ, মহর্ষির তপোবলে অযোধ্যা হইতে ত্রিযোজন পথ পর্য্যন্ত, বৃক্ষ ও পাদপসমূহ পুষ্প, মধু ও ফলভরে অবনত হইল।

রামের প্রতি ভরদ্বাজের অযোধ্যাগমন অনুমতি।

ভরদ্বাজ মুনির নিকট বিদায় লইয়া, বিমানারোহণে কিয়ৎক্ষণ গমনানন্তর অযোধ্যানগরী দৃষ্টিবর্ত্তিনী হইবামাত্র, রামচন্দ্র, পরমমিত্র গুহক এবং তৎপরে ভ্রাতা ভরতকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রদান নিমিত্ত, বায়ুনন্দনের প্রতি আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ত হনুমান্ দ্রুতগমনে চণ্ডালরাজকে রামচন্দ্রের প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট করিয়া, তপস্বিবেশী ভরত সমীপে উপস্থিত হইল। পুরী হইতে একক্রোশ দূরস্থ নন্দিগ্রামে, সিংহাসনোপরি রামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক, স্বয়ং তপস্বিবেশে ফলমূলাহারী, ব্রতনিষ্ঠ ও রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণকারী ভরত, কামগামী হনুমানের প্রমুখাৎ পিতৃসত্য পূর্ণ করিয়া রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন সংবাদে, অপরিসীম

হনুমান্ কর্ত্তৃক গুহ এবং ভরতকে রামচন্দ্রের প্রত্যাগমন সংবাদ প্রদান।

আনন্দে বিকল প্রায় হইলেন। পরে তিনি মারুতিকে অশেষরূপে সম্মানিত, এবং পুরস্থ সকলকে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করিয়া, কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে, পরদিবস প্রত্যুষে পুষ্যানক্ষত্রযোগে, রাম সন্দর্শন ও প্রত্যুদ্গমন মানসে (১) নির্গত হইলেন। পুরীস্থ যাবতীয় লোক মহাহর্ষে মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে ভরতের অনুগামী হইল।

অল্পদূর গমন করিয়া ভরত পুষ্পকারূঢ় রামচন্দ্রকে দর্শনমাত্র ভক্তিভাবে প্রণাম করিলে, রথ ধরণীতলে অবতীর্ণ হইল। মাতৃগণ প্রভৃতির সহিত ভরত রথে আরূঢ় হইয়া রাম কর্ত্তৃক যথাযোগ্যরূপে অভ্যর্থিত হইলেন। বহুকাল পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ সকলেই আনন্দাশ্রু বিসর্জনে প্রবৃত্তা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আনন্দবেগ কথঞ্চিৎ প্রশান্ত হইলে, জটাবল্কলাদি পরিত্যাগ করতঃ বিবিধ রত্নরাজীতে বিভূষিত হইয়া, তাঁহারা সকলে প্রফুল্লিতান্তঃকরণে নগরীমধ্যে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন।

মাতৃগণ ও ভরতের সহিত রামচন্দ্রের মিলন।

অতঃপর রাবণ-বিজয়ী রামচন্দ্র পরম সমাদরে, যক্ষরাজের নিকট হইতে দুষ্ট দশানন কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গৃহীত

(১) মতান্তরে,—হনুমানের মুখে রাম সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রে তদ্দণ্ডেই ভরত অগ্রজ সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন।

পুষ্পকরথ, তাঁহার নিকট পুনঃ প্রেরণ করিলেন। ভরতা-দেশে আনন্দমগ্ন বৃদ্ধ সারথি (১) সুমন্ত্রানীত রথে, পরিজনবর্গ পরিবৃত রামচন্দ্র সুখে সমাসীন হইয়া, শুভক্ষণে সুশোভিতা অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিত, সচিববর্গ এবং নাগরিকগণ হৃষ্টমনে মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে তাঁহা-দিগের অভ্যর্থনা করিলেন। (২)

রাম চন্দ্রের অযোধ্যা প্রবেশ।

ভ্রাতার ও ভার্য্যার সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনানন্তর স্বদেশ প্রত্যাগমনে, সকলেই অপরিসীম আন-

---

(১) মতান্তরে,—এই রথ ভরত কর্ত্তৃক চালিত হইয়াছিল।

"বজ্রপাণির্যথা দেবৈর্হরিতাশ্ব রথে স্থিতঃ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎ পুরম্॥
সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাদ্যুতিঃ।
শ্বেতাতপত্রং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণো ব্যজনং দধে॥"

(২) The Bharat-milap held to the present times at Benares during Ramlila :—"The scene especially on the great day when the brothers meet is most interesting ; the procession of elephants with their gorgeons howdahs of silver and gold and their magnificently dressed riders, with priceless jewels sparkling in their turbans, the enthusiasm of the thousands of spectators who fill the streets and squares, the balconies and housetops, the flowers that are rained down upon the advancing car, the wild music, the shouting and the joy, make an impression that is not easily forgotten."

ভরত মিলন।

ন্দিত মনে তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে সমুৎসুক হইলেন। মহর্ষি-বশিষ্ঠ-নির্দ্ধারিত শুভ অভিষেক দিবসে, হনুমান্ প্রভৃতি বেগগামী বানরগণ কাঞ্চণকুম্ভে চতুঃসাগর এবং পঞ্চশত নদীর জল ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিল। গুরু ও পুরোহিতগণ, শুভক্ষণে নাগরীক ও পৌরজনের আনন্দনান্দী মধ্যে বিধিপূর্ব্বক রামচন্দ্রকে সস্ত্রীক অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় করিলেন। অসংখ্য বাদিত্র শব্দে, নাগরিক ও পুরবাসিগণের আনন্দ কোলাহলে এবং রাক্ষস ও বানরগণের রামজয় ধ্বনিতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল। অযোধ্যাবাসি বাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে প্রতিগৃহে মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইল।

রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক।

যাচক, ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকগণ আশাতীত ধনলাভে প্রফুল্লচিত্তে, দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরগণ অপর্য্যাপ্তরূপে পুরস্কৃত হইল। জনকনন্দিনী স্বামি-প্রদত্ত বহুমূল্য রত্নময় হার স্বীয় গলদেশ হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক, মুহুর্মুহুঃ স্বীয় ভর্ত্তা ও বানরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে, রামচন্দ্র তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, ইচ্ছানুরূপ উপযুক্ত পাত্রে তাহা দান করিতে অনুমোদন করিলেন। ইহাতে সীতাদেবী পুত্রাধিক প্রিয় হনুমান্‌কে নিকটে আহ্বান করিয়া, তাহাকেই সেই হার প্রদান করিলে, বায়ুনন্দন ভক্তিভাবে

গান্ধার
কাশ্মীর
উত্তর কুরু
মরু দেশ
মদ্র
কেকয় রাজ্য
ব্রহ্মপুর
ধর্ম্মারণ্য
লৌহিত্য
সুরসেনা
দেবসখ পর্ব্বত
পাঞ্চাল
মৎস্য
কোশল
গঙ্গা
যমুনা
পৌণ্ড্র
অবন্তী
চেদি
নর্ম্মদা
উৎকল
কলিঙ্গ
কৃষ্ণবেণী
গোদাবরী
কাবেরী
সংক্ষিপ্ত প্রাচীন ভারত।
শ্রীকৃষ্ণলাল দাস প্রণীত।
267 Miles to an Inch
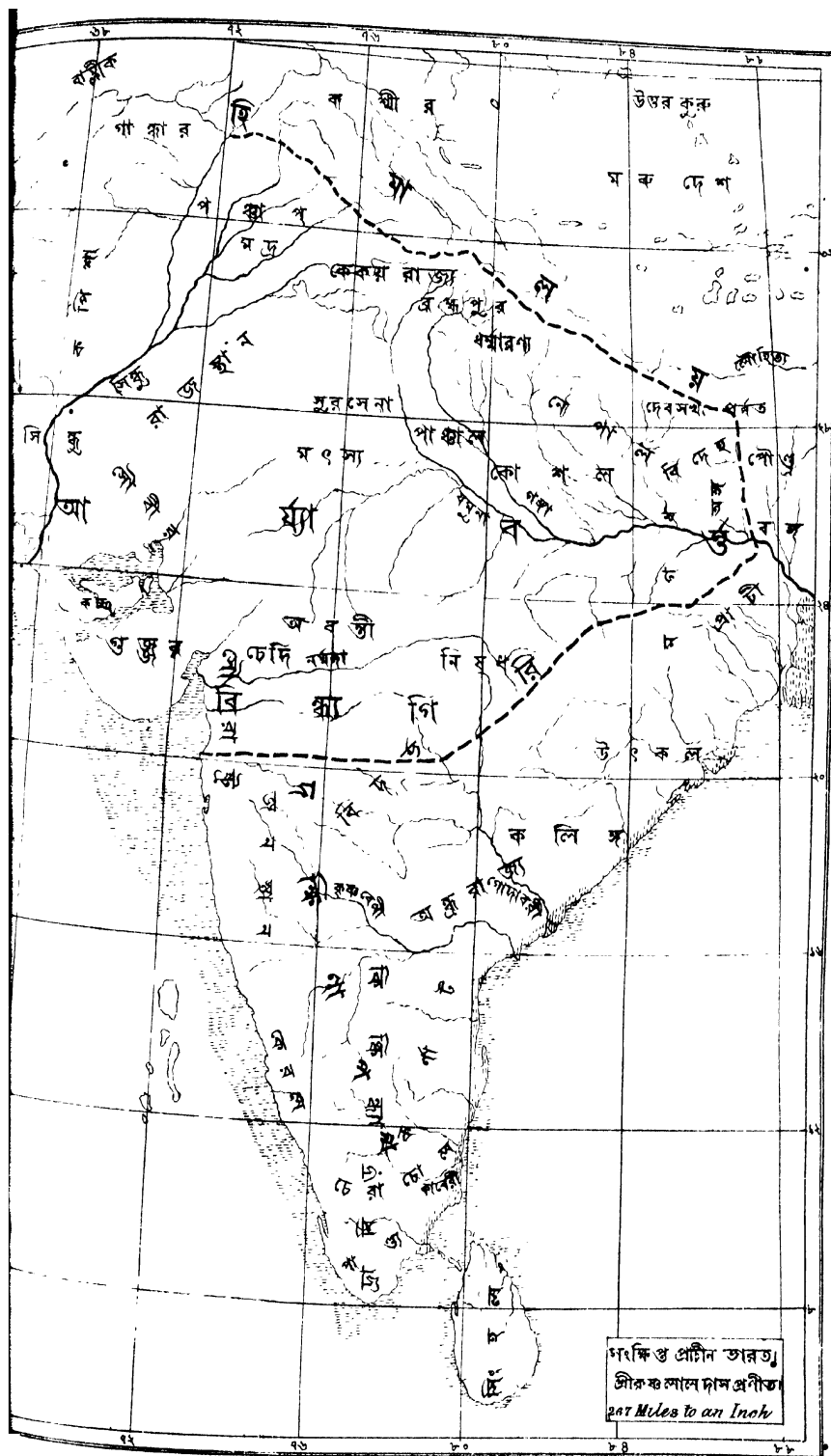
তাহা গলদেশে পরিধান (১) পূর্ব্বক উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল, এবং তাহাতে যাবতীয় বানর ও রাক্ষস পরম পরিতুষ্ট হইয়া জানকীকে অগণ্য ধন্যবাদ করিল; অধিকন্তু সকলেই আপ-নাকে সম্যক্‌রূপে সুখী ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিল।

সীতা কর্ত্তৃক হনু-মান্‌কে রত্নহার পুর-স্কার।

(১) এতৎ সম্বন্ধে প্রবাদ ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে।

উত্তরকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের প্রশংসা।

প্রজাকুলের আনন্দবর্দ্ধক বনবাস-প্রত্যাগত রামচন্দ্র পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত শ্রবণে চতুর্দিক হইতে অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ রাম সন্দর্শনে অযোধ্যাপুরে সমাগত হইয়া নবভূপতি কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে আদৃত ও পূজিত হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে ভ্রাতা পুত্রগণ ও অনুচরাদির সহিত লঙ্কাধিপতি মহাবীর (১) রাবণের নিধন জন্য সাতিশয় সন্তুষ্ট, অপিচ দশানন-পুত্র

সহস্র-স্কন্ধ রাবণ বধ।

(১) কোন গ্রন্থমতে, দশানন বধ জন্য অগস্ত্য-মুখে রামচন্দ্রের প্রশংসা-বাদ শ্রবণে, ঈষদ্‌হাস্যযুক্তা সীতাদেবী, তাঁহার কন্যকাবস্থায় কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট শ্রুত, দশাননের অগ্রজ ত্রিলোক-ভয়ঙ্কর সহস্র মস্তক বিশিষ্ট রাবণের, পুষ্কর দ্বীপে অবস্থিতি সংবাদ বিবৃত করেন। তচ্ছ্রবণে দুর্ধর্ষ রাক্ষস বধার্থ, বনিতা, বিভীষণ, সুগ্রীবাদি ও তদনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া, রামচন্দ্র পুষ্পকারোহণে পুষ্কর দ্বীপে গমন করিলে, বহুক্ষণ যুদ্ধে পুত্র ও পারিষদ্‌গণকে পীড়িত দর্শনে, সহস্রস্কন্ধ রাবণ স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ও দৈববাণীযোগে সমাগত শত্রুগণের পরিচয় এবং দশানন-বধ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও, প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায়, বায়ব্যাস্ত্র সন্ধানে, রথস্থ রাম ও জানকী ব্যতিরেকে, অপর সকলকে বিমোহিত করতঃ, স্ব স্ব দেশে ঝটিকাবেগে

মেঘনাদের (১) অধিকতর প্রশংসা-প্রবৃত্ত মহর্ষি অগস্ত্য,

প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর রামচন্দ্র সেই ভয়ানক রাক্ষসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, দশানন-নিধনকারি মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, সহস্রানন অবলীলাক্রমে, নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অস্ত্র হস্তে ধারণ পূর্ব্বক দ্বিখণ্ড করতঃ, মহাদর্পে ভয়ঙ্কর ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা রামচন্দ্রকে বক্ষঃস্থলে বিদীর্ণ ও রথোপরি পাতিত করিল। তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধা সীতাদেবী, ভয়ঙ্করী রণচণ্ডীর রূপধারণ করতঃ, বেগে রাক্ষসের উপর নিপতিত হইয়া, তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ড-সমূহ ছেদন পূর্ব্বক, বিজয়োন্মত্তার ন্যায় রাক্ষসসেনা ধ্বংসে প্রবৃত্তা হয়েন। অনন্তর নিজ রোমকূপ-নিঃসৃতা ভয়ঙ্করাকৃতি মাতৃকামণ্ডলীর সহিত, রাক্ষস-মুণ্ডে কন্দুকক্রীড়াশীলা জানকীর পাদবিক্ষেপে ধরিত্রী টলটলায়মানা দর্শনে, স্বয়ং ভূতনাথ শবরূপে তাঁহার পাদ-বিক্ষেপ স্থলে অবস্থিত হইলে, জানকীর স্তবকারী ব্রহ্মাদি দেবগণ, পুষ্পকস্থ রামচন্দ্রকে বিশল্য করেন। রামচন্দ্র চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, বৈদেহীর পরিবর্ত্তে চতুর্ভুজা শবারূঢ়া দিগম্বরাকে দর্শন করিয়া, ভয়ে চক্ষুঃ নিমীলিত করিলে, পিতামহ তখন জানকী কর্ত্তৃক সসৈন্যে সহস্রগ্রীবের নিধন বার্ত্তা সমগ্র বর্ণন করিয়া তাঁহার ভয় ভঞ্জন করিলেন। অতঃ-পর দেবগণ সহিত রামচন্দ্রের স্তবে পরিতুষ্টা আদ্যাশক্তিকে সীতরূপা দর্শনে, রাঘব তাঁহার সমভিব্যাহারে সত্বর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করতঃ, অদর্শন-কাতর ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিকে, সহস্রমুণ্ড রাবণ-বধ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া আনন্দিত করিলেন।

(১) কথিত আছে, মহর্ষি অগস্ত্য প্রমুখাৎ, অনাহারে, অনিদ্রায়, এবং স্বচ্ছন্দে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন ব্যতিরেকে চতুর্দশ বৎসর যাপনক্ষম বীর ব্যতীত অন্য ব্যক্তি মেঘনাদ বধে অসমর্থ (See note 1 in page 22 and note 1 in page 160), শ্রবণ করিয়া, বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ, তথ্যানুসন্ধিৎসু অগ্রজের নিকট, বন হইতে তূণীর মধ্যে রক্ষিত স্বীয় অংশের চতুর্দশ বৎসরের ফল আনয়ন, বিশ্বামিত্রশিক্ষিত ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারক 'বলা অতিবলা' মন্ত্রের উল্লেখ, সুগ্রীব-প্রদ-

ইন্দ্রজিৎ বধকারী বীর।

কৌতূহলান্বিত দাশরথির প্রীতিসম্পাদনার্থ, রাক্ষসকুলের উদ্ভব হইতে আরম্ভ করিয়া, রাবণের স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল-বিজয় বিবরণ এবং ইন্দ্রজিতের অদ্ভুত বিক্রম, আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

রামচন্দ্রের অনুরোধে বালী, সুগ্রীব ও হনুমান্ প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত সম্বলিত ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া,

---

র্শিত জানকীর অলঙ্কার সমূহ মধ্যে কেবল চরণ-নূপুর নির্ব্বাচন, এবং কুটীরদ্বারে প্রহরায় নিযুক্তি বশতঃ চতুর্দশ বৎসর অনিদ্রায় ক্ষেপণ, ইত্যাদি বিবৃত করতঃ মুনিবাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণীকৃত করেন। স্নেহময়ী জানকী এতদ্‌বৃত্তান্ত শ্রবণে, স্বহস্তে সুমিষ্ট অন্নাদি রন্ধন করতঃ দেবরকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন।

অগস্ত্য মুখে ইন্দ্রজিদ্ বধকারী বীরের চতুর্দশ বৎসর অনাহারে অতিক্রম, এবং প্রিয় অনুজের তদ্বাক্যে পোষকতা শ্রবণে, কৌতূহলী রামচন্দ্রের আদেশে মহাবীর মারুতি, লঙ্কার কুটীরে লক্ষ্মণ-কথিত অভুক্ত ফলপূর্ণ তূণীরানয়নে গমন করতঃ, তাদৃশ কার্য্যকে সামান্য বোধে অভিমান এবং উপেক্ষা জন্য, সেই ক্ষুদ্র তূণীর উত্তোলনে অসমর্থ ও লজ্জিতভাবে প্রত্যাগত হইলে, মহাবীর লক্ষ্মণ নিমেষ মধ্যে অবলীলাক্রমে উহা আনয়ন এবং অগ্রজকে প্রদর্শন করেন।

হনুমানের দর্পচূর্ণ।

আরও কথিত আছে,—সভামধ্যে নিদ্রাকাতর রাজছত্রধৃক্ লক্ষ্মণ, অগ্রজের কৌতূহল নিরাকরণ জন্য, বনবাসকালে প্রহরায় নিযুক্তিবশতঃ প্রথম রাত্রিতেই নিদ্রাদেবীর প্রতি চতুর্দশ বৎসর পরে অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকাবসানে তন্নিকটে আগমন আদেশ বিবৃত করিয়া, সভাস্থ সকলকে স্তম্ভিত করেন।

এবং পরিশেষে, ঋষিপ্রবর সনৎকুমার প্রমুখাৎ ভগবান্ নারায়ণের হস্তে নিহত বীরের সদ্গতি শ্রবণে, মুক্তি-লাভাকাঙ্ক্ষী রাবণের, দশরথ-তনয় রামচন্দ্রকে স্বয়ং নারায়ণ বোধে, তদীয় হস্তে মৃত্যু ইচ্ছায় লক্ষ্মীস্বরূপা জানকীকে হরণ প্রভৃতি গুহ্যতম সংবাদ সমূহ সবিশেষ কীর্ত্তন করতঃ, মহর্ষি অগস্ত্য বহুবিধ আশীর্ব্বচন প্রয়োগান্তর, অপরাপর মুনিবর্গ সমভিব্যাহারে রামসমীপে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অগস্ত্য ঋষি কর্ত্তৃক রাবণাদির পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন।

অনন্তর রামচন্দ্র উপযুক্ত মতে সম্মানিত করতঃ কপিরাজ সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণকে সাদরে বিদায় দান করিলেন। যাবতীয় বানর (১) ও রাক্ষসগণ রামচন্দ্রের ব্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিল। প্রজাবৃন্দও যথাবিধি সৎকার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত মনে নিজ নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। বনবাস কষ্টের অংশভাগী লক্ষ্মণকে যৌবরাজ্যাভিষেকে ইচ্ছুক

---

(১) মতান্তরে,—রামচন্দ্র ও জানকীর নিকট বিদায় প্রাপ্ত হনুমান্ তপস্যার্থে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করে :—

হনুমানের হিমালয়ে তপস্যার্থে গমন।

"কল্পান্তে মম সাযুজ্যং প্রাপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
ত্বমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে॥
স্থিতং ত্বামনুযাস্যন্তি ভোগাঃ সর্ব্বে মমাজ্ঞয়া।
ইত্যুক্তো মারুতিস্তাভ্যাং ঈশ্বরাভ্যাং প্রহৃষ্টধীঃ॥
আনন্দাশ্রু পরীতাক্ষো ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য তৌ।
কৃচ্ছ্রাত্ত্বযৌ তপস্তপ্তুং হিমবন্তং মহামতিঃ॥"

রাক্ষস বানর প্রভৃতির বিদায়।

রামচন্দ্র, অনুজের অসম্মতি দর্শনে, হৃষ্টচিত্তে ভরতকেই অযোধ্যার যুবরাজরূপে অভিষিক্ত করিলেন। রামচন্দ্রের দশসহস্রবৎসরব্যাপী রাজত্বকালে, বহুবিধ যাগযজ্ঞাদি ফলে প্রজাবৃন্দের অসুখ ও অসন্তোষের কারণ সমূহ তিরোহিত হইয়াছিল। সকলেই সর্ব্বাংশে সুখী হইয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার গুণানুবাদে নিযুক্ত রহিল। ক্রমে বিদেহরাজ, কেকয়ভূপতি-তনয় প্রভৃতি অযোধ্যায় সমাগত আত্মীয় ও রাজন্যবর্গ, উপযুক্ত সমাদরের সহিত বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ দেশে গমন করিলেন।

পুষ্পক রথের পুনরাগমন।

প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র রাজ্যশাসন প্রবৃত্ত হইবার অল্পদিন পরেই, পুষ্পক বিমান তন্নিকটে প্রত্যাগত হইয়া অন্তরীক্ষ হইতে বিনয় পুরঃসর, যক্ষপতির আদেশক্রমে অতঃপর বাহনরূপে তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিবার প্রার্থনা নিবেদন করিলে, হৃষ্টচেতাঃ রামচন্দ্র তাহাতে অনুমোদন এবং কার্য্যকালে উপস্থিতির আদেশ পূর্ব্বক, তাহাকে যথাভিলষিত স্থানে অবস্থিত হইতে অনুজ্ঞা করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সীতার তপোবন দর্শনেচ্ছা।

অনন্তর যুবরাজ অনুজ ভরত প্রমুখাৎ রাজ্যমধ্যে সম্যক্ সুশৃঙ্খলা বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দিত রাঘব, প্রাসাদ নিকটস্থ সুরম্য পাদপ, তড়াগ ও হর্ম্যাদি শোভিত মনোহর অশোককাননে, বিবিধ উপভোগ্য বস্তু দ্বারা সীতাদেবীর সন্তুষ্টি সাধনে শিশিরকাল অতিবাহিত করতঃ, বৈদেহীর গর্ভ-লক্ষণ দৃষ্টে, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করণাশয়ে ঈপ্সিত বিষয় উল্লেখ করিতে অনুরোধ করিলে, জনকনন্দিনীর তপোবন (১) দর্শনাভিপ্রায় অবগত ও তাহাতে সম্মত হইয়া, কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

সীতার বনবাস সম্বন্ধে গূহ্য বৃত্তান্ত।

(১) মতান্তরে,—বৈকুণ্ঠ গমনেচ্ছায় রামচন্দ্র, তপোবন দর্শনচ্ছলে বনবাস বিষয়ক প্রসঙ্গ এই সময়ে জানকীর নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন ;—

"দেবি ! জানামি সকলং তত্রোপায়ং বদামি তে।
কল্পয়িষ্যামিষং দেবি ! লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্॥
ত্যজামিত্বাং বনে লোকবাদাদ্ভীত ইবাপরঃ।
ভবিষ্যতঃ কৌমারৌ দ্বৌ বাল্মীকেবাশ্রমান্তিকে॥
ইদানিং দৃশ্যতে গর্ভঃ পুনরাগত্যমেঽন্তিকম্।
লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদরাৎ॥
ভূমের্বিবর মাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যাস্যসি দ্রুতম্।
পশ্চাদহং গমিষ্যামি এষ এব সুনিশ্চয়ঃ॥"

তথায় বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ কথোপকথন-প্রবৃত্ত রামচন্দ্র, প্রসঙ্গক্রমে রাজপুরবাসিগণ সম্বন্ধে জন-সাধারণের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, ভদ্র (১) নামে জনৈক সভ্য, বহু আড়ম্বরের পর কৃতাঞ্জলিপুটে, লোকমুখে শ্রুত রাক্ষসহৃতা সীতার পরিগ্রহজনিত নিন্দাবাদ কীর্ত্তন করিল। অনন্তর ক্রমে উপস্থিত সমস্ত বিনীত বয়স্যের মুখে উক্ত লোকাপবাদ শ্রবণে, দুঃখিত চিত্ত রামচন্দ্র তাহাদিগকে বিদায় প্রদান করতঃ, সত্বর অনুজত্রয়কে তথায় আগমন করিতে আদেশ করিলেন। ভ্রাতৃগণ অবিলম্বে সমাগত হইয়া, জ্যেষ্ঠের আকারেঙ্গিতে মহানর্থ-সন্দেহ-স্পৃষ্টান্তঃকরণে যথারীতি উপবিষ্ট হইলে, বিষণ্ণ রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে সীতা-বিষয়ক বার্ত্তা বিদিত করিয়া, অমূলক লোকাপবাদ ভয়ে নিরপরাধা জানকীকে (২) পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

লোকাপবাদ ভয়ে সীতা নির্ব্বাসন সঙ্কল্প।

---

(১) মতান্তরে নাম দুর্ম্মুখ।

(২) মতান্তরে,—সভাসদগণ মুখে সীতা সম্বন্ধে লোকাপবাদ শ্রবণে চিন্তাযুক্ত রামচন্দ্র, স্নানকালে রজকদিগের কথোপকথন মধ্যে, রাক্ষসহৃতা জানকীকে গ্রহণ জন্য তাঁহার চরিত্র কলঙ্কিতরূপে নির্দ্দেশ শ্রবণে, বৈদেহী পরিত্যাগে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়েন।

রজক মুখশ্রুত সীতার অপবাদ।

কোন কোন মতে, সীতাদেবী বাল্যকালে রামনাম শ্রবণ জন্য এক শুক পক্ষীকে ধৃত ও পিঞ্জরবদ্ধ করিলে, শুকপত্নী কর্ত্তৃক বনবাসরূপ অভিশাপগ্রস্তা হয়েন; এবং পিঞ্জরাবদ্ধ শুক, মৃত্যুর পর, সীতার ও রামচরিত্রে কলঙ্কারোপকারী রজকরূপে জন্মগ্রহণ করে।

এবম্বিধ নিদারুণ সঙ্কল্প শ্রবণে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ জ্যেষ্ঠের কঠোর শাসনাভিজ্ঞ বিকলচিত্ত ভ্রাতৃত্রয়, অনন্যগতি হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে, রামচন্দ্র শোকক্লিষ্ট হৃদয়ে, জানকীর তপোবন দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া, অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি সেই ব্যপদেশে তাঁহাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে বহুকষ্টে কথঞ্চিৎ সংযতচিত্ত লক্ষ্মণ, পরদিবস প্রত্যূষে, বিবিধ অমঙ্গল দর্শনেও অসন্দিগ্ধা ও মুনিকন্যাদিগের সহবাস প্রত্যাশায় আহ্লাদিতা জানকীকে সুমন্ত্রনেত্র রথে আরোহিতা করিয়া, তপোবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে বহুদূর গমনান্তে, পরদিবস নৌকাযোগে ভাগীরথী পার হইয়া, বিষাদে মূর্চ্ছিত-প্রায় লক্ষ্মণ, লোকাপবাদভীত অগ্রজের নিদারুণ আদেশ নিবেদন করিলে, পতিগতপ্রাণা বৈদেহী বজ্রাহতের ন্যায় ধরাবলুণ্ঠিতা হইলেন। (১)

সীতার বনবাস।

বহুযত্নে চেতনপ্রাপ্তা রোদন-পরায়ণা সীতার প্রতি বিস্তর সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাক্য প্রয়োগানন্তর, শোকসন্তপ্ত লক্ষ্মণ, অতি নিকটস্থ মহর্ষি বাল্মীকির (২) আশ্রমে তাঁহাকে আশ্রয়গ্রহণ-পরামর্শ প্রদান করতঃ, সত্বর নৌকাযোগে নদীর অপর পার গমন পূর্ব্বক, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন মানসে রথারূঢ়

বাল্মীকির আশ্রমে নির্ব্বাসিতা সীতার অবস্থান।

(১) গ্রন্থারম্ভে 'সীতা-নির্বাসন' কিঞ্চিৎ পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে।

(২) আশ্রম বাল্মীকি মতে চিত্রকূট পর্ব্বতে। কেহ কেহ বলেন Somewhere in Bundelkund. মতান্তরে, near modern Dinapur.

হইলেন। অনতিবিলম্বেই ঋষিবালকগণ-মুখে দেবীমূর্ত্তি বিলাপ-পরায়ণা কন্যার আশ্রমপ্রান্তে অবস্থিতি শ্রবণে, তপোবলে ত্রিকালজ্ঞ বাল্মীকি ত্বরায় জানকীর সমীপে আগমন ও বহুপ্রকারে তাঁহাকে আশ্বাস দান করিয়া, মুনিপত্নীগণের নিকটে তাঁহাকে অতি যত্নে পরিরক্ষণ করিলেন।

লক্ষ্মণের প্রত্যাগমন।

পথিমধ্যে রহস্যজ্ঞ সারথি সুমন্ত্র কর্ত্তৃক আশ্বাসিত লক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া, বিষণ্ণ অগ্রজের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রালাপে কিয়ৎপরিমাণে চিত্তাবসাদ নিবারণে সক্ষম হইলে, বিচক্ষণ রামচন্দ্রও শোকাবেগ দমন করতঃ রাজকার্য্যে মনোযোগ-তৎপর হইলেন।

বিচার প্রার্থি সারমেয়।

এই সময়ে এক কুক্কুর বিচারপ্রার্থিভাবে রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক, নিরপরাধ সত্বেও কোন ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্তির অভিযোগ উপস্থিত করিল। রাজাদেশে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণ বিচারালয়ে আনীত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিলে, উপযুক্ত দণ্ডবিধান জন্য অমাত্যগণের পরমার্শ-জিজ্ঞাসু রামচন্দ্রকে, আঘাতপ্রাপ্ত সারমেয় বিনীতভাবে ব্রাহ্মণের প্রতি কালঞ্জর নামক স্থানের আধিপত্য প্রদানরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করিল। তদ্দণ্ডানুসারে রাজ্যপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ গজারোহণে প্রস্থিত হইলে, তাদৃশ অপ্রাসঙ্গিক প্রার্থনায় চমৎকৃত সভাস্থগণকে কুক্কুর, পূর্ব্বজন্মে তাহার কালঞ্জরাধিপত্য সময়ে, ন্যায়-পরায়ণতা এবং সর্ব্বপ্রাণি-হিত-ব্রত সত্বেও,

কুক্কুরাঘাতী ব্রাহ্মণের দণ্ড।

বর্ত্তমান অধমগতি প্রাপ্তি বৃত্তান্ত বিবরণান্তে, উদ্ধত-স্বভাব ব্রাহ্মণের শীঘ্রই অধমযোনি প্রাপ্তি সিদ্ধান্ত করিয়া, হৃষ্টচিত্তে কাশীধামে গমন পূর্ব্বক প্রায়োপবেশন করিল।

কিয়দ্দিবস পরে বাসস্থান অধিকার সম্বন্ধে পরস্পর দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্ত পেচক এবং গৃধ্র, সুবিচারার্থে রাম-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, গৃধ্র পৃথিবীতে মানবগণের উদ্ভব-কাল হইতে, এবং পেচক বৃক্ষাদির উৎপত্তিকাল হইতে, আবাস স্থান-অধিকার নির্ণয় করিল। ইহাতে উলূকের অধিকার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত করিয়া, গৃধ্রকে দণ্ডনীয় বিবেচনা করিলে, আকাশবাণী দ্বারা, পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদত্ত নামে নরপতির, ক্ষুধার্ত্ত মহর্ষি গৌতমকে আহার্য্য প্রদান সময়ে, ভোজ্যবস্তু মধ্যে মাংসের সংযোগ নিবন্ধন, মুনিশাপে গৃধ্ররূপ প্রাপ্তি, এবং দশরথ-তনয় করস্পর্শে মুক্তিবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দয়ার্দ্রচিত্ত রামচন্দ্র গৃধ্র-শরীর স্পর্শ করিলেন, এবং গৃধ্রও তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করতঃ দিব্যদেহ ধারণ করিল।

উলূক ও গৃধ্রের দ্বন্দ্ব।

তৃতীয় অধ্যায়।

লবণের সহিত যুদ্ধে শত্রুঘ্নের সেনাপতিত্ব।

একদা যমুনা-তীরবাসী ভার্গব, (১) চ্যবন, প্রভৃতি বহু-সংখ্যক মুনিগণ, অযোধ্যায় আগমনান্তে, সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্রকে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করতঃ, রাবণের ভাগিনেয়, মধুদৈত্য ঔরসে কুম্ভনসী-গর্ভজাত, মধুপুরবাসী মহাবল লবণের অত্যাচার সমূহ বিবৃত করিয়া, তাহার বধসাধন নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন (২)। মুনিগণ প্রমুখাৎ ভগবান্ ভূতনাথের নিকট হইতে ভক্তপ্রবর মধুদৈত্যের মহাশূলপ্রাপ্তি, এবং তাহার মৃত্যুর পর, অমোঘ শূলাধিকার-লাভ-গৌরবে দুরাচার-পরায়ণ

চ্যবন মুনির বিবরণ।

(১) চ্যবন—রাক্ষসভীতা ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ভ হইতে স্বয়ং বহির্গত হইয়া, স্বতেজে শত্রুকে ভস্মীকৃত করেন। জরাজীর্ণ ঋষি, শর্য্যাতি-কন্যা সুকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অনুগ্রহে পুনর্যৌবন লাভ করেন। এই উপকারের পুরস্কার স্বরূপ, শর্য্যাতির যজ্ঞে ব্রতী মহর্ষি চ্যবন, বজ্রপাণির সবজ্র হস্ত স্তম্ভন করতঃ, তদীয় প্রতিবাদ সম্যক্ উপেক্ষা করিয়াই, স্বর্বৈদ্যদ্বয়কে সোমরস প্রদান করেন।

(২) মতান্তরে,—বনবাস-ব্রতকালে ভার্য্যাপহরণ জন্য ক্রোধ এবং রাক্ষস-বধরূপ হিংসার বশবর্ত্তিতা নিমিত্ত, রামচন্দ্রকে অশেষরূপে তিরস্কৃত করিয়া, মধুপুর (মধুবন) বাসী লবণ, দূত দ্বারা রামচন্দ্রকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে।

তদীয় পুত্র লবণের সংগ্রামে অজেয়ত্ব শ্রবণ করতঃ, বিচক্ষণ রামচন্দ্র, অনুজ শত্রুঘ্নকে লবণ-বধ জন্য নিয়োজিত করিলেন।

রাক্ষস-বধে সহায়তার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়া, শত্রুঘ্ন স্বয়ং গমনোদ্যত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল রামচন্দ্র, তাঁহাকে অবসরক্রমে শূলবর্জিত অবস্থায়, লবণের বিনাশ-সাধনে উপদিষ্ট করিয়া, তৎপ্রদেশে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপ-নার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। হৃষ্টচিত্ত মহাবীর রামানুজ, পথিমধ্যে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত, এবং পরম সমা-দরে অভ্যর্থিত হইয়া, একরাত্রি তথায় যাপন করিতে সংকল্প করিলেন। দৈবযোগে সেই রাত্রেই, আশ্রমস্থিতা জানকী, পরম সুন্দর কুমারযুগল (১) প্রসব করিলে, মহামতি শত্রুঘ্ন তৎসংবাদে সাতিশয় প্রীতিলাভ করতঃ, পরদিবস প্রত্যূষে মহর্ষির নিকট, অপরিমিত বলশালী শূলধারী লবণের হস্তে সূর্য্যবংশীয় দিগ্বিজয়ী মহারাজ মান্ধাতার নিধন-বৃত্তান্ত শ্রব-ণান্তে, মধ্যাহ্নকালে মৃগয়ালব্ধ-জীবগণকে বহন সময়ে, নিরস্ত্র

সীতার কুমারযুগল প্রসব।

(১) প্রবাদ আছে, সীতাদেবী একমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন; কিন্তু একদা শিশুর অদর্শন-ভীত বাল্মীকি, কুশদ্বারা সমাকার অন্য শিশু প্রস্তুত ও তাহার জীবন দান করেন। পরে পুত্রক্রোড়ে কর্মান্তর হইতে সমাগতা জানকী, দ্বিতীয় শিশু দর্শনে আহ্লাদিতা হইয়া, তাহাকেও স্বীয় পুত্রবৎ লালন পালন করিয়াছিলেন। এই পুত্র 'কুশ' নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এই প্রবাদ বশতঃই হউক, অথবা অন্য কারণেই হউক, অনেকে 'লব'কে জ্যেষ্ঠ নির্ণয় করেন। (See note in পরিশিষ্ট)

সীতার দ্বিতীয় পুত্র বিষয়ক প্রবাদ।

অবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ লবণকে আক্রমণে উপদিষ্ট হইয়া, অভিলষিত প্রদেশে যাত্রা করিলেন।

লবণ বধ।

ক্রমে মধুপুরে উপস্থিত হইয়া মহাবীর শত্রুঘ্ন, অগ্রজ এবং মহর্ষির নির্দ্দেশানুসারে, মৃগয়া-প্রস্থিত রাক্ষসের আগমন প্রতীক্ষায়, তদীয় আবাস-গৃহদ্বারে অবস্থিত হইলেন। মধ্যাহ্ন-কালে মৃগভার-স্কন্ধে প্রত্যাগত লবণ, সহসা সৌমিত্রি কর্ত্তৃক সংগ্রামে আহূত এবং মহাশূলানয়নে প্রতিরুদ্ধ হইয়া, সরোষে বৃক্ষ প্রস্তরাদি দ্বারা রামানুজকে আক্রমণ করিল। নিক্ষিপ্ত বৃক্ষাদি খণ্ডন করতঃ ক্রুদ্ধ শত্রুঘ্ন, ক্ষণকাল যুদ্ধের পর, প্রচণ্ড হুতাশনবৎ অগ্রজ-প্রদত্ত দিব্য শরসন্ধানে, লবণকে নিহত ও ভূপাতিত করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাহর্ষে শত্রু-ঘ্নের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুরাচার লবণ গতাসু হইলে, ধীমান্ শত্রুঘ্ন সেই স্থানে (১) মথুরানাম্নী পুরী নির্ম্মাণান্তে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া,

(১) কেহ কেহ বলেন, শত্রুঘ্ন 'মধুরা' নাম্নী এক পুরী নির্ম্মাণ করেন; তাহা 'মথুরা' নহে। আবার কেহ বলেন 'মথুরা' বা 'মধুরা' একই, পূর্ব্ব হইতেই ছিল; তবে শত্রুঘ্ন সেই পুরীর সংস্কার মাত্র করিয়াছিলেন।

মথুরাবাসী যাদব-গণের উদ্ভব।

কোনও গ্রন্থমতে, হর্য্যশ্ব নামক ইক্ষ্বাকুবংশীয় জনৈক নৃপতিমধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ এবং শ্বশুরালয়েই অবস্থিতি করেন। হর্য্যশ্বের মৃত্যু হইলে, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে যদু, মাধব, সত্বত ও ভীম, রাজা হইয়াছিলেন। লবণ বধাদির বহু পরে শত্রুঘ্ন-বংশীয়গণ কর্ত্তৃক মথুরা (মধুবন) পরিত্যক্ত হইলে, ভীম তাহা পুনরধিকার করেন। এই ভীম হইতেই মথুরাবাসী যাদব-গণের উদ্ভব হয়।

পূর্ণ দ্বাদশ বৎসরে নবরাজ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন পূর্ব্বক, অগ্রজ-সন্দর্শন লালসায় অযোধ্যাগমন সঙ্কল্পে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তপোধন বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত, এবং মুনিবর কর্ত্তৃক দুর্দ্দান্ত লবণ বধ জন্য হৃষ্টান্তঃকরণে অভিনন্দিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম সময়ে বালকণ্ঠ-নিসৃত সুমধুর রামচরিত, বিশুদ্ধ তান-লয় সংযোগে গীত শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট ও চিন্তা-যুক্ত মনে, মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। যথা সময়ে ভ্রাতৃরাজ্যে উপস্থিত মহাবল শত্রুঘ্ন, সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ বিবৃত করিলে, পরমাহ্লাদিত রামচন্দ্র, সপ্তাহকাল তৎসহ সুখে যাপন করিয়া, নব মথুরা-রাজ্য নিয়মিতরূপে শাসনের জন্য সস্নেহে তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন।

মথুরাপুরী নির্ম্মাণাদি।

অনন্তর একদা অকাল-মৃত-পুত্রশোক-কাতর এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, আপন শোক-বৃত্তান্ত সর্ব্বসমক্ষে বর্ণন পূর্ব্বক, রাজ্যমধ্যে অত্যাচার নিবন্ধন তাহার দুর্গতি সিদ্ধান্ত করতঃ বিলাপ করিতে লাগিল। প্রজারঞ্জক রামচন্দ্র শোকার্ত্ত ব্রাহ্মণ-বাক্যে চমৎকৃত হইয়া, সভাস্থ ঋষিগণকে এরূপ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি নারদ, রাজ্য-মধ্যে কোনও অনধিকারী শূদ্রের তপস্যায় প্রবৃত্তি বর্ত্তমান বিঘটনের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল-মৃত্যু।

দেবর্ষি-বাক্যে বিস্মিত রামচন্দ্র, মৃত-বালক-দেহ যত্নে

শূদ্র তাপস বধে দ্বিজ বালকের পুনর্জীবন প্রাপ্তি।

সংরক্ষণ করিতে আদেশ করিয়া, কামগামী পুষ্পক স্মরণ করতঃ, তদারোহণে বিরুদ্ধাচারীর অন্বেষণে, পশ্চিম উত্তর এবং পূর্ব্বদিকৃস্থ প্রদেশ সমূহ বিশেষরূপে অনুসন্ধানানন্তর, অবশেষে দক্ষিণদিকে পর্ব্বতপার্শ্বস্থ সরোবর তীরে, বৃক্ষোপরি অধঃশিরে লম্বমান জনৈক তপস্বীকে অবলোকন করিলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত রামচন্দ্র তাপসের নিকট গমন পূর্ব্বক, তাহার শূদ্র-যোনিতে জন্ম এবং দেবলোক জয় ও সশরীরে দেবতা হইবার অভিপ্রায়ে তপশ্চারণ, ইত্যাদি পরিচয় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ অসি প্রহারে তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলে, অন্তরীক্ষে অবস্থিত দেবগণ হৃষ্টচিত্তে রামচন্দ্রের কার্য্যের প্রশংসা করতঃ, অযোধ্যাপুরীস্থ অকালমৃত ব্রাহ্মণবালককে তদ্দণ্ডে সঞ্জীবিত করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

অগস্ত্য কর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে গাত্রাভরণ প্রদান।

অতঃপর দেবসমূহ পরিবৃত রামচন্দ্র, ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্য-সন্দর্শন মানসে তদাশ্রমে উপস্থিত হইলে, মুনিবর তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়া, উপাখ্যানচ্ছলে বিদর্ভদেশীয় শ্বেত-রাজের তপস্যা প্রভাবে দিব্যগতি হইলেও, দানকুণ্ঠতাবশতঃ প্রত্যহ ক্ষুধাতুরভাবে স্বীয় পার্থিব শরীর ভক্ষণ, এবং অবশেষে তদীয় অপূর্ব্ব গাত্রাভরণ মুনিবরের দানরূপে প্রতিগ্রহণ জন্য পৈশাচিক ক্ষুধাশান্তি, ইত্যাদি পূর্ব্বরহস্য বর্ণন পূর্ব্বক, হৃষ্ট-চিত্তে রাঘবকে উপযুক্ত পাত্রবোধে সেই সমস্ত উজ্জ্বল অলঙ্কার সমর্পণ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পর দিবস অগস্ত্যাশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণানন্তর ধর্ম্ম-পরায়ণ রামচন্দ্র, অযোধ্যায় প্রত্যাগমনান্তে পুষ্পক রথকে যথেচ্ছ বিচরণে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক, কোন সর্ব্বপাপ-ক্ষয়-কারি ধর্মানুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়া, ভরতের ও লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলে, অনুজদ্বয় ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ জানিয়াও, (১) অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত

রাম—চন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ।

---

(১) কোনও গ্রন্থমতে, ব্রাহ্মণকুলজাত রাবণের বধ জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপা-শঙ্কী রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত এই অশ্বমেধ যজ্ঞে, উন্মুক্ত যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষণকারী মহাবীর শত্রুঘ্ন, নানাদিগ্‌দেশ অতিক্রম, ও অহিচ্ছত্র, রম্যাতট, চক্রাঙ্কা, তেজঃ-পুর প্রভৃতি নগরী, এবং বিন্ধ্যগিরি, ভারতের অন্তে স্থিত হেমকূট পর্ব্বত ও পাতাল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করতঃ, অবশেষে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, ক্রীড়াচ্ছলে অশ্বহারী কুশ ও লব কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও বিচেতিত হয়েন। সমভিব্যাহারী মূর্চ্ছিত সুগ্রীব ও হনুমান্‌কে অদ্ভুত জীব বোধে, বালকদ্বয় আশ্রমস্থা মাতৃদেবীর সমীপে আনয়ন করিলে, জানকী পুত্রযুগলের প্রতি কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক, সকলকে চেতনাযুক্ত ও পুনর্জ্জীবিত করেন। অনন্তর প্রত্যাগত শত্রুঘ্ন প্রমুখাৎ, সীতাপুত্র-বৃত্তান্ত শ্রবণে রামচন্দ্র, মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে কুশ ও লবকে স্বীয় তনয়রূপে অবগত হইয়া, অযো-ধ্যায় আনয়ন করেন। পরিশেষে বহু অনুরোধে সীতাদেবী, লক্ষ্মণ সহিত অযোধ্যাপুরে সমাগতা ও রামসহ মিলিতা হইলে, সুবর্ণময়ী প্রতিমা সরযূ-

অশ্বধারী কুশ ও লবের সহিত যুদ্ধাদি।

রাম—চন্দ্রের সীতাসহ মিলন এবং স্বর্গারোহণ।

হইতে অনুরোধ করিলেন। পরে বশিষ্ঠ, জাবালি প্রভৃতি মুনিগণের সম্মতিক্রমে, পবিত্র (১) নৈমিষারণ্য মধ্যে যজ্ঞারম্ভ সঙ্কল্পে তেজস্বী রামচন্দ্র, স্বগণ সহিত কপিরাজ সুগ্রীব, রাক্ষস-রাজ বিভীষণ, এবং অন্যান্য নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী নৃপতিগণকে আমন্ত্রণের জন্য সৌমিত্রিকে নিয়োজিত করতঃ, গোমতী-তীরে বহুবিধ ভক্ষ্য পেয় দ্রব্যাদি পূর্ণ যজ্ঞবাট নির্ম্মাণ ও তথায় জানকীর হৈমপ্রতিমূর্ত্তি সংরক্ষণার্থে আদেশ প্রদান করিলেন।

যথারীতি উন্মুক্ত অশ্বের রক্ষণভার বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইয়া যজ্ঞ আরব্ধ এবং রাক্ষস, বানর ও দেশ

নদীতে বিসর্জনান্তে, প্রকৃতা সীতাদেবীর সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ, বনিতা, ভ্রাতৃগণ ও বহু অনুগামি-পরিবেষ্টিত রামচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

মতান্তরে কুশ ও লবের যুদ্ধ।

কেহ কেহ, কুশ ও লবের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র, ভ্রাতৃত্রয় ও হনুমান্ প্রভৃতির সহ পরাজিত, সীতাদেবীর সাহায্যে চেতনাপ্রাপ্ত এবং অবশেষে বালকদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া, সীতা-পরিগ্রহের নিমিত্ত পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, সভাজন-সমক্ষে জানকী পাতাল প্রবেশ করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা করেন।

মতান্তরে, রামচন্দ্র দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(১) লক্ষ্ণৌ নগরের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল দূরে গোমতীর বামতটে বিখ্যাত নৈমিষারণ্য। বর্ত্তমান নাম নিমখার।"

"ধর্ম্মারণ্য was a sub-Himalayan forest between পাঞ্চাল and উত্তর কোশল and correspond partly with the নৈমিষারণ্য of the মহাভারত।"

দেশান্তরস্থ ভূপতিবর্গ যজ্ঞক্ষেত্রে সমাগত হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি স্বরচিত রামায়ণ গানে সুশিক্ষিত কুশ ও লব নামক শিষ্য-বালকদ্বয় সমভিব্যাহারে যজ্ঞভূমিতে আগমনানন্তর এক-প্রান্তে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিলেন। মুনিবরের আদেশ-ক্রমে গীত-নিপুণ বালকদ্বয়, যজ্ঞক্ষেত্রে সুললিত রামচরিত গীতারম্ভ করিলে, সকলেই তদাকর্ণনে বিমুগ্ধ হইল, এবং যমজ বালক-দ্বয়কে জানকী-গর্ভ-সম্ভূত রাম-পুত্র-রূপে নির্দেশ করিল। স্থিরবুদ্ধি রাঘবশ্রেষ্ঠ শিষ্যযুগলের রূপ সন্দর্শন ও সুমধুর গীত শ্রবণ করতঃ, অবশেষে তাহাদিগকে নিজ-পুত্ররূপে অবগত হইয়া, সতীত্বের পরিচয় প্রদান জন্য সীতাদেবীকে পর দিবস যজ্ঞভূমিতে আনয়নার্থে অনুরোধ করিলে, মহর্ষি বাল্মীকি হৃষ্টচিত্তে তৎপ্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

যজ্ঞক্ষেত্রে কুশ ও লবের রামায়ণ গান।

পর দিবস যজ্ঞস্থলে কৌতূহলান্বিত দেবগণ, পূজ্যপাদ বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, (১) দুর্ব্বাসা প্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি-সমূহ, এবং অসংখ্য বানর, রাক্ষস ও রাজন্যবর্গ-বেষ্টিত রাম-সমক্ষে,

---

(১) অত্রিপুত্র। শিবাংশ সম্ভূত। উন্মত্তব্রতধৃক্ মহর্ষি। এই কোপন-স্বভাব মহর্ষি শাপ দ্বারা স্বীয় পত্নী ঔর্ব্বকন্যা কন্দলীকে ভস্ম করেন। ঔর্ব্ব-শাপে ইনি অম্বরীষের নিকট হতদর্প হয়েন। ইন্দ্রের প্রতি কুপিত হইয়া ত্বদীয় স্বারাজ্যকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট করেন। সরলা শকুন্তলা ইঁহারই শাপে দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হয়েন। দ্বাপর শেষে ইঁহারই শাপে শাম্ব যদুবংশ-নাশক মূষল প্রসব করেন।

দুর্ব্বাসার বিবরণ।

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক জানকীর পুনরায় পরীক্ষা প্রস্তাব।

দেবতুল্য প্রভাবশালী বাল্মীকি, অবনতবদনা, রামরূপ-ধ্যান পরায়ণা জানকীকে আনয়নপূর্ব্বক, তাঁহাকে অতীব পবিত্রা, এবং বালকদ্বয় তদীয় গর্ভজাত জ্ঞাপন করতঃ, লোকাপবাদ-ভয়ে পরিত্যক্তা বৈদেহীর রামকর্ত্তৃক পুনর্গ্রহণ প্রস্তাব করিলে, মুনিবাক্যে প্রত্যয়-শীল রাঘব বিশুদ্ধা জানকীকে সর্ব্বসমক্ষে, পূর্ব্বমত কোনরূপ পরীক্ষা প্রদানে পাতিব্রত্য প্রমাণ করিতে অনুজ্ঞা করিলেন।

সীতার পাতাল প্রবেশ।

স্বামীর তাদৃশ আদেশে, ধরণীতল-নিরীক্ষণ-পরায়ণা মৈথিলী, স্বীয় পাতিব্রত্যের ফলস্বরূপ, মাতা বসুন্ধরার ক্রোড়ে স্থান প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ ভূগর্ভনিঃসৃতা, অপূর্ব্ব সিংহাসনোপবিষ্টা অবনীদেবী, অনাথাপ্রায়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে অঙ্কস্থা করিয়া, রসাতলে প্রবিষ্টা হইলেন। এবম্বিধ অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে হৃষ্টচিত্ত দেবগণ অনবরত পুষ্পবর্ষণে, প্রীতি-প্রফুল্ল মুনিগণ অগণ্য সাধুবাদে, বিস্ময়াবিষ্ট সভ্যবর্গ অসাধারণ পাতিব্রত্যের প্রশংসায় ও লোকাপবাদভীত রামচন্দ্র নিরতিশয় বিলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে বিধিপ্রমুখ সুরগণ, মহাবীর রামচন্দ্রকে, পাতাল-গতা জানকীর উদ্ধার-সাধন মানস হইতে নিবৃত্ত, এবং বাল্মীকি-প্রণীত সুমধুর গাথা শ্রবণে শোক নিবারণে অনুরোধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

মাতৃগণের স্বর্গারোহণ।

অনন্তর কুশ ও লব-গীত সমগ্র বাল্মীকি-রচিত গ্রন্থ শ্রবণ ও যথারীতি অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তর, সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্র অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, দশসহস্র বৎসর জানকীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তিসহ, বহুবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-রূপ ধর্মকার্য্যে এবং রাজ্য সুশাসনে অতিবাহিত করিলেন। পরে কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা মাতৃত্রয়, কালধর্মানু-সারে পরলোকগত এবং পিতৃদেবের সহিত মিলিত হইলে, পুণ্যাত্মা দাশরথি বিধিমতে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সমা-পন ও বহুবিধ ধন-রত্নাদিদানে বিপ্র ও যাচকগণকে পরিতুষ্ট করিলেন।

পরাজিত গন্ধর্ব্ব-দেশে ভরত—পুত্র-দ্বয়ের অভি-ষেক।

এই সময়ে কেকয়রাজ যুধাজিতের পরামর্শে ও সাহায্যে অগ্রজাদিষ্ট মহাবাহু ভরত, সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্ব-গণকে অদ্ভুত যুদ্ধে নিপাতিত এবং গন্ধর্ব্বদেশকে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবত নামে দ্বিভাগে বিভক্ত করিলেন। পরে স্বীয় পুত্র তক্ষ ও পুষ্কলকে, তত্তৎ প্রদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতঃ, ভরত পঞ্চবর্ষ পরে অযোধ্যায় সমাগত ও ভ্রাতৃবৎসল অগ্রজের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

নবস্থাপিত রাজ্যে লক্ষ্মণ-পুত্রদ্বয়ের অভিষেক।

অনন্তর মহানুভাব ভরতের পরামর্শে, কার্য্যদক্ষ রামচন্দ্র প্রসিদ্ধ কারুপথ দেশে অঙ্গদী নাম্নী পুরী ও মনোহর চন্দ্রকান্তদেশে চন্দ্রকান্তা নাম্নী নিরুপমা নগরী নির্ম্মাণ আদেশ করতঃ, অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামক অনুজ লক্ষ্মণ-পুত্রদ্বয়কে, লক্ষ্মণ ও ভরত দ্বারা সেই সেই দেশের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। রামানুজদ্বয় কুমার-যুগলকে স্ব স্ব রাজ্যে নিরুপদ্রবে সংস্থাপিত এবং বহু বৎসর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণে অতিবাহিত করিয়া, অবশেষে জ্যেষ্ঠের চরণারবিন্দ দর্শনমানসে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কালপুরুষের সমাগম ও রামচন্দ্রের কঠিন প্রতিজ্ঞা।

এইরূপে অনুজদ্বয়ের পুত্রগণকে এক এক প্রদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং তাঁহাদিগকে নিয়মিতরূপে প্রজাপালনে ও রাজ্য শাসনে নিযুক্ত দর্শনে, সীতা-বিয়োগ-বিষণ্ন রামচন্দ্র কথঞ্চিৎ স্থিরচিত্তে কালযাপন-তৎপর হইলেন। কিছুকাল পরে স্বয়ং কালপুরুষ কোন তপস্বি-প্রেরিত দূতবেশে রাজদ্বারে আগমন পূর্ব্বক, সৌমিত্রি লক্ষ্মণকে রাজদর্শনাভিলাষ জ্ঞাপন করতঃ, তৎকর্ত্তৃক রাম-সদনে নীত হইলেন। ছদ্মবেশী মহাপুরুষ কৌশল্যানন্দন সমীপে উপস্থিত হইয়া, নিজ বক্তব্য বিষয় বিশেষ গোপনীয় নির্দ্দেশে, কোনও নির্জন স্থানে আলাপ-প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, কৌতূহলী রামচন্দ্রকে, তাঁহাদিগের সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত, অথবা তৎকথিত গোপনীয় বাক্য-সমূহ শ্রবণকারী, তৃতীয় ব্যক্তির বর্জনাদেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন।

কঠিন প্রতিজ্ঞা সুমতি লক্ষ্মণকে জ্ঞাপন করিয়া রামচন্দ্র নির্জনে অবস্থিত হইলে, ছদ্মবেশী আপনাকে কালপুরুষরূপে পরিচিত এবং পিতামহ ব্রহ্মার প্রেরিতরূপে নির্দিষ্ট করতঃ, স্বয়ং নারায়ণ রামচন্দ্রের ভূভার-হরণ নিমিত্ত জন্ম এবং নিজ নির্দ্ধারিত লীলাকাল অবসানপ্রায় বিদিত করিয়া, অতঃপর তাঁহার মন্তব্য জিজ্ঞাসু হইলে, হৃষ্টচিত্ত রামচন্দ্র শীঘ্রই বৈকুণ্ঠ-গমনাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

কাল-পুরুষ সহ কথোপ-কথন।

তাঁহাদিগের এই বাক্যালাপ সময়ে, সহস্র-বৎসরব্যাপী অনশন-ব্রতাবলম্বী ক্ষুধিত মহর্ষি দুর্ব্বাসা, পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া, লক্ষ্মণকে শীঘ্র তদাগমনবার্ত্তা রাম-সন্নিধানে জ্ঞাপনার্থে আদেশ করিলেন। ক্ষণমাত্র সৌমিত্রিকে তদাজ্ঞাপালনে বিরত দর্শনে, কোপন-স্বভাব অত্রিপুত্র মহারোষে সপুত্র ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের এবং সমগ্র অযোধ্যারাজ্যের প্রতি অভিশাপ প্রদানো-ন্মুখ হইলে, ভীত লক্ষ্মণ মনে মনে নিজ মৃত্যু স্বীকারে অপর ভ্রাতৃগণ প্রভৃতির অব্যাহতি নিশ্চয় করতঃ, তদ্দণ্ডে নির্জনে ছদ্মবেশীর সহ আলাপ-প্রবৃত্ত অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বাসার আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন।

দুর্ব্বাসার আগমন ও ক্রোধ।

মহর্ষির আগমন বার্ত্তায় রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষকে বিদায় করিয়া, তাঁহার নিকটে গমন ও প্রার্থিত ভোজ্যবস্তু প্রদান করিলে, ভোজন-পরিতুষ্ট ঋষি বহুবিধ আশীর্ব্বচন প্রয়োগান্তর নিজ গন্তব্য পথে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর নিদারুণ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ বিলাপ-প্রবৃত্ত সত্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র, বিচক্ষণ

লক্ষ্মণ বর্জন।

মহর্ষি বশিষ্ঠের উপদেশে, সত্যপালনার্থে, প্রাণাধিক প্রিয় অনুজ লক্ষ্মণকে ত্যাগ স্বীকার করিলে, মহাত্মা সৌমিত্রি হৃষ্টচিত্তে অগ্রজের পাদবন্দন পূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ সরযূতীরে যোগাসীন হইয়া, দেবগণ কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠধামে নীত ও পূজিত হইলেন।

রাম—চন্দ্রের লক্ষ্মণানুগমনেচ্ছা।

অতঃপর বিষণ্ণ রামচন্দ্র, প্রিয়ানুজ-প্রস্থিত পথে প্রয়াণ-প্রতিজ্ঞা প্রকাশান্তে, ভরতের অনুগমনেচ্ছা শ্রবণে, স্বীয় তনয়-যুগল মধ্যে কুশকে কোশলরাজ্যে বিন্ধ্যপর্ব্বত নিকটস্থ কুশাবতী পুরীতে এবং লবকে উত্তর কোশলস্থ শ্রাবন্তী পুরীতে অভিষিক্ত করতঃ, ত্বরায় শত্রুঘ্নকে আনয়নোদ্দেশে মথুরায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূতমুখে অযোধ্যার সংবাদ শ্রবণমাত্র বিচক্ষণ শত্রুঘ্ন, অনতিবিলম্বে আপন পুত্রদ্বয় মধ্যে, সুবাহুকে (১) মথুরাপুরে, এবং শত্রুঘাতীকে (২) বিদিশায় স্থাপনান্তে, অগ্রজের সহ-গমনার্থে শীঘ্র তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন।

মথুরা ও বিদিশা-রাজ্যে শত্রুঘ্ন পুত্রদ্বয়ের অভিষেক।

অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়, অযোধ্যাবাসি-সমূহ এবং সংবাদপ্রাপ্ত বানর ও রাক্ষসবর্গ সহ মিত্র সুগ্রীব প্রভৃতি সহগমনেচ্ছুগণে পরিবেষ্টিত রামচন্দ্র, সমাগত বিভীষণ, হনুমান্ (৩) জাম্ববান্,

---

(১) মতান্তরে, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশের অযোধ্যায় রাজত্বকালে, যদুবংশীয় ভীমতনয় অন্ধক মথুরার রাজা ছিলেন।

(২) বিদিশা modern Vilsa, lies to the west of Jubbulpur, and on the river বেত্রবতী (Betwa), a tributary of the Jumna.

(৩) মতান্তরে, রামচন্দ্র ত্রেতাবসানে দ্বাপরযুগে জাম্ববানের সহিত কোনও কারণ বশতঃ যুদ্ধ উল্লেখে, তাহাকে তৎকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থানাদেশ করেন:—

মৈন্দ ও (১) দ্বিবিদকে, কলির আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত ধরাতলে (২) অবস্থানার্থ আদিষ্ট এবং কুমার অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত করতঃ, পুণ্যসলিলা সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া, দেবগণের পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিব্য বিমানারোহণে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। তথায় পরমানন্দে অনুজ লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মীরূপা সীতার সহিত মিলিত এবং স্বীয় প্রকৃত নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়া, অনুগামি জীবসমূহকে ব্রহ্মলোক-সদৃশ সন্তানক নামক লোকে সংস্থাপন করিলেন। রাবণবধে সাহায্যার্থে উদ্ভূত সুগ্রীবাদি বানরগণও স্ব স্ব দেব অংশে সম্মিলিত হইলেন।

অনুগামিগণসহ বৈকুণ্ঠে রামচন্দ্রের গমন।

"জাম্ববন্ত মৎ প্রাহ তিষ্ঠত্বং দ্বাপরান্তরে।
ময়া সার্দ্ধং ভবেদ্ যুদ্ধং যৎকিঞ্চিৎ কারণান্তরে॥"
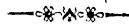
স্যমন্তকমণি-হরণ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জাম্ববানের যুদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ।

(১) দ্বাপরযুগাবসানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে, সহদেবের দক্ষিণদিক্ বিজয়কালে, কিষ্কিন্ধ্যাপুরে মৈন্দ ও দ্বিবিদ বানরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ বিবৃত আছে; এবং পরে রৈবতক পর্ব্বতে বলদেব কর্ত্তৃক অত্যাচার-প্রিয় দ্বিবিদ বানরের নিধনোল্লেখ ও মৈন্দের শ্রীকৃষ্ণ হস্তে বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

(২) মতান্তরে, বিভীষণ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ কেবল এই তিনজনের মর্ত্ত্যে অবস্থান উল্লেখ আছে।

পরিশিষ্ট।

কোনও গ্রন্থমতে, রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ, পিতৃদত্ত কুশাবতীপুরী হইতে জনশূন্য অযোধ্যানগরীতে প্রত্যাগত ও অবস্থিত হয়েন। মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট প্রাপ্ত পৈতৃক আভরণ অপহরণকারী কুমুদনাগ-কন্যা কুমুদ্বতীর গর্ভে, কুশ-ঔরসজাত অতিথি নামক পুত্র, পরে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন।

মহারাজ দশরথ

রামচন্দ্র		ভরত		লক্ষ্মণ		শত্রুঘ্ন	
কুশ	লব	তক্ষ	পুষ্কল	অঙ্গদ	চিত্রকেতু	সুবাহু	শত্রুঘাতী

অতিথি	সুদর্শন	বৃহদশ্ব	শুদ্ধোদ
নিষধ	অগ্নিবর্ণ	ভানুমান	লাঙ্গল
নল	শীঘ্র	প্রতিকাশ	প্রসেনজিৎ
পুণ্ডরীক	মরু	সুপ্রতীক	ক্ষত্রক
ক্ষেমধন্বা	শ্রুত	মেরুদেব	কুলক
দেবানীক	সন্ধি	সুনক্ষত্র	সুরত
অহীন	অমর্ষণ	পুষ্কর	সুমিত্র
পারিপাত্র	সহস্বান	অন্তরীক্ষ	
বল	বিশ্ববাহু	সুতপা	
স্থল	বৃহদ্বল	অমিত্রজিৎ	
বজ্রনাভ	বৃহদ্রণ	বৃহদ্রাজ	
মুমুসগণ	উরুক্রিয়	বর্হি	
বিধৃতি	প্রতিব্যাম	কৃতঞ্জয়	
হিরণ্যনাভ	ভানু	রণঞ্জয়	
পুষ্প	দিবাক	সঞ্জয়	
ধ্রুবসন্ধি	মহাদেব	শক্য	
সুদর্শন	বৃহদশ্ব	শুদ্ধোদ	

অতঃপর সূর্য্যবংশ অস্তমিত।

(মতান্তরে লব বংশ)

লব (১)
অতিথি
নিষধ
নল
পুণ্ডরীক
মেঘধন্বা
বালা
শূল
বজ্রনাভ
সুজংশ
বিশিতাশ্ব
বিধৃতি
হিরণ্যাভ
পুষ্পক
সুদর্শন
অগ্নিবর্ণ
শীঘ্র
মরু
পৃসিস্থত
শ্বেতসুন্দ
অমর্ষণ

অমর্ষণ
অবস্থান
বিশ্বশব
পৃসঞ্জিত
তক্ষক
বৃহদ্বালা
বৃহদ্বীর
উরুক্রিয়
বুচাভৃদ
প্রতিব্যাম
ভানু
সৈদেব
বৃহদশ্ব
বাহুমান
প্রতিকাশ
সুপ্রতীক
মরুদেব
সুনক্ষত্র
পুষ্কর
রেখা
সুতপা

সুতপা
অমিত্রজিৎ
বৃহদ্রাজ
বারিকেতু
কৃতঞ্জয়
রণঞ্জয়
সঞ্জয়
শক্য
সুদীপ
সঙ্গল
প্রসেনজিৎ
রোমিক
সুরথ
সুমিত্র (২)
মহারথ (৩)
অন্তরথ
অচলসেনা
কণকসেন
মহামদনসেন
সুদন্ত
বিজয় (অজয়সেনা)

বিজয় (অজয়সেনা)
পদ্মাদিত্য
শিবাদিত্য
হরাদিত্য
সূর্য্যাদিত্য
সোমাদিত্য
শীলাদিত্য
কশ্ব (গ্রহাদিত্য)
নগাদিত্য
ভাগাদিত্য
দেবাদিত্য
অশ্বাদিত্য
ক্ষালভোজ
গ্রহাদিত্য
বাপ্পা (ভূপ)

(১) কোনও বিখ্যাত গ্রন্থকার, লব হইতে এই বংশাবলী নির্দ্দেশ করেন; এবং কোনও ইতিহাসবেত্তা লবকেই রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়াছেন।

(২) বিক্রমাদিত্যের সামকালিক।

(৩) Rana of Mewar.

সূর্য্যবংশ।

(বাল্মীকি মতে)		(মতান্তরে) ১		
পরব্রহ্ম	ভরত	নারায়ণ	সেনজিৎ	দিলীপ
ব্রহ্মা	অসিত	ব্রহ্মা	যুবনাশ্ব	ভগীরথ
মরীচি	সগর	মরীচি	মান্ধাতা	শ্রুত
কশ্যপ	অসমঞ্জ	কশ্যপ	পুরুকুৎস	সুত
সূর্য্য	অংশুমান	সূর্য্য	ত্রসদস্যু	সিন্ধুদ্বীপ
দিলীপ	রঘু	মনু	অনরণ্য	ঋতপর্ণ
ভগীরথ	কল্মাষপাদ	ইক্ষ্বাকু	হর্য্যাশ্ব	কল্মাষপাদ
ককুৎস্থ	শঙ্খন	বিকুক্ষি	তরুণ	অশ্মক
মনু	সুদর্শন	ককুৎস্থ	ত্রিধন্বা	নারীকবচ (১)
ইক্ষ্বাকু	অগ্নিবর্ণ	অনেনা	সত্যব্রত	ঐড়বিড়ি
কুক্ষি	শীঘ্রগ	পৃথু	হরিশ্চন্দ্র	খট্টাঙ্গ
বিকুক্ষি	মরু	বিশ্বগন্ধি	রোহিতাশ্ব	দিলীপ
বাণ	প্রশুশ্রুক	চন্দ্র	হরিত	অজ
অনরণ্য	অম্বরীষ	শ্রাবস্ত	চম্প	দশরথ.
পৃথু	নহুষ	বৃহদাশ্ব	সুদেব	
ত্রিশঙ্কু	যযাতি	কুবলাশ্ব	বিজয়	
ধুন্ধুমার	নাভাগ	ধুন্ধুমার	ভরুক	
যুবনাশ্ব	অজ	হর্য্যাশ্ব	বৃক	
মান্ধাতা	দশরথ	নিকুম্ভ	বাহু	
সুসন্ধি		বর্হিনাশ্ব	সগর	
ধ্রুবসন্ধি		কৃশাশ্ব	অংশুমান	
ভরত		সেনজিৎ	দিলীপ	

(১) বাল্যকালে নারীবেশে পরশুরাম হস্তে অব্যাহতি প্রাপ্তি হেতু নাম 'নারীকবচ'।

সূর্য্যবংশ।

(মতান্তরে) ২

পরব্রহ্ম
ব্রহ্মা
মরীচি
কশ্যপ
সূর্য্য
মনু
সুষেণ
প্রসন্ন
যুবনাশ্ব
মান্ধাতা
মুচকুন্দ
পৃথু
ইক্ষ্বাকু
শতাবর্ত্ত
আর্য্যাবর্ত্ত
ভরত
ভূধর
খাণ্ড
দণ্ড
হরিত
হরিবীজ
হরিশ্চন্দ্র
রোতিহাশ্ব
সগর
অসমঞ্জ
অংশুমান
দিলীপ

দিলীপ
ভগীরথ
কল্মাপাদ
সুদাস
দিলীপ
রঘু
অজ
দশরথ

(মতান্তরে) ৩

ব্রহ্মা
মরীচি
কশ্যপ
সূর্য্য
মনু
ইক্ষ্বাকু
বিকুক্ষি
ককুৎস্থ
পৃথু
বিশ্বগন্ধি
আর্দ্র
যবন
শ্রাব
বৃহদশ্ব
ধুন্ধুমার
দৃদশ্ব
হর্য্যশ্ব
নিকুম্ভ
বর্হিনাশ্ব
সেনজিৎ
যুবনাশ্ব
মান্ধাতা
পুরুকুৎস
অরুণ
ত্রিবিধন্বা
অত্রারুণ
সুতবৃথ

সুতবৃথ
ত্রিশঙ্কু
হরিশ্চন্দ্র
রোহিত
হারিত
চম্প
বিজয়
বারুক
বৃক্ষ
বাহুক (উসিত)
সগর
কেশী
অসমঞ্জা
অংশুমান
দিলীপ
ভগীরথ
শ্রুতসেন
নাভাগ
অম্বরীষ
সিন্ধুদ্বীপ
আয়ুত্যায়ু
ঋতপর্ণ
নল
শিরুহা
সেবাদাস
অশ্মক
মালুক

মালুক
সত্যরথ (দশরথ)
ঐম্বরা
বিশ্বসহ
খর্ব্বাঙ্গ
দীর্ঘবাহু
দিলীপ
রঘু
অজ
দশরথ

মিথিলার রাজবংশ।

(বাল্মীকিমতে)

নিমি	হ্রস্বরোমা
মিথি	ধর্ম্মধ্বজ
জনক	বা
উদাবসু	জানকীর পিতা
নন্দিবর্দ্ধন	দ্বিতীয় জনক।
সুকেতু	
দেবরাত	
বৃহদ্রথ	
মহাবীর	
সুধৃতি	
ধৃষ্টকেতু	
হর্য্যশ্ব	
মরু	
প্রতীন্ধক	
কীর্ত্তিরথ	
দেবমীঢ়	
বিবুধ	
মহীধ্রক	
কীর্ত্তিরাত	
মহারোমা	
স্বর্ণরোমা	
হ্রস্বরোমা	

(মতান্তরে)

ইক্ষাকু	সুবর্ণরোমা	যযোধন
নিমি	হ্রস্বরোমা	সুবসন
মিথিল	শিরধ্বজ	শ্রুতসেন
জনক	শিরধ্বজ	নাইসেন
ঔদাসি	কুশধ্বজ	বিজয়
নন্দবর্দ্ধন	ধর্ম্মধ্বজ (১)	আর্দ্র
সুকণ্ঠ	কীর্ত্তিধ্বজ	সেনীক
মিবরাত	কেশীধ্বজ	বিতুভ্য
ব্রহদ্রথ	বাহুমান	ধৃতিক
হোবীজ	অরিষ্টনেমি	বিলাস
সুধৃতি	শ্রুতায়ু	কীর্ত্তিরাজ
ধৃষ্টকেতু	সুপার্শ্ব	
হর্য্যশ্ব	ইস্বত	
মরুত্ত	ক্ষেমদি	
প্রতীপ	সেত্রথ	
কীর্ত্তিরথ	উর্দ্ধকেতু	
দেবমিত্র	সুমৃত	
বিশ্রুত	সুতীর্থ	
মহাধৃতি	উপগুরু	
কীর্ত্তিরাত	উপগুপ্ত	
মহারোমা	ইলগুপ্ত	
সুবর্ণরোমা	যযোধন	

(১) ইঁহারই অপর নাম জনক (জানকীর পিতা), এবং ইঁহাকে কুশধ্বজের অগ্রজ বলিয়া বাল্মীকি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পুস্তকোল্লিখিত নাম সমূহ।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

অ

অকম্পন ৮০, ৮১, ১৪৬।
অক্ষ ১১৫, ১২৭।
অগস্ত্য ৪, ৪১, ৭৪, ই।
অগস্ত্য-ভ্রাতা ৭৪।
অগস্ত্যাশ্রম ২০১।
অগ্নি ৫, ২৯, ইত্যাদি।
অগ্নিকুণ্ড ৩৫।
অঙ্গ ৩৭।
অঙ্গদ, লক্ষ্মণপুত্র ২০৭।
অঙ্গদ, বানর ৯৪, ৯৫, ৯৭।
অঙ্গদীপুরী ২০৭।
অঙ্গিরা ৪, ২৯, ৪০।
অজ ৩৪, ৩৫, ৩৬।
অঞ্জনা ২৮।
অতিকায় ১৪২, ১৫২, ১৫৩।
অত্রি ৪, ৪০, ৭১, ২০৪।
অত্যূষ ২১।
অদিতি ১৬, ২৪, ৩৬।
অনঙ্গাশ্রম ৩৭।
অনল ২১।
অনলা ২০।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

অনিল ৫, ২১।
অন্ধক ২০৯।
অন্ধতাপস ৩৫, ৩৬, ৬০।
অনন্তদেব ৪০।
অনরণ্য ১১, ১২।
অনসূয়া ৭১।
অভীর ১৩২,
অম্বরীষ ২৪, ২৫, ৯০৪।
অযোধ্যা ৩৪, ৩৫, ৩৬, ই,।
অরিষ্ট ১১৯।
অরুণ ১০৩।
অর্ক ৫।
অলকানগরী ৮।
অল্‌টেই ১০।
অবনীদেবী ৪৫, ২০৪।
অবন্তী ৩৪।
অশ্বত্থামা ৪৯।
অশ্বপতি ৬৪।
অশ্বিনীকুমার ৩০, ১৯৬।
অশোকবন ৮৭, ১১০, ১১৪,
অষ্টাবক্র ৯০, ১৬৭।
অহল্যা ২১, ৪৪, ৪৫।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

অহল্যাবাই ৩৫।
অহিচ্ছত্র ২০৯।
অহীরাবণ ১৬৮।

আ

আজামগড় ৬০।
আদমসেতু ১৩৪।
আনিগন্ধি ২৭।
আরঙ্গীব ৩৫।
আরা ৪৩।

ই

ইক্ষ্বাকু ১, ২০, ৩৪ ই,।
ইধ্মবাহু ৭৪।
ইন্দুমতী ৩৬।
ইন্দ্র ৩, ৫, ৯, ইত্যাদি।
ইন্দ্রজিৎ ২২, ২৩, ১১৫, ই।
ইল্বলা ৭৪।
ইল্বল ৭৪, ৭৫।

ঈ

ঈনিয়াস্—১৫৯, ১৬৯।
ঈনিয়েদ্—১৫৯, ১৬৯।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

উ

উজ্জয়িনী ৩৪।
উর্ম্মিলা ৪৮।
উর্ব্বশী ২০।
উতথ্য ৪।
উত্তরকোশল ২০২,২০৯।
উদয়গিরি ৬৪।
উদ্দালক ৯০।

ঋ

ঋক্ষরাজ ২৭, ২৮, ২৯।
ঋক্ষবান্ ২৮।
ঋচীক ৪৯।
ঋণমোচন ঘাট ৩৫।
ঋষভ (পর্ব্বত) ১৫৫।
„ (বানর) ১২৪, ১৩৪।
ঋষ্যমূক ৩১, ৩৩, ৯১ ই,।
ঋষ্যশৃঙ্গ ৩৭, ৩৯।

এ

এডম্ ৭০।
এপোলো ১৫৯।
এলাহাবাদ ৬০।

ঐ

ঐন্দ্রিক ৭৩।
ঐরাবত ২৮।

ঔ

ঔরঙ্গাবাদ ৭৭।
ঔর্ব্ব ৪৯, ২০৪।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

ক

কঙ্কনদেশ ৭৭।
কঞ্জিবেরাম্ ৩৪।
কন্‌খল ৩৪।
কন্দলী ২০৪।
কপিল ১৮, ৭১।
কর্ম্মনাশা ১১।
কর্দ্দম ৪, ১৮, ৭১।
কলিঙ্গ ৫০।
কবন্ধ ৯০।
কশ্যপ ১৬, ২১, ইত্যাদি।
কাঞ্চী ৩৪।
কান্যকুব্জ ৪১।
কামরূপ ৩৪।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ১২, ৪৮।
কারুপথ ২০৬।
কালকেয় ১৬, ১৩৭।
কালখঞ্জ ৯।
কালঞ্জর ১৯৪।
কালনেমি ১৪২, ইত্যাদি।
কালপুরুষ ২০৬।
কালুর ৩৫।
কাশী ৩৪, ১৯৫।
কাহোড় ৯০।
কিউন্‌লুন্ ১০।
কিষ্কিন্ধ্যা ১৩, ১৪, ই,।
কুম্ভ ১৫৭।
কুম্ভকর্ণ ৫, ৬, ৭, ইত্যাদি।
কুম্ভনসী ২০, ১৯৬।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র ২৬।
কুলপতিঋষি ৭১।
কুবের ৪, ৫, ইত্যাদি।
কুব্জা (কৃষ্ণপ্রিয়া) ৭৭।
কুব্জা (মন্থরা) ৫৩, ৫৪।
কুশ ১, ১৯৭, ইত্যাদি।
কুশধ্বজ ১১, ২৫, ৪৮।
কুশাবতী ২০৮।
কুশিক ৪১।
কূপ ৪৯।
কেকয় ৩৬, ৫১, ইত্যাদি।
কেতুগ্রহ ৭৫।
কেশরী ২৮।
কোশগ্রাম ৪৩।
কোশল ৩৬, ৬০, ২০৯।
কৈকসী ৫।
কৈকেয়ী ৩৫, ৩৬, ই,।
কৈলাশ ৮, ৯, ইত্যাদি।
কৌশল্যা ২৪, ৩৬, ই,।
ক্রতু ৪, ৪০।
ক্রৌঞ্চমহারণ্য ৮৯।
ক্ষীরোদ সমুদ্র ১৯।

খ

খর ১৯, ৭১, ৭৯, ৯৭, ই।

গ

গঙ্গা ৪৪, ৫০, ৬০, ই,।
গণেশকুণ্ড ৩৫।
গন্ধমাদন পর্ব্বত ১৪৩।
„ বানর ১২৪, ই।
গরুড় ৩, ৭৬, ১০৩, ই,।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

গবয় ১২৪।
গবাক্ষ ১২৪।
গাধি ৪১, ৪৫, ৪৭, ৪৯।
গালব ১৭।
গিরিব্রজ ৬৪।
গুহ ৬০, ৬১, ৬৬, ১৮১।
গৃৎসমুদ্র ২৬।
গোমতী ৬০, ২০২।
গোতম ২১, ৪৪, ৪৫, ৬৪।
গোদাবরী ৭৫, ৭৬, ৯৮।
গোপ্রতার ঘাট ৩৪, ৩৫।
গৌতম ১৯৫।
গৌতমী ৭৫।
গ্রীণল্যাণ্ড ৭০।
গ্রীস্ ১৫৯।

ঘ

ঘর্ঘরানদী ৩৪।
ঘৃতাচী ২০।

চ

চক্রতীর্থ ৩৫।
চক্রাঙ্কা ২০১।
চণ্ডীকা ১৭০।
চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকান্তা } পুরী ২০৬।
চন্দ্রকেতু ২০৬।
চন্দ্রমা ৫, ১৭, ৭১।
চামুণ্ডা ১০৮।
চিত্রকূট ৬২, ৬৬, ৬৭, ই,।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

চিত্রাঙ্গদা ১৫৯।
চুলিমহেশ্বর ১২।
চ্যবন ১, ৪৯, ১৯৬।

ছ

ছত্রিশঘর ২৮।
ছিন্দওয়ারা ২৮।

জ

জটায়ুঃ ৭৬, ৮৩, ৮৬ ই,।
জনক ২৬, ৪১, ৪৩ ই,।
জনকপুর ৪৫।
জনস্থান ৩৭, ৭৭, ই,।
জন্মস্থান তীর্থ ৩৫।
জম্বুমালী ১১৪, ১৪১।
জরাসন্ধ ৬৪।
জব্বলপুর ২০৯।
জয় ৫।
জয়ন্ত ২১, ৭৩।
জহ্নু ১৩২।
জাতবেদী ৩৫।
জানকী ৪৬, ৪৭, ৫৩, ই,।
জানকীঘাট ৩৫।
জাম্ববান্ ২৯, ১০০, ই,।
জাবালি ৬৯, ২০২।
জুনো ১৫৯।
জৈত্য ৯৯।

ট

টর্ণস্ ১৫৯।
টন্স্ ৬০।
টাপ্রোবাণা ৩।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

ত

তক্ষ ২০৫।
তক্ষশীলা ২০৫।
তপন ২৭।
তমসা ১, ৩৪, ৬০।
তরণিসেন ১৫৮।
তাড়কা ৪১, ৪২, ৪৩, ই,।
তাম্রপর্ণি ৩।
তার ৩২।
তারা ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭।
ত্বাষ্ট্রী ৩০।
তিলোত্তমা ২০।
তুম্বুরু ২৬, ৭৩।
তৃণবিন্দু ৪।
তেজঃপুর ২০১।
ত্রিকূট ৩।
ত্রিজটা ১১১, ১৪৩।
ত্রিপুরাসুর ৪৫।
ত্রিশঙ্কু ২৪।
ত্রিশিরাঃ ৭৯, ১৫২, ই,।
ত্রিহুত ২৬।

দ

দক্ষ ৪৫।
দক্ষযজ্ঞস্থান ৩৪।
দণ্ড ২০, ৩৭।
দণ্ডকারণ্য ২০, ২৬, ই,।
দত্তাত্রেয় ১২, ৭১।
দধিমুখ ১২১, ১২২।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

দনু ২১, ৩১।
দন্তধাবনকুণ্ড ৩৫।
দন্তবক্র ৫।
দরভাঙ্গা ৪৫।
দশগিরি ৮।
দশরথ ২৪, ২৫, ৩৫, ই,।
দশরথকুণ্ড ৩৫।
দশানন ৫,৬,৭,৮,১০,৯৬।
দাক্ষিণাত্য ৩৭।
দানাপুর ১৯৩।
দিতি ১০৭।
দীপ্তোদ ৫০।
দুন্দুভি (অসুর) ৩১।
„ (গন্ধর্ব্ব) ৫৩।
দুর্য্যোধন ৯৬।
দুর্মুখ ১৯২।
দুর্ব্বাসা ৭১, ৭২, ২০৩, ই,।
দূষণ ১৯, ৭৯, ৮০, ৮১, ই,।
দেকান ১৩৪।
দেববর্ণিনী ৪।
দেবরাত ৪৫।
দেবান্তক ১৫৩।
দেবীদহ ১৭০।
দ্রুমকুল্য ১৩২।
দ্রোণপর্ব্বত ১৪২, ১৪৩।
দ্বারকা ৩৪।
দ্বারবঙ্গ ৪৫।
দ্বারাবতী ৩৪।
দ্বিবিদ ৩০, ১২০, ১২৫, ই,।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

ধ

ধর্ম্মরাজ ১৫।
ধর্ম্মারণ্য ২০২।
ধান্যমালী ১৪৩।
ধিয়াকুণ্ড ৩৫।
ধূম্রাক্ষ ১৪৫।
ধ্রুব ২১।

ন

নন্দগাঁও ৩৫।
নন্দনকানন ৯।
নন্দিগ্রাম ৩৫, ৭০, ১৮১।
নন্দী ১০।
নরান্তক ১৪৭, ১৫৩।
নল ২৯, ৩২, ১৩২, ই,।
নল কুবের ২০, ২১।
নারদ ১, ২, ১১, ১৫, ই,।
নারায়ণ ৫, ১১, ১৬, ই,।
নাসিক ৭৬, ৭৭, ৭৮।
নিকষা ৫।
নিকুম্ভ ১৫৭, ১৫৮।
নিকুম্ভিলা ২০, ২২, ১৬০।
নিমখার ২০২।
নিবাতকবচ ১৬।
নিশাকর ঋষি ১০৩।
নীল ৩০, ৩২, ১০০, ই,।
নৃসিংহ ৫, ১৭।
নৈমিষারণ্য ৩৫, ২০২।

প

পঞ্চবটী ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮২।
পম্পা ৯০, ৯১, ৯২।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

পরশুরাম ১২, ৪৫, ৪৮, ই,।
পর্ব্বতমুনি ২৫।
পবন ৩, ২৯, ১০৪, ইত্যাদি।
পশুপতি ২০।
পাঞ্চাল ২০২।
পাঞ্জাব ৩৫, ৩৬, ৬৪।
পাতাল ৪, ২০২।
পার্ব্বতী ১০।
পুণা ৭৭।
পুরূরবা ৬১।
পুরুষোত্তম ৩৪।
পুলস্ত্য ৪, ১২, ১৭, ৪০।
পুলহ ৪, ৪০।
পুলোমা (ভৃগুপত্নী) ১৯৬।
„ (শচীর পিতা) ২১।
পুষ্কর তীর্থ ৬৪।
„ দ্বীপ ১৮৬।
পুষ্কল ২০৫।
পুষ্কলাবত ২০৫।
পৌরকুৎসী ৪১।
প্রচেতাঃ ৪০।
প্রজাপতি ৩, ৪, ২১, ই,।
প্রতিষ্ঠান ৬১।
প্রতীপ ১৭।
প্রভব ২১।
প্রভাস ৩।
প্রয়াগ ৬০, ৬১, ৬৬, ৭০।
প্রস্রবন ৯৮।
প্রহ্লাদ ৯, ২

নাম ও পত্রাঙ্ক।

প্রহস্ত ১১৪, ১৩৭, ইত্যাদি

ভ

ভগীরথ ৯০।

ভদ্র ১৯২।

ভব ২১।

ভরত ৩৫, ৪০, ৪১, ই,।

ভরদ্বাজ ৪, ৬১, ৬২, ই,।

ভস্মলোচন ১৫৯।

ভাগলপুর ৩৭, ১৩২।

ভাগীরথী ৩৭, ৬১, ১৯৩।

ভার্গব ৩৭, ৪৫, ৪৯, ১৯৬।

ভার্জিল ১৫৯।

ভিলসা ২০৮।

ভীমসেন ৯৬, ১৯৮, ২০৮।

ভীষ্ম ১৭।

ভূতনাথ ৪৫, ১৯৬।

ভেনস্ ১৬৯।

ভৃগুমুনি ২৫, ২৯, ৪৯ ই,।

ভৃগুরাম ৫০।

ম

মকরাক্ষ ১৫৮, ১৫৯।

মগধ ৩৬।

মঙ্গলগ্রহ ৭৫।

মতঙ্গমুনি ৩১, ৩৩, ৮৯, ই,

„ সরোবর ৯১।

মতঙ্গাশ্রম ৩১, ৯১।

মথুরা ৩৪, ১৯৮, ১৯৯, ই,

মদন ৩৭।

মদুরা ১৩৪।

মধুদৈত্য ২০, ১৯৬, ১৯৮।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

মধুপুর ৮, ১৯৬, ১৯৭।

মধুমতী ১৯৮।

মধুরা ১৯৮।

মধুবন ১২১, ১২২, ই,।

মনু ৩৫, ৭১।

মন্থরা ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৬৫।

মন্দাকিনী ৬১।

মন্দোদরী ৯, ২৬, ৯৫, ই,।

মমতা ৪।

ময় ৯, ৯৫, ১৪২, ১৬৬।

মরীচি ৪, ১৫, ৪০।

মরুকান্তার ১৩২।

মরুত্ত ১১।

মলয় ৯৯।

„ উপদ্বীপ ৩।

„ পর্ব্বত ৫১, ৯৩, ১২০।

মহাকপাল ৭৯।

মহাদেব ১০, ৪৫।

মহানন্দ ৩৪।

মহাপার্শ্ব ১৫৩, ১৬৪, ১৬৫।

মহীরাবণ ১৬৭, ১৬৮।

মহীশূর ৩১।

মহেন্দ্র পর্ব্বত ২৮, ৪৮, ই,

মহেশ্বর ৪৫।

মহোদর ১৫৩, ১৬৪, ১৬৫।

মাণ্ডবী ৪৮।

মাতলি ১৬৯, ১৭১।

মাধব ৯৬, ১৯৮।

মান্ধাতা ১৭, ১৯৭।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

মাল্লার ১৩৪, ১৩৫।

মায়াপুরী ৩৪।

মায়াবী ৩১, ৩২।

মায়াসীতা ১৫৯, ১৬০, ই।

মার্কণ্ডেয় ৬৪।

মার্সেলিস্ ১৫৫।

মারীচ ৪১, ৪৩, ৮১, ই,।

মারুতি ২৮, ২৯, ১১০, ই,।

মালতী ৯৬।

মালী ৩, ৪।

মাল্যবান্ পর্ব্বত ৯৮।

„ রাক্ষস ৩, ৪, ৫, ২০।

মাহিষ্মতী ১২।

মিত্রাবরুণ ৭৪।

মিথিলা ২৬, ৪৩, ৪৪, ই,

মৃকুণ্ডু ৬৪।

মেঘনাদ ৯, ২০, ২২, ই,।

মেনকা ২০।

মেরু পর্ব্বত ৪, ২৭।

মৈনাক ১০৫, ১০৬।

মৈন্দ ৩০, ১২০, ১২৫, ২০৮।

য

যমদগ্নি ৪৮, ৪৯, ৫০।

যমরাজ ৫, ১৫।

যমুনা ৬১, ৬২, ১৯৬, ২০৯।

যদু ১৯৮, ২০৪, ২০৮।

যাদব ১৯৮।

যামদগ্ন্য ৫০।

যুধাজিৎ ৫১, ২০৫।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

যুধিষ্ঠির ৯৬, ২০৯।
যুবনাশ্ব ১৭।

র

রঘু ৪৭, ১৪৪।
রণচণ্ডী ১৮৭।
রত্নগিরি ৬৪।
রত্নাকর ১।
রত্নাতট ২০১।
রত্নাবলী ৯৬।
রম্ভা ২০, ৭৩।
রবিগ্রহ ৭৫।
রাজগৃহ ৬৪।
রাজপুতানা ৯৯।
রাবণ ৫, ৮, ১০, ১১, ই,।
রামঘাট ৩৫।
রামসভা ৩৫।
রামেশ্বর ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫।
রাহু ২৮, ৭৪, ৭৫, ১০৭।
রুমা ৩৩, ৯৩, ৯৮।
রেণুকা ৪৯।
রোমপাদ ৩৭।
রোহিল খণ্ড ৩৬।
রৈবতক পর্ব্বত ২০৯।

ল

লক্ষ্ণৌ ৩৫, ২০২।
লক্ষ্মী ১৮, ২৫, ২৬।
লঙ্কা ৩, ৫, ৮, ১৯, ২০, ই,।
লঙ্কাভা ৩।
লম্ব পর্ব্বত ১০৭।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

লব ২, ৯৬, ১৯৭, ২০১, ই।
লবণ ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮।
লবণ সমুদ্র ১২৫।
লাইশাণ্ডার ৭০।
লুকান্ ১৫৫।
লৌহদণ্ড ৪৩।

ব

বজ্রদংষ্ট্র ১৩১, ১৪৫, ১৪৬।
বজ্রবালা ৯।
বৎসরাজ ৯৬।
বদরিকাশ্রম ১৭৪।
বধূসর ৫০।
বন্দী ৯০।
বম্বে ৭৭।
বরস্ত্রী ৩।
বরাহ ৫।
বরুণ ১, ৫, ১১, ৩০, ই,।
বলদেব ২০৯।
বলিরাজ ৯, ১৬, ৪৯, ই,।
বল্লারী ২৭, ২৮।
বশিষ্ঠ ৪, ৩৬, ৪০, ৪১, ই,।
„ কুণ্ড ৩৫।
বসু ২১।
বাগ্‌দেবী ৫৩।
বাতাপি ৭৪, ৭৫।
বামন ১৬।
বামদেব ৬০।
বায়ু ৭৪, ১০০।
বারণাবত ৬১।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

বারাণসী ১৮৩।
বালাঘাট ২৮।
বালী ১৩, ২৭, ২৯, ই,।
বাল্মীকি ১, ৬, ৫১, ই,।
বাসব ৭৩।
বাসুকি ১৬।
বিক্রমাদিত্য ৩৪।
বিজয় ৫।
বিদর্ভ ২০০।
বিদিশা ২০৮।
বিদেহ ২৬, ৪৩, ৪৭, ই,।
বিদ্যুজ্জিহ্ব ৯, ১৬, ১৩৭।
বিনত ১০০।
বিন্ধ্যগিরি ২৮, ৭৪, ই,।
বিপুলগিরি ৬৪।
বিভাণ্ডক ৩৭।
বিভীষণ ৫, ৭, ৯, ৪৯, ই,
বিরজা ২০।
বিরাধ ৭২।
বিরূপাক্ষ রাক্ষস ১১৪, ই,।
বিরোচন ৯, ১৬।
বিলাসপুর ২৮।
বিশ্রবা ৪, ৫, ৮, ৮৮।
বিশ্বকর্ম্মা ৩, ৫, ৮, ২৭, ই,।
বিশ্বামিত্র ১৭, ৪১, ৪২ ই,।
বিশ্বাবসু ৯০।
বিষ্ণু ৪, ২১, ২৫, ৩৫, ৩৬।
বিষ্ণুহর ৩৫।
বিহার ৩৭, ৪৩।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

বিহিয়া ৪৩।
বীরবাহু ১৫৯।
বুধগ্রহ ৭৫।
বুদ্ধদেব ৩৪।
বুন্দেলখণ্ড ৬০, ৭৬, ১৯৩।
বৃত্রজ্বালা ৯।
বৃহস্পতি ৩, ৪, ১১, ই,।
বেটওয়া ২০৮।
বেত্রবতী ২০৮।
বেদবতী ১১।
বেদশ্রুতি ৬০।
বেলিয়া ৬০।
বৈকুণ্ঠ ৫, ১৯১, ২০৭, ই,।
বৈতরণী ৮৯।
বৈদেহী ১১২।
বৈদ্যনাথ ১১।
বৈভারগিরি ৬৪।
বৈশ্রবন্ ৪।
বৈষ্ণব ধনুঃ ৪৯, ৫০, ৭৫।
ব্যাস ৪৯।
ব্রহ্মদত্ত ১৭, ৭৫, ১৯৫।
ব্রহ্মা ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ই,।

শ

শকুন্তলা ২০৪।
শক্তিমান্ ২৮।
শক্রধনুঃ ১৬৭।
শঙ্কর ৪৫, ১০৮।
শঙ্গরুর ৬০।
শচী ২১।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

শতবলী ১০০।
শতানন্দ ৪৫।
শক্রঘাতী ২০৮।
শত্রুঘ্ন ৪০, ৪১, ৪৭, ই,।
শনিগ্রহ ৭৫, ৭৬।
শবরী ৯০, ৯১।
শরভঙ্গ ৭৩, ৭৪।
শর্য্যাতি ১৯৬।
শার্দ্দূল ১৩১, ১৩৬।
শান্তা ৩৭, ৩৯।
শাম্ব ২০৪।
শাহাবাদ ৪৩।
শিব ৪৯।
শিবধনুঃ ৪৮, ৪৯।
শিশুপাল ৫, ১২।
শুক ১৩১, ১৩৪, ১৩৫।
শুক্রগ্রহ ৭৫।
শুক্রাচার্য্য ১৬, ২০, ২৫, ই,।
শূর্পণখা ৫, ৯, ১৬, ৭৭, ই,।
শৃঙ্গবেরপুর ৬০, ৭০।
শ্রেণী ১০৩।
শ্বেতদ্বীপ ১৯।
শ্বেতরাজ ২০০।
শৈলূষ ৯।
শোণগিরি ৬৪।
শ্রাবস্তী ২০৯।
শ্রীকৃষ্ণ ৫, ৯০, ৯৭, ২০৯।
শ্রীমতী ২৪, ২৫।
শ্রুতকীর্ত্তি ৪৮।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

স

সগর ১৮, ১৩০।
সংজ্ঞা ৩০।
সংহ্লাদ ১৬।
সত্বত ১৯৮।
সত্যবতী ৪৯।
সনক ৫।
সনৎকুমার ৫, ১৭২, ১৮৯।
সনন্দ ৫।
সনাতন ৫।
সন্তানক ২০৯।
সমন্তপঞ্চক ৪৮।
সম্পাতি ১০৩, ১০৪।
সম্বরাসুর ৩৭, ৩৮, ৫৪, ই,।
সম্বলপুর ২৮।
সরমা ৯, ১৩৭।
সরযূ ৩৪, ৩৫, ৩৭, ই,।
সরস্বতী ৭।
সহদেব ২০৯।
সহস্রস্কন্ধ রাবণ ১৮৬, ১৮৭।
স্বর্গদ্বার ঘাট ৩৪।
সাকেত ৩৫।
সাম্‌সন্ ১১৭।
সায়ম্ভুব মনু ৩৫।
সারণ ১৩৫।
সিংহল ৩৬।
সিংহিকা ১০৭।
সিদ্ধাশ্রম ৪৩, ৪৫।
সিন্ধুনদ ২০৫।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

সিলন্ ১৩৪, ১৩৫।
সীতাকুপ ৩৫।
সুকন্যা ১৯৬।
সুকেতু ৪১।
সুকেশ ৪।
সুগ্রীব ১৩, ২৭, ২৮, ই,।
" পর্ব্বত ৩৪।
সুতীক্ষ্ণ ৭৪।
সুন্দ ৪৩, ৯৬।
সুমন্ত্র ৩৯, ৫৭, ৫৮, ই,।
সুমতী ৯০।
সুমালী ৩, ৪, ৫, ৮, ২১।
সুমিত্রা ৩৫, ৩৬, ৩৯, ই,।
সুমেরু ৩, ২৮।
সুরসা ১০৬।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

সুলতানগঞ্জ ১৩২।
সুবর্ণদ্বার ৩৫।
সুবাহু ৪১, ৪৩, ২০৮।
সুবেল ৩, ১৩৪।
সুশীলা ৩৬।
সুষেণ ৩০, ১০০, ১৩৪।
সুহোত্র ১৩২।
সেতারা ৭৭।
সেতুবন্ধ ১৩৩, ১৩৪।
সোম ২১।
সোমগ্রহ ৭৫।
সৌমিত্রি ১৬৫।
সৌয়ীরেঞ্জ ২৪।
স্যমন্তকমণি ২০৯।
স্বর্গদ্বার ঘাট ৩৪, ৩৫।

নাম ও পত্রাঙ্ক।

হ

হনুমন্তকুণ্ড ৩৫।
হনুমান্ ২৮, ২৯, ৩২, ই,।
হনুমান্ গড় ৩৪, ৩৫।
হরধনুঃ ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭।
হরিদ্বার ৩৪।
হর্য্যশ্ব ১৯৮।
হবির্ভূ ৪।
হাম্পি ২৭।
হিমালয় ১১, ৩১, ৪৮, ই,।
হিরণ্যকশিপু ৫, ১৬, ই,।
হিরণ্যাক্ষ ৫।
হেমকূট ২০১।
হোমার ১৫৯।
হৈহয় ১২।

মানচিত্রোল্লিখিত স্থান সমূহ।

(মানচিত্রে নির্দ্দেশার্থে এই তালিকায় যথাসম্ভব নিকটস্থ অক্ষরেখার ও॰ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার অঙ্কপাত করা গেল।)

অগস্ত্যাশ্রম ২৫ × ৮৫
" " ২১ × ৭৫
অগ্রবন ২৭ × ৭৮
অঙ্গরাজ্য ২৬ × ৮৫
অজন্তা ২১ × ৭৬
অজমীঢ় ২৬ × ৭৪
অনুরাধপুর ৯ × ৮১
অনঙ্গাশ্রম ২৬ × ৮৫
অন্তচার ২৮ × ৬৮
অন্ধ্ররাজ্য ১৮ × ৭৮
অপরমালিনী ২০ × ৭৯
অপাগা নদী ৩১ × ৭৩
অমর কটক ২৩ × ৮১
অমরকূট ২৫ × ৭০
অমরাবতী ২১ × ৭৮
অযোধ্যা ২৭ × ৮২
অলকনন্দা ৩১ × ৭৯
অর্বুদাচল ২৫ × ৭৪
অবন্তিকা ২৩ × ৭৬
অবন্তীদেশ ২৩ × ৭৫

অশ্বক ৩৬ × ৭০
অশ্বত্থামাগড় ২১ × ৭৭
অসী নদী ২৬ × ৮৩
অহিক্ষেত্র ২৮ × ৮০
আর্ক্ষোদ ৩৪ × ৬৬
ইক্ষুমতী নদী ২৭ × ৭৯
ইন্দোর ২২ × ৭৬
ইন্দ্রপ্রস্থ ২৯ × ৭৭
ইন্দ্রবতী নদী ১৯ × ৮১
ইরাবতী " ৩১ × ৭৪
ইল্বুরু ২০ × ৭৫
উজ্জিহান ৩৫ × ৭২
উজ্জেনগড় ৩০ × ৭৯
উৎকল ২০ × [illegible]
উত্তরকুরু ৩৭ × ৮৬
উত্তরাগা নদী ২৯ × ৭৯
উদকধারা ২২ × ৭৭
উদয়পুর ২২ × ৮৪
ঋক্ষবান্ পর্ব্বত ২২ × ৮১
ঋষিকুল্য নদী ১৯ × ৮৫

ঋষ্যমূক পর্ব্বত ১৫ × ৭৭
ঐরাবত নদী ১৯ × ৯৫
ওকিমঠ ৩০½ × ৭৯
ওঁকারেশ্বর ২২ × ৭৭
কঙ্ক ২৯ × ৯৫
কংকালনগর ২৩ × ৮৪
কচ্ছ ২৩ × ৭০
কণ্বাশ্রম ৩০ × ৭৮
কনখলশ্রেণী ৩১ × ৭৮
কন্যাকুমারী ৮ × ৭৮
কপিলাশ্রম ২৩ × ৮৯
কপিবতী নদী ২৯ × ৭৯
কপিশা ৩০ × ৬৮
করূষ ২৬ × ৮৫
কর্কটী ২৫ × ৬৭
কর্ণগড় ২৫ × ৮৭
কর্ণপ্রয়াগ ৩০½ × ৭৯½
কর্ণবতী নদী ২৫ × ৮০
কর্ণাটদেশ ১৪ × ৮০
কর্ম্মনাশা নদী ২৫ × ৭৮

কলিঙ্গ ১৯ × ৮৪
কল্যাণী ১৯ × ৭৩
কাকাবলী প, ২৪ × ৮৭
কাঞ্চিপুর ১২ × ৮০
কান্যকুব্জ ২৭ × ৮০
কামাখ্যা ২৬ × ৯২
কাম্পিল্যনগর ২৮ × ৭৯
কাম্বোজ ৩৬ × ৭৬
কালঞ্জর ২৫ × ৮১
কালী নদী ২৯ × ৭৮
কালীসিন্ধু নদী ২৫ × ৭৬
কাবেরী „ ১১ × ৭৯
কাশ্যা (কংশা,) ২৩ × ৮৭
কাশ্মীর ৩৪ × ৭৫
কাষ্ঠমণ্ডুর ২৭ × ৮৬
কিরাতদেশ ২৫ × ৯৫
কিষ্কিন্ধ্যাদেশ ১৪ × ৭৭
„ নগর ১৫ × ৭৭
কুকুর ২৬ × ৭২
কুটিকা নদী ২৯ × ৭৯
কুন্তিভোজ ২৩ × ৭৬
কুরু ২৯ × ৭৬
কুরুজাঙ্গল ২৯ × ৭৭
কুশনগর ২৭ × ৮৭
কুশপ্লবন ২৬ × ৮৫
কুশস্থলী ২২ × ৭০
কুসুমপুর ২৩ × ৮৮
কৃষ্ণগঙ্গা ৩৫ × ৭৪
কৃষ্ণবেণী ১৭ × ৭৫
কেকয়রাজ্য ৩২ × ৭৫
কেদারনাথ ৩০; × ৭৯
কেরলদেশ ১৫ × ৭৫
কৈলাশ পর্ব্বত ৩২ × ৮১
কোষকার ২৯ × ৯২
কোশলরাজ্য ২৭ × ৮০
কৌশম্বী ২৫ × ৮১
কৌশিকী নদী ২৬ × ৮৭
ক্রৌঞ্চারণ্য ১৮ × ৭৪
ক্ষীণা নদী ১৯ × ৭৫
খট্টাঙ্গ প্রপাত ১৪ × ৭৫
খশ ২৫ × ৯৩
খাণ্ডববন ২৯ × ৭৭
খাম্বাত ২২ × ৭২
গঙ্গা নদী
গঙ্গোত্রি ৩১ × ৭৯
গণ্ডকী ২৭ × ৮৫
গন্ধমাদন ৩০ × ৮৩
গয়া ২৫ × ৮৫
গান্ধার ৩৪ × ৭০
গিরিব্রজ ৩২ × ৭৬
„ ২৫ × ৮৫
গোকর্ণ ৩০ × ৮০
„ ১৫ × ৭৫
গোদাবরী বা গোতমী ১৭ × ৮২
গোপরাষ্ট্র ২৩ × ৭৩
গোভিষেণ ৩০ × ৭৯
গোমতী ২৬ × ৮২
„ ২২ × ৭০
গোলকণ্ডা ১৭ × ৭৯
গৌড় ২৫ × ৮৮
গৌরী নদী ২০ × ৭৪
গৌরীশঙ্করশৈল ২৯ × ৮৭
ঘর্ঘরা নদী ২৯ × ৮১
চক্রতীর্থ ২৭ × ৮১
চন্দনবতী নদী ৩২ × ৭৪
চন্দ্রকান্তপুর ২৫ × ৭৫
চন্দ্রনাথ পর্ব্বত ২৩ × ৯১
চন্দ্রপুর ২১ × ৮৪
চন্দ্রভাগা নদী ৩২ × ৭৩
চম্মনবতী „ ২৫ × ৭৬
চরণাদ্রি ২৫ × ৮৩
চাম্পা ২৫ × ৮৭
চিত্রকূট-পর্ব্বত ২৫×৮২
চিত্রাঙ্গদপুর ২৩×৮১
চিত্রাবতী ১৫×৭৮
চীন ৩২×৮১
চেদিরাজ্য ২৩×৭৬
চেরা ১০×৭৭
চোল ১২×৮০
জনকপুর ২৭×৮৬
জনস্থান ১৬×৭৪
জয়পুর ২৭×৭৫
জহ্নুগৃহ ২৫×৮৭
টাপুরাবণা ৮×৮১
তক্ষশীলা ৩৪×৭২
তপতি বাতাপি নদী ২১×৭৫
তমসা „ ২৭×৮৩
„ „ ২৫×৮১

তামস ২৯×৯৫
তাম্রপর্ণি নদী ৯×৭৮
তাম্রলিপ্তি ২২×৮৮
তিরুণমালী ১২×৭৯
তুঙ্গভদ্রা নদী ১৫×৭৬
তুঙ্গা „ ১৩×৭৫
তুষার ৩৬×৬৬
তোমর ২৮×৯৫
ত্রিকূট পর্ব্বত ৭×৮১
ত্রিগর্ত্ত ৩১×৭৫
ত্রিপুরপুর ২৩×৮০
ত্রিবৃন্দপট্টনম্ ৯×৭৭
ত্র্যম্বকনাথ ২০×৭৩
দণ্ডকারণ্য ১৯×৮০

দর্দুরশ্রেণী ১৪×৭৬
দশার্ণদেশ ২৪×৭৯
„ নদী ২৪×৭৮
দুর্জ্জয় লিঙ্গ ২৭×৮৮
দামোদর নদ ২৩×৮৭
দৃশদ্বতী নদী ৩১×৭৭
দেবপ্রয়াগ ৩০¼×৭৮¾
দেবলী নদী ৩০¾×৭৯½
দেবসখা পর্ব্বত ২৯×৮৬
দ্রাবিড় ৯×৭৮
দ্বারবঙ্গ ২৭×৮৬
দ্বারাবতী ২২×৬৯

ধরণীকূট ১৭×৮০
ধর্ম্মারণ্য ২৯×৮২
ধবলগিরি ২৯×৮২
ধার নগর ২৩×৭৫

নগরকূট ৩২×৭৬
নন্দপ্রয়াগ ৩০¼×৭৯½
নন্দা ২১×৭৫
নন্দাকিনী ৩০¼×৭৯½
নরা নদী ২৭×৬৯
নর্ম্মদা „ ২২×৭৫
নলিনী „ ২৯×৮৬
নবনগর ২৩×৭১
নাগপুর বা
বিদর্ভ ২১×৭৯
নাগাবলী নদী ১৯×৮৪
নিগম ১১×৮০
নিগর্হর ৩৫×৭১
নিষধরাজ্য ২৩×৮২
নীলগিরি ১১×৭৭
নৈমিষারণ্য ২৭×৮১

পঞ্চবটী ২০×৭৪
পঞ্চশীরা নদী ৩৫×৬৯
পঞ্চাপ্ ৩২×৭৪
পম্পা নদী ১৫×৭৭
পয়োষ্ণী „ ২৬×৭৭
পহ্লব ৩৪×৬৫
পাইন গঙ্গা ২০×৭৭
পাঞ্চাল ২৭×৮০
পাটলিপুত্র ২৫×৮৫
পাণ্ড্য ৮×৭৮
পাতাল গঙ্গা ৩০½×৭৯½
পারত ৩৩×৬৬
পারশব ৩৪×৬৭
পারিজাত্র শ্রেণী ২৪×৭৪
পারিপাত্র শ্রেণী ৩০×৬৬
পাপাঘ্নি নদী ১৪×৭৯
পার্ব্বতী „ ২৫×৭৭
পালার „ ১২×৭৮
পিণ্ডার „ ৩০¼×৭৯¼
পুণ্যানগর ১৯×৭৪
„ নদী ১৫×৮০
„ „ ১৩×৮০
পুরুষবর ৩৪×৭১
পুরুষোত্তম ২০×৮৬
পুলিন্দ ২৭×৭৫
পুষ্কর হ্রদ ২৬×৭৪
পুষ্কলাবত ৩৫×৭০
পূর্ণা নদী ২৫×৬৯
পূর্ণাশা „ ২৪×৭২
পৌণ্ড্র ২৬×৮৮
প্রদ্যুম্ন নগর ২৩×৮৮
প্রভাস (সোমতীর্থ)
২১×৭১

প্রস্থল ২৭×৬৯
প্রাগ্জ্যোতিষ ২৭×৯১
প্রাচী ২৪×৮৯
প্রাণীহিত নদী ১৯×৮০

ফল্গু নদী ২৫×৮৫
ভদ্রবতী ২৩×৭০
ভদ্রা নদী ১৩×৭৫
ভাগীরথী ৩০×½৭৮½
ভার্গবজ্জ ২১×৭৩
ভিলাং নদী ৩০½×৭৮½
ভীমা „ ১৭×৭৭

ভোগবতী নদী ২৭×৮৫
ভোটান্ত ২৭×৯১
ভৌলিঙ্গ ২৮×৭৫
মকালতুর ৩৩×৭৬
মগধরাজ্য ২৫×৮৬
মণিপুর ২৫×৯৪
মণ্ডলেশ্বর ২২×৭৬
মৎস্যদেশ ২৭×৭৫
মথুরা ২৮×৭৮
মদুরা ১০×৭৮
মদ্ররাজ্য ৩১×৭৩
মধ্যবার ৩০×৭৮
মন্দর পর্ব্বত ২৫×৮৮
মন্দাকিনীনদী ৩০½×৭৯
মরুদেশ ৩৫×৮৬
মলদ ২৫×৮৪
মলয়বর ১২×৭৫
মল্লরাষ্ট্র ২২×৭৩
মহাকোশল ২৩×৮২
মহাচীন ৩০×৮৬
মহানদী ২১×৮৫
মহানন্দা নদী ২৫×৮৮
মহাবলী গঙ্গা ৭×৮১
মহাবলীপুর ১২×৮০
মহিষুর ১৩×৭৭
মহেন্দ্র পর্ব্বত ১৬×৭৯
মানস সরোবর ৩১×৮২
মায়াপুরী ৩০×৭৮
মালকুট ৯×৭৭
মালদ ২০×৮২
মালা ২৩×৮৪
মালিনী নদী ২৯×৭৮
মাল্যবান্ পর্ব্বত ১৫×৭৭
মাহিষ্মতী ২২×৭৫
মাহী নদী ২৩×৭৩
মহেন্দ্রী „ ১৯×৮৫
মিথিলা ২৭×৮৬
মুঞ্জরা নদী ১৮×৭৮
মুদ্গলা ১৬×৭৭
মুরলা নদী ১৯×৭৫
মূলপর্ব্ব „ ১৫×৭৫
মূষিক ৯×৭৭
মেখল পর্ব্বত ২৩×৮১
মৈনাক শ্রেণী ৩৬×৮৪
মোদাগিরি ২৬×৮৬
যমুনা নদী
যমুনোত্রি ৩১×৭৮
যযাতি পতন ২২×৭৩
যশপুর ২২×৮৪
যোধপুর ২৭×৭৩
যোশীমঠ ৩০½×৭৯½
রঙ্গপুর ২৮২২×
রাজগৃহ ২৫×৮৪
রাজমহল ২৫×৮৮
রাজস্থান ২৮×৭২
রামগঙ্গা নদী ২৭×৮০
রামগড় ২৭×৮৩
রামগিরি ২২×৭৯
রামনগর ২৪×৮১
রামনাথ ৯×৭৯
রামেশ্বর দ্বীপ ৯×৭৯
রাবণ হ্রদ ৩১×৮১
রুদ্রপ্রয়াগ ৩০¼×৭৯
রেবতী নদী ২৭×৮৩
রৈবতক পর্ব্বত ২২×৭১
লক্ষ্নৌ ২৭×৮১
লম্ব পর্ব্বত ৭×৮১
লবপুর ৩৩×৭৪
লূনী নদী ২৫×৭১
বঙ্গদেশ ২৫×৮৮
বৎসদেশ ২৬×৮১
বদরপঞ্চ ৩১×৭৮½
বদরিনাথ ৩০¾×৭৯½
বরদা নগর ২২×৭৩
বরাহমূল ৩৫×৭৪
বরুণা নদী ২৬×৮৩
বর্ব্বর ২৬×৭১
বল্লভী ২২×৭২
বড়বামুখ ২৪×৬৮
বাণনদী ২৬×৭৫
বাণগঙ্গা বা বেণুমতী ২১×৮০
বারাণসী ২৫×৮৩
বালাজী তীর্থ ১৩×৭৯
বাল্মীকিআশ্রম ২৫×৮২
বাহ্লীক দেশ ৩২×৭৮
বিজয় নগর ১৯×৮৩
„ „ (ধ্বংস) ১৫×৭৬
বিতস্তা নদী ৩৩×৭৩
বিদর্ভদেশ ২০×৭৮

বিদিশা ২৩×৭৭
বিদেহ ২৭×৮৬
বিন্ধ্যগিরি ২৩×৭৯
বিপাশা নদী ৩১×৭৩
বিরাট ২৭×৭৬
বিশাল ২৬×৮৫
বিষ্ণুপ্রয়াগ ৩০৪/৫×৭৯২/৩
বৃন্দাবন ২৮×৭৮
বেত্রবতী নদী ২৫×৭৮
বেণীপ্রয়াগ ২৫×৮২
বেদবতী নদী ১৪×৭৭
বেদশ্রুতী „ ২৬×৮৫
বৈতরণী „ ২১×৮৬
বৈদ্যনাথ „ ২৫×৮৬
ব্রহ্মপুর ৩১×৮০
ব্রহ্মাবর্ত্ত ৩০×৭৭
ব্রাহ্মণী নদী ২১×৮৫
শক্তিমান্ পর্ব্বত ২১×৮৩
শতদ্রু বা হৈমবতী ৩০×৭৩
শিপ্রা নদী ২৪×৭৬
শিব সমুদ্র ১৩×৭৭
শিবাট ৩০×৬৯
শুদ্ধ নগর ২৮×৯৬
শূলিক ৩০×৬৭
শৃঙ্গবেরপুর ২৫×৮২
শোণ বা মাগধী ২৫×৮৫
শৌভ্রেয় ২৯×৮৩
শ্রাবস্তী নগরী ২৭×৮৩
শ্রীনগর ৩০×১/৪৭৮১/৪
শ্রীরঙ্গপট্টনম্ ১৩×৭৭
শ্রীহট্ট ২৫×৯২
সংকাশ্য ২৭×৭৯
সত্যমঙ্গলম্ ১১×৭৭
সদানীরা নদী ১৮×৭৪
সপ্তগ্রাম ২৩×৮৮
সম্বর হ্রদ ২৭×৭৫
সরযূ নদী ২৬×৮৪
সরস্বতী „ ৩১×৭৭
„ „ ২৪×৭২
„ „ ১৫×৭৫
সহ্য পর্ব্বত ১৮×৭৩
সিদ্ধাশ্রম ২৫×৮৫
সিন্ধুদেশ ২৬×৬৮
„ নদ ২৬×৬৮
„ নদী ২৬×৭৯
সুগন্ধি ২১×৭৯
সুচক্ষু নদী ৩৭×৭২
সুরসেন ২৮×৭৬
সুবর্ণমতী নদী ২৩×৭৩
সুবর্ণরেখা নদী ২২×৮৭
সুবস্তা „ ৩৪×৬৯
সুবেল পর্ব্বত ৭×৮০
সুহ্মদেশ ২৩×৯১
সেতুবন্ধ ৯×৭৯
সোমগিরি ২৯×৮২
„ „ ২৬×৬৭
সোমদেশ ২২×৭১
সোহাগপুর ২৩×৮১
সৌরাষ্ট্রদেশ ২০×৭৩
„ নগর ২১×৭৩
সৌবীর ২৪×৭২
স্ত্রীরাজ্য ৩১×৮১
স্থানেশ্বর ৩০×৭৭
স্বর্ণশীলা ২৭×৮০
স্বর্ণভৌমিক ২৫×৯৬
স্যন্দিকা নদী ২৭×৮১
হরিদ্বার ৩০×৭৮১/৪
হস্তিনাপুর ২৯×৭৮
হারহূন্ ৩২×৭২
হিমালয় পর্ব্বত
হিরণ্যবহা নদী ২৫×৮৩
হেমতাল ২৬×৬৯

সূচীপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
উপক্রমণিকা (১—২)	
মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ রচনা	১
বাল্মীকির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ...	”
কুশ ও লবের রামায়ণ শিক্ষা ...	২
পূর্ব্বকথা (৩—৩৩)	
প্রথম অধ্যায় (৩—৭)	
রাক্ষসাবাস লঙ্কাপুরীর ইতিবৃত্ত	৩
রাক্ষসগণের উৎপত্তি বিবরণ ..	”
গজ কচ্ছপের যুদ্ধ ও লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ ..	”
মাল্যবান প্রভৃতির বসতি এবং পলায়ন ...	৪
বিশ্রবার জন্ম ...	”
কুবেরের জন্ম ও লঙ্কার আধিপত্য লাভ ...	৫
মাল্যবানের হিংসা ও মন্ত্রণা ..	”
দশানন প্রভৃতির জন্ম ...	”
জয় ও বিজয়ের বিবরণ ...	”
দশানন, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি ...	৬
দশমুণ্ড সম্বন্ধে মতামত ...	”
দশানন প্রার্থিত দ্বিতীয় বর ...	৭
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে বিচার	৮
দ্বিতীয় অধ্যায় (৮—১৪)	
দশাননের লঙ্কাপুরী অধিকার	৮
দশানন প্রভৃতির বিবাহ ...	৯
মেঘনাদের জন্ম ও নামকরণ	”
কুবের বিজয় ও পুষ্পকরথাধিকার	”
দশাননের প্রতি নন্দীর অভিশাপ	১০
” ‘রাবণ’ আখ্যা প্রাপ্তি ...	”
বৈদ্যনাথ এবং কর্ম্মনাশা ...	১১
বেদবতীর অভিশাপ ...	”
মরুত্ত এবং অনরণ্যের পরাজয়	”
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিকট রাবণের পরাজয় ...	১২
রাবণের কিষ্কিন্ধ্যা গমন ..	১৩
বালিরাজ কর্ত্তৃক রাবণের নিগ্রহ	”
” সহ রাবণের মৈত্রী ...	১৪
তৃতীয় অধ্যায় (১৫—২৩)	
ধর্ম্মরাজের সহিত রাবণের যুদ্ধ	১৫
নারদ ঋষির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ...	”
বাসুকি বিজয় ও বরুণ বিজয়	১৬
বলি বামন উপাখ্যান ..	”
বলিরাজের সহিত রাবণের মিত্রতা	১৭
সূর্য্যদেবের পরাভব স্বীকার ...	”
মান্ধাতার এবং চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ	”

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
কপিল মুনির এবং পাতালস্থ মহাপুরুষের নিকট রাবণের পরাভব ...	১৮
কপিল মুনির বিবরণ ...	„
শ্বেতদ্বীপস্থ রমণীদিগের হস্তে রাবণের নিগ্রহ ...	১৯
শূর্পণখার দণ্ডকারণ্যে অবস্থান	„
দণ্ডকারণ্যের বিবরণ ...	„
মেঘনাদের বরপ্রাপ্তি ...	২০
মধুদৈত্যসহ রাবণের মিত্রতা ...	„
নলকুবেরের অভিশাপ ...	„
ইন্দ্রসহ যুদ্ধে রাবণের পরাভব	২১
দেবরাজের পরাভব-কারণ নির্দেশ	„
মেঘনাদ কর্তৃক ইন্দ্র বিজয় ...	২২
মেঘনাদের 'ইন্দ্রজিৎ' আখ্যা ও বর প্রাপ্তি ...	„

চতুর্থ অধ্যায় (২৪—২৬)

রাবণ বধার্থ দেবগণের নারায়ণ-সহ মন্ত্রণা ...	২৪
রাবণ বধার্থ নারদ ও পর্ব্বতের শাপ বৃত্তান্ত ...	„
নারায়ণের প্রতি ভৃগু-শাপ বৃত্তান্ত	২৫
লক্ষ্মী দেবীর জনকরাজ-গৃহে জন্ম গ্রহণেচ্ছা ...	„
লক্ষ্মীর প্রতি নারদের শাপ বৃত্তান্ত	২৬
মন্দোদরীর গর্ভে সীতার জন্ম উপাখ্যান ...	„

পঞ্চম অধ্যায় (২৭—৩০)

ঋক্ষরাজের উৎপত্তি ...	২৭
বালীর ও সুগ্রীবের জন্ম ...	২৭
মারুতির জন্ম ও বাল্যক্রীড়াদি	২৮
কিষ্কিন্ধ্যানগরী ...	„
মারুতির 'হনুমান্' আখ্যা প্রাপ্তি	২৯
বালীর কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য প্রাপ্তি	„
অপর বানরগণের জন্ম ...	৩০

ষষ্ঠ অধ্যায় (৩১—৩৩)

দুন্দুভি অসুরের সহিত বালীর যুদ্ধ	৩১
মতঙ্গ মুনির অভিশাপ ...	„
মায়াবী অসুরসহ বালীর যুদ্ধ	৩২
সুগ্রীবের সিংহাসনারোহণ ...	„
বালি-ভয়ে সুগ্রীবের পলায়ন	„
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীবের বাস	৩৩

বালকাণ্ড (৩৪—৫১)

প্রথম অধ্যায় (৩৪—৩৮)

অজ নৃপতির অযোধ্যা শাসন	৩৪
বর্ত্তমান অযোধ্যা ...	„
অন্ধমুনির অভিশাপ ...	৩৫
দশরথের বিবাহ ও রাজ্যপ্রাপ্তি	৩৬
ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যান ...	৩৭
কৈকেয়ীকে দশরথের বর-দানাঙ্গীকার ...	„

দ্বিতীয় অধ্যায় (৩৯—৪১)

দশরথের পুত্রেষ্টি ...	৩৯
রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্ম ...	৪০
কুমারগণের শিক্ষা প্রাপ্তি ...	„
বিশ্বামিত্রের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের গমন ...	৪১

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
বিশ্বামিত্রের বিবরণ ..	৪১
তৃতীয় অধ্যায় (৪২—৪৬)	
তাড়কা বধ …	৪২
রামচন্দ্রের দিব্যাস্ত্র সমূহ প্রাপ্তি	”
মারীচ ধর্ষণ ও বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সমাপ্তি …	৪৩
অহল্যা উদ্ধার ও ভ্রাতৃদ্বয়ের মিথিলায় গমন ..	”
অহল্যার অভিশাপাদি …	৪৪
জনকরাজ সভায় রাম প্রভৃতির উপস্থিতি …	৪৫
হরধনুর বিবরণ …	”
চতুর্থ অধ্যায় (৪৭—৫১)	
হরধনুর্ভঙ্গ …	৪৭
দশরথের মিথিলায় আগমন	”
কুমার চতুষ্টয়ের বিবাহ …	৪৮
পরশুরাম সম্বাদ …	”
পরশুরামের বিবরণ …	”
পরশুরাম সম্বন্ধে মতামত …	৫০
মহেন্দ্র পর্ব্বত …	”
পুত্রগণসহ দশরথের অযোধ্যা প্রবেশ …	”
অযোধ্যাকাণ্ড (৫২—৭১)	
প্রথম অধ্যায় (৫২—৫৬)	
দশরথকর্ত্তৃক রামের রাজ্যাভিষেক সংকল্প …	৫২
অযোধ্যাবাসীর আনন্দ …	”
মন্থরার পরামর্শ …	৫৩
কৈকেয়ীর দুর্জয় অভিমান	৫৪
দশরথের কৈকেয়ী সদনে গমন	”
প্রতিজ্ঞা পূরণ জন্য কৈকেয়ীর প্রার্থনা …	৫৫
ভীত দশরথের বিনয়াদি …	”
দশরথের বিলাপাদি …	”
দ্বিতীয় অধ্যায় (৫৭—৫৯)	
সুমন্ত্রের দশরথ সমীপে গমন	৫৭
রামচন্দ্রের প্রতি পিতৃসত্য পালনাদেশ …	”
দশরথ প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে অপর সকলের মতামত …	৫৮
রামচন্দ্রের বন গমনোদ্যোগ …	”
ভ্রাতা ও বনিতাসহ রামের বনগমন …	৫৯
তৃতীয় অধ্যায় (৬০—৬২)	
নিষাদরাজ্যে উপস্থিতি ও গঙ্গাতরণ …	৬০
গুহক চণ্ডালের বিবরণ …	”
ভরদ্বাজাশ্রম …	৬১
চিত্রকূট …	৬২
চতুর্থ অধ্যায় (৬৩—৬৭)	
শূন্যরথ লইয়া সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন …	৬৩
দশরথের মৃত্যু …	”
মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনয়নার্থ পরামর্শ …	৬৪
ভরতের অযোধ্যায় আগমন	৬৫
অগ্রজান্বেষণে ভরতের গমন	”

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
ভরতের প্রয়াগে উপস্থিতি ...	৬৬
চিত্রকূট উদ্দেশে ভরতের গমন	„
চিত্রকূটে ভরতের রাম অন্বেষণ	৬৭
পঞ্চম অধ্যায় (৬৮—৭১)	
অনিষ্টাশঙ্কী লক্ষ্মণের প্রতি রামের প্রবোধ বাক্য ...	৬৮
ভরতের অগ্রজসহ সাক্ষাৎকার	৬৯
ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন	„
নন্দিগ্রামে ভরতের অবস্থান	৭০
রামচন্দ্রের চিত্রকূট পরিত্যাগ	৭১
অরণ্যকাণ্ড (৭২—৯১)	
প্রথম অধ্যায় (৭২—৭৫)	
রামচন্দ্রের দণ্ডকারণ্য প্রবেশ	৭২
বিরাধ রাক্ষসসহ যুদ্ধ ...	„
শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম ...	৭৩
রামের সুতীক্ষ্ণ মুনি প্রভৃতির আশ্রমে অবস্থান ...	৭৪
ইল্বল ও বাতাপি সম্বাদ ...	„
অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম বিবরণ	৭৪
রামচন্দ্রের অগস্ত্যমুনি সন্দর্শন	৭৫
নব প্রকার মণি ...	„
দ্বিতীয় অধ্যায় (৭৬—৮০)	
রামের পঞ্চবটী গমন ও জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ ...	৭৬
রামকুটীরে শূর্পণখার উপস্থিতি	৭৭
শূর্পণখার পূর্ব্বাপর বিবরণ ...	„
„ নাসাকর্ণচ্ছেদ ...	৭৮
চতুর্দ্দশ রাক্ষস বধ ...	„

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
রাম সহ খর প্রভৃতির যুদ্ধ ...	৭৯
সসৈন্য খরের নিধন ...	„
রাবণের খর-নিধন-বার্ত্তা প্রাপ্তি	৮০
তৃতীয় অধ্যায় (৮১—৮৪)	
রামভার্য্যা হরণেচ্ছুক রাবণকে মারীচের সান্ত্বনাবাদ ...	৮১
সীতাহরণে শূর্পণখার উত্তেজনা	„
মারীচের মায়ামৃগ রূপধারণ ...	৮২
রামের মায়ামৃগানুসরণ ...	„
মৃগরূপি মারীচ বধ ...	৮৩
তিরস্কৃত লক্ষ্মণের রাম উদ্দেশে গমন ...	„
চতুর্থ অধ্যায় (৮৫—৮৭)	
রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ ...	৮৫
„ „ জটায়ুর পরাভব	৮৬
পর্ব্বতস্থ বানরগণের প্রতি সীতার অঙ্গাভরণ নিক্ষেপ	„
রাবণ কর্ত্তৃক অশোক বনে সীতা সংরক্ষণ ...	৮৭
পঞ্চম অধ্যায় (৮৮—৯১)	
মায়ামৃগ বধান্তে লক্ষ্মণ সহ রামের শূন্য কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন ...	৮৮
জটায়ুর মৃত্যু ও তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ...	৮৯
নির্লজ্জা রাক্ষসীর শাস্তি ...	„
ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি কবন্ধ রাক্ষসের আক্রমণ ...	৯০

বিষয় — পত্রাঙ্ক।

দানবরূপে কবন্ধের পরামর্শ ... ৯০
অষ্টাবক্র ঋষির বিবরণ ... „
শবরী তাপসীর আশ্রম ... ৯১

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড (৯২—১০৪)

প্রথম অধ্যায় (৯২—৯৭)

রাম দর্শনে সুগ্রীবের ভীতি ... ৯২
রাম লক্ষ্মণের সুগ্রীব নিকটে গমন ... „
রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতাদি ... ৯৩
সীতাপ্রক্ষিপ্ত অলঙ্কারাদি দর্শন „
বালি সহ সুগ্রীবের প্রথম যুদ্ধ ৯৪
পুনরায় সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে বালিপত্নীর নিষেধ ... „
বালি-বধ ... ৯৫
রণস্থলে শোকার্ত্তা তারার গমন „
সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকাদি ... ৯৬
বালিবধ সম্বন্ধে মতামত ... „
রাম-চরিত্রে কলঙ্কারোপ ... „

দ্বিতীয় অধ্যায় (৯৮—১০১)

মাল্যবান্ পর্ব্বতে রামের অবস্থিতি ... ৯৮
বানর সেনা সমবেত করিবার জন্য সুগ্রীবের আদেশ ... ৯৯
সুগ্রীবের রাম সমীপে গমন ... „
সীতা উদ্দেশার্থে বানরগণকে প্রেরণ ... ১০০
হনুমান্‌কে অভিজ্ঞানাঙ্গুরীয় প্রদান „

বিষয় — পত্রাঙ্ক।

বিফল-মনোরথ অপবাপর বানরগণের প্রত্যাবর্ত্তন ... ১০১

তৃতীয় অধ্যায় (১০২—১০৪)

হনুমান্ প্রভৃতির প্রায়োপবেশন ১০২
অঙ্গদ কর্ত্তৃক জটায়ুর মৃত্যু বৃত্তান্তাদি কথন ... „
রাম চরিত শ্রবণে সম্পাতির পক্ষোদ্ভেদ ... ১০৩
সম্পাতির পরামর্শ ... „
বানরগণের স্ব স্ব উল্লম্ফন-ক্ষমতা প্রকাশ ... ১০৪
হনুমানের সমুদ্র পার গমনে সম্মতি „

সুন্দর কাণ্ড (১০৫—১২৫)

প্রথম অধ্যায় (১০৫—১০৭)

হনুমান্ মৈনাক সম্বাদ ... ১০৫
হনুমান্ কর্ত্তৃক মৈনাক স্পর্শ ... ১০৬
সুরসা নাগিনীর প্রবঞ্চনা ... „
সিংহিকা রাক্ষসী বধ ... ১০৭
হনুমানের সমুদ্র পারে উপস্থিতি „

দ্বিতীয় অধ্যায় (১০৮—১১১)

লঙ্কাধিষ্ঠাত্রী দেবীর পুরীত্যাগ ১০৮
হনুমান্ কর্ত্তৃক নিদ্রিত রাবণ দর্শন ১০৯
সীতা-সন্ধানাসমর্থ হনুমানের বিষাদ „
অশোকবনে হনুমানের সীতা সন্দর্শন ... ১১০
রাবণ কর্ত্তৃক সীতার প্রতি অসদ্ব্যবহার ... „
চেটীগণের পীড়ন ও ত্রিজটার স্বপ্ন ১১১

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
তৃতীয় অধ্যায় (১১২—১১৬)	
সীতা সম্ভাষণার্থে হনুমানের উপায়োদ্ভাবন ...	১১২
হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতা সম্ভাষণ	১১৩
হনুমান্ হস্তে সীতার শিরোমণি প্রদান ...	”
হনুমান্ কর্ত্তৃক অশোকবন ধ্বংসাদি ...	১১৪
জম্বুমালী ও মন্ত্রিপুত্রগণের নিধন	”
অক্ষকুমারের বানরসহ যুদ্ধে গমন	১১৫
হনুমান্ কর্ত্তৃক অক্ষকুমার বধ	”
ইন্দ্রজিতের হনুমান্ সহ যুদ্ধ ..	”
চতুর্থ অধ্যায় (১১৭—১২২)	
হনুমানের ব্রহ্মাস্ত্রবন্ধন ও রাবণ সন্দর্শন ...	১১৭
” লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান	”
” লঙ্কা দহন ...	১১৮
” প্রত্যাবর্ত্তনোদ্যোগ	১১৯
” প্রত্যাগমন ও সীতার উদ্দেশ বার্ত্তা প্রদান ...	১২০
বানরগণের কিষ্কিন্ধ্যা-গমন প্রবৃত্তি	”
বানরগণ কর্ত্তৃক মধুবন ভঙ্গ	১২১
অঙ্গদাদির স্বদেশ গমন ...	১২২
পঞ্চম অধ্যায় (১২৩—১২৫)	
রামচন্দ্রকে সীতা-সম্বাদ ও শিরোমণি প্রদান ...	১২৩
হনুমান্ কর্ত্তৃক সমগ্র বৃত্তান্ত বর্ণন	,,
সসৈন্য রামের সমুদ্রোদ্দেশে গমন	১২৪
বানর সেনার মহেন্দ্র পর্ব্বতে উপস্থিতি ...	১২৫
সমুদ্র পুলিনে রামের সৈন্য সমাবেশ ...	,,
লঙ্কাকাণ্ড (১২৬—১৮৫)	
প্রথম অধ্যায় (১২৬—১৩০)	
হনুমানের প্রস্থানে রাক্ষস সেনাপতিগণের আস্ফালন ...	১২৬
সীতা প্রত্যর্পণার্থ বিভীষণের অনুরোধ ...	১২৭
কুম্ভকর্ণের অনুযোগ ...	,,
অমাত্যগণের পোষকতা ...	,,
বিভীষণের পুনরনুরোধ ...	১২৮
,, রাবণের তিরস্কার ...	,,
,, লঙ্কা পরিত্যাগ ...	১২৯
রাম কর্ত্তৃক সাগরোপাসনা ...	,,
দ্বিতীয় অধ্যায় (১৩১—১৩৬)	
রাবণ কর্ত্তৃক শুককে চররূপে প্রেরণ ...	১৩১
শুকের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ...	,,
নল কর্ত্তৃক সেতুবন্ধন পরামর্শ	১৩২
নল বানরের বরপ্রাপ্তি বিবরণ	,,
সেতুবন্ধন ...	১৩৩
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর ...	,,
,, ,, (বর্ত্তমান) ...	১৩৪
সসৈন্য রামের সমুদ্র পারে গমন	,,
শুক ও সারণের দৌত্য ...	১৩৫
রাবণের বানর সৈন্য দর্শনাদি ..	১৩৬

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
তৃতীয় অধ্যায় (১৩৭—১৪০)	
সীতাকে রামের মায়ামুণ্ড প্রদর্শনাদি ...	১৩৭
মাল্যবানের পরামর্শ ...	১৩৮
রামচন্দ্রের লঙ্কা দর্শন ও অবরোধ	,,
সুগ্রীব কর্ত্তৃক রাবণের নিগ্রহ	১৩৯
অঙ্গদের দৌত্য ...	,,
রাবণাবাসে অঙ্গদের উপদ্রব ...	১৪০
চতুর্থ অধ্যায় (১৪১—১৪৪)	
বানর ও রাক্ষস সৈন্যের প্রথম সংঘর্ষণ ...	১৪১
রাম ও লক্ষ্মণের নাগপাশ বন্ধন	১৪২
কালনেমি সম্বাদ ...	,,
সীতাকে রাম ও লক্ষ্মণের বন্ধনাবস্থা প্রদর্শন ...	১৪৩
নাগপাশ মুক্তি ...	১৪৪
পঞ্চম অধ্যায় (১৪৫—১৪৯)	
ধূম্রাক্ষ বধ ...	১৪৫
বজ্রদংষ্ট্র বধ ...	১৪৬
অকম্পন বধ ...	,,
নরান্তক, প্রহস্ত প্রভৃতির পতন	১৪৭
রাবণের যুদ্ধে গমন ...	,,
সুগ্রীবের মোহ ...	১৪৮
হনুমানের অচেতনাবস্থা ...	,,
নীল বীরের পরাভব ...	,,
লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা ...	,,
মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে রাবণের উত্তোলন চেষ্টা ...	১৪৯
রাম সহ যুদ্ধে রাবণের পলায়ন	,,

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
ষষ্ঠ অধ্যায় (১৫০—১৫৬)	
অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ	১৫০
বানরগণসহ কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ ...	১৫১
কুম্ভকর্ণের পতন ...	১৫২
ত্রিশিরাঃ দেবান্তকাদির পতন	১৫৩
অতিকায় বধ ...	,,
ইন্দ্রজিতের পুনরায় যুদ্ধে গমন	১৫৪
রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অচেনাবস্থা	,,
হনুমানের ওষধি পর্ব্বতানয়ন	১৫৫
রাম লক্ষ্মণাদির চেতনাপ্রাপ্তি	১৫৬
সপ্তম অধ্যায় (১৫৭—১৬২)	
বানরগণ কর্ত্তৃক লঙ্কাদহন ...	১৫৭
কুম্ভ ও নিকুম্ভের পতন ...	,,
মকরাক্ষ বধ ...	১৫৮
তরণিসেনের পতন ...	,,
ভস্মলোচন বধ ...	১৫৯
বীরবাহুর পতন ...	,,
ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক মায়াসীতা হনন	,,
ইন্দ্রজিদ্ বধের মন্ত্রণা ...	১৬০
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ বিঘাত ...	১৬১
ইন্দ্রজিদ্ বধ ...	,,
অষ্টম অধ্যায় (১৬৩—১৬৮)	
রাবণের সীতা-হননোদ্যোগ ...	১৬৩
,, স্বয়ং যুদ্ধ সংকল্প ...	,,
হতাবশিষ্ট সেনানিবর্গের নিধন	১৬৪
বিরূপাক্ষ মহোদরাদির পতন	১৬৫
রাবণের যুদ্ধারম্ভ ...	,,
লক্ষ্মণের শক্তিশেলাঘাত ...	১৬৬
শক্তিশেলাঘাতের কারণ নির্দেশ	,,

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
ভরতের বল পরীক্ষা ...	১৬৭
লক্ষ্মণের চেতনালাভ ...	,,
মহীরাবণ বধ ...	,,
অহীরাবণ বধ ...	১৬৮
নবম অধ্যায় (১৬৯—১৭৪)	
ইন্দ্রপ্রেরিত রথারোহণে রামের যুদ্ধ ...	১৬৯
রাবণের মৌনব্রত ভঙ্গ ...	১৭০
রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ...	,,
হনুমান্ কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যু-বাণ আনয়ন ...	১৭১
রামচন্দ্রের আদিত্য কবচ পাঠ	,,
রাবণের শেষ যুদ্ধ ...	১৭২
মস্তকচ্ছেদনে রাবণের পুনর্মুণ্ডোদ্ভব ...	,,
রাবণ বধ ...	১৭৩
রামচন্দ্রাদির আনন্দ ...	,,
মুমূর্ষু রাবণের রাজনীতি পরামর্শ	,,
রাবণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ...	১৭৪
,, চিতা বিষয়ক প্রবাদ	,,
দশম অধ্যায় (১৭৫—১৭৯)	
সীতাকে শুভ সংবাদ প্রদান ...	১৭৫
মন্দোদরীর অভিশাপ ...	১৭৬
স্বামিসকাশে সীতার গমন ...	,,
রামচন্দ্রের সীতা প্রত্যাখ্যান	,,
সীতার অগ্নি প্রবেশ ..	১৭৭
অগ্নিদেবার্পিতা মায়াসীতা ...	,,
অগ্নি পরীক্ষান্তে সীতার পুনর্গ্রহণ	,,
যুদ্ধে মৃত বানরগণে জীবন লাভ	১৭৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
রামের অযোধ্যায় প্রতি গমনোদ্যোগ ...	১৭৯
লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সেতুখণ্ডন ...	,,
একাদশ অধ্যায় (১৮০—১৮৫)	
রামচন্দ্রাদির ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিতি ...	১৮০
অযোধ্যা গমনে ভরদ্বাজানুমতি	১৮১
গুহ এবং ভরতকে সংবাদ প্রদান	,,
মাতৃগণ ও ভরতের সহিত রামের মিলন ...	১৮২
ভরত মিলাপ (বর্ত্তমান) ...	১৮৩
রামচন্দ্রাদির অযোধ্যা প্রবেশ	,,
রামের রাজ্যাভিষেক ..	১৮৪
হনুমান্‌কে রত্নহার পুরস্কার ...	১৮৫
উত্তর কাণ্ড (১৮৬—২১১)	
প্রথম অধ্যায় (১৮৬—১৯০)	
অগস্ত্যাদির অযোধ্যায় আগমন	১৮৬
সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ ...	,,
ইন্দ্রজিদ্ বধকারী বীরের বর্ণনা	১৮৭
হনুমানের দর্পচূর্ণ ...	১৮৮
অগস্ত্য কর্ত্তৃক রাবণাদির পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন ...	১৮৯
হনুমানের তপস্যার্থে হিমালয় গমন	,,
রাক্ষস বানর প্রভৃতির বিদায়	১৯০
পুষ্পক রথের পুনরাগমন ...	,,
দ্বিতীয় অধ্যায় (১৯১—১৯৫)	
সীতার তপোবন দর্শনেচ্ছা ...	১৯১
,, বনবাস সম্বন্ধে গুহ্য বৃত্তান্ত	,,

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
সীতা-নির্বাসন সংকল্প ...	১৯২
রজক মুখশ্রুত সীতার অপবাদ	,,
সীতার বনবাস ...	১৯৩
বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থান ...	,,
বিচারপ্রার্থী সারমেয় ...	১৯৪
কুক্কুরাঘাতী ব্রাহ্মণের দণ্ড ...	,,
উলূক ও গৃধ্রের দ্বন্দ্ব ...	১৯৫
তৃতীয় অধ্যায় (১৯৬—২০০)	
লবণ সহ যুদ্ধে শত্রুঘ্নের সেনাপতিত্ব	১৯৬
চ্যবন মুনির বিবরণ ...	,,
সীতার কুমার যুগল প্রসব ...	১৯৭
সীতার দ্বিতীয় পুত্র বিষয়ক প্রবাদ	,,
লবণ বধ ...	১৯৮
মথুরাপুরী নির্ম্মাণ ...	,,
মথুরাবাসি যাদবগণের উদ্ভব ...	,,
ব্রাহ্মণ-পুত্রের অকাল মৃত্যু ...	১৯৯
,, ,, পুনর্জীবন লাভ	২০০
অগস্ত্য কর্ত্তৃক রামকে গাত্রাভরণ প্রদান ...	,,
চতুর্থ অধ্যায় (২০১—২০৪)	
অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ ...	২০১
কুশ ও লবের যুদ্ধাদি ...	,,
মতান্তরে রামের সীতাসহ মিলনাদি ...	,,
মতান্তরে কুশ ও লবের যুদ্ধ ...	২০২
যজ্ঞক্ষেত্রে কুশ ও লবের রামায়ণ গান ...	২০৩
দুর্ব্বাসার বিবরণ ...	,,

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
জানকীর পুনঃ পরীক্ষা প্রস্তাব	২০৪
সীতার পাতাল প্রবেশ ...	,,
পঞ্চম অধ্যায় (২০৫—২০৯)	
মাতৃগণের স্বর্গারোহণ ...	২০৫
গন্ধর্ব্বদেশ পরাজয় ...	,,
লক্ষ্মণ-পুত্রদ্বয়ের অভিষেক ...	২০৬
কালপুরুষের সমাগম ...	,,
রামচন্দ্রের কঠিন প্রতিজ্ঞা ...	,,
কালপুরুষের সহিত কথোপকথন	২০৭
দুর্ব্বাসার আগমন ও ক্রোধ ...	,,
লক্ষ্মণ বর্জ্জন ...	,,
রামচন্দ্রের লক্ষ্মণানুগমনেচ্ছা ...	২০৮
শত্রুঘ্ন-পুত্রদ্বয়ের নবরাজ্যে অভিষেক ...	,,
রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ ...	২০৯
পরিশিষ্ট (২১১—২২৮)	
কুশ ও তৎপুত্রাদি ...	২১১
মতান্তরে লববংশ ...	২১২
সূর্য্যবংশ ...	২১৩
মিথিলার রাজবংশ ...	২১৫
পুস্তকোল্লিখিত নাম সমূহ ...	২১৬
মানচিত্রোল্লিখিত স্থান সমূহ ...	২২৪

সাধারণ সূচিপত্র।

গ্রন্থারম্ভে ঃ—

লঙ্কাদ্বীপে আধুনিক আবিষ্কার।

ঈশ্বরের পৃথিবীতে অবতার সম্ভব কি না?

বালি-বধ ও সীতার বনবাস বিষয়ক সমালোচনাদি।

বিশেষ নিবেদন।

মুদ্রা যন্ত্রের বিড়ম্বনা নিবন্ধন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইতে ঠিক মাস লাগিয়াছে। মার্চ মাসে মুদ্রারম্ভ আর নবেম্বরে সমাপ্ত! [illegible] ইহাতেই বুঝিবেন যে মাতৃ-ভাষায় আমাদিগের কতদূর [illegible]! অপর কোনও ভাষায় হইলে বোধ হয় অন্যরূপ হইত। এই [illegible] গতিকে কোনও ভদ্রলোককেই মুদ্রালিপি সংশোধনের জন্য অনুরোধ করিতে সাহস হয় নাই। ফলে, লেখককে সেই কার্য্য করিতে গিয়া যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিয়াছে—ভুরি ভুরি ভুল [illegible]ড়াইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে সমস্ত সংশোধন [illegible]করিবেন।

প্রচারক।

নবেম্বর ১৮৯৯।